RAJA OEDIPUS

A nobel by Asim Chattopadhyay

based on 'King Oedipus' and 'Oedipus at Colonos' by Sophocles

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৮৩ ।

প্রকাশক : লতিকা সাহা । মডার্ন কলাম । ১০।২৩, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর : গোপালচন্দ্র পাল । স্টার প্রিন্টিং প্রেস ২১।এ, রাধানাথ বসু লেন, কলি-৬

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

দুলালদা

সুধাংশু

সৈকত

সব্যসাচী

রথীন

আমার সুখের দিনে উধাও যারা, দুঃখ-দিনের সাথী

আর

যে শুনিয়েছিল অপরাজিতার রূপকথা

সোফোক্লেস, ওয়াদিপাউস এবং এই রূপান্তর

প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডি বিশ্বসাহিত্যের এক ধ্রুপদী সম্পদ। এ ধারার প্রধান তিন নাট্যকার এস্কাইলাস, সোফোক্লেস এবং য়ুরিপিদিস।

সোফোক্লেসের জন্ম ৪৯৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, এথেন্স সংলগ্ন কলোনায়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সোফোক্লেস। বীণা বাজাতে পারতেন, পারদর্শী ছিলেন মল্লযুদ্ধে। সামোস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে এথেন্সের অন্যতম সেনাপতির ভূমিকাতেও দেখা গেছে তাঁকে। কিন্তু এ-সব গুণের জন্য পৃথিবী তাঁকে মনে রাখে নি, ইতিহাসে সোফোক্লেস অমর হয়ে আছেন নাট্যকার হিসেবেই। সব মিলিয়ে প্রায় ১১৩টি নাটক লিখেছিলেন তিনি, যার মধ্যে আজকের মানুষের হাতে এসে পৌঁছেছে মাত্র ৭-টি নাটক। কিন্তু এই সাতটি নাটকই সাহিত্যের ইতিহাসে সাতশ রাজার সম্পদের থেকেও বেশি মূল্যবান। নাটক সাতটি হল অ্যাজাক্স, ইলেকট্রা, উইমেন অফ ট্রাকি, ফিলোক্‌তেতিস, ওয়াদিপাউস দ্য কিং, ওয়াদিপাউস অ্যাট কলোনা আর আন্তিগোনে। তাঁর অন্যকিছু নাটকের অংশবিশেষ (যেমন, দ্য সার্চার্স) উদ্ধার করতে পেরেছেন গবেষকরা।

ব্যক্তিগত জীবনে সোফোক্লেস ছিলেন পেরিক্লিস এবং হেরোডোটাসের বন্ধু। মোট ২৪-টি নাট্য-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পায় তাঁর নাটক। এর মধ্যে প্রথমবার তিনি বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন তাঁর পূর্বসূরী বর্ষীয়ান এস্কাইলাসকে পরাজিত করে ৪৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সোফোক্লেস তখন ২৮ বছরের তরতাজা যুবক। ৯০ বছর বয়সে, ৪০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, মারা যান সোফোক্লেস।

সোফোক্লেসের নাটকে ঘটনার থেকে বড় হয়ে ওঠে চরিত্র। নাট্যকারের চোখ ডুব দেয় চরিত্রের গভীরে, মনস্তত্ত্বের জটিল জগৎ উন্মোচিত হয় পাঠক বা দর্শকের সামনে। প্রেক্ষাপট গৌণ, ব্যক্তিই প্রধান। সেই ব্যক্তিজীবন এবং ব্যক্তিমনেরই কাহিনী রাজা ওয়াদিপাউস। এ কাহিনীর বীজ নিহিত ছিল গ্রীক পুরাণেই। অডিসি-তে ওয়াদিপাউসের কথা উল্লেখ করেছেন হোমার। এস্কাইলাস লিখেছিলেন ট্রিলজি। কিন্তু সোফোক্লেসই এ কাহিনীকে পরিণত করেছেন চিরায়ত সৃষ্টিতে।

এক বিচিত্র ঘটনাচক্রে ওয়াদিপাউস হয়ে উঠেছেন পিতৃহন্তা, বিবাহ করেছেন নিজের জন্মদাত্রীকে। সত্য উন্মোচিত হওয়ার পর তীব্র অনু-শোচনায় ভয়ংকর প্রায়শ্চিত্ত। অস্বাভাবিকরকম আতংকজনক একটা

অনুভূতির সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন সোফোক্লেস। কিন্তু শেষ বিচারে রাজা ওয়াদিপাউস আতঙ্কের বা অনৈতিকতার উপাখ্যান নয়, এ কাহিনী করুণতম মানবজীবনের, যেখানে কার্য-কারণের অজানা-অদেখা সুতোর টানে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় অসহায় মানুষ।

রাজা ওয়াদিপাউস নাটকটি সোফোক্লেস লিখেছিলেন ৪২৭-৪২৮ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ নাগাদ আর কলোনায় ওয়াদিপাউস তাঁর জীবনের শেষ দিকের রচনা। শেষোক্ত নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর পর।

ট্রাজেডির তত্ত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে ভিত্তি হিসেবে আরিস্ততল বেছে নিয়েছিলেন সোফোক্লেসকেই। সিসেরো, ভার্জিল, ওভিদরা সোফোক্লেসকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নির্দ্বিধায়। আধুনিককালে সি. এম. বাওরা, এ জে এ. ওয়ালডক, সেডরিক হুইটম্যানের মতো গবেষকরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সোফোক্লেসের সৃষ্টি নিয়ে।

রাজা ওয়াদিপাউস আর কলোনায় ওয়াদিপাউস এই দুটি নাটক জুড়ে ওয়াদিপাউসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন সোফোক্লেস। সেই দুটি নাটকের কাহিনী একত্রিত করেই গড়ে উঠেছে আমাদের উপন্যাস। ঘটনাস্রোতের বিন্যাসে অনুসরণ করেছি সোফোক্লেসকেই, কিন্তু চিন্তাভাবনার প্রকাশ এবং মনস্তাত্ত্বিক কাটাছেঁড়ার প্রয়াস একান্তভাবেই আমাদের। কাহিনীর মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে চেষ্টা করেছি অন্য একটা মাত্রা যোগ করার।

প্রসঙ্গত, মানুষের যৌন-মনস্তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে জননীর প্রতি পুত্রের যৌন-আকর্ষণকে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড চিহ্নিত করেছেন 'ওয়াদিপাউস কমপ্লেক্স' নামে। জন্মদাত্রী জোকাস্তার সঙ্গে ওয়াদিপাউসের বিবাহ এবং যৌনসম্পর্ক—এ থেকেই প্রতীকটি গ্রহণ করেছিলেন ফ্রয়েড। তাঁর তত্ত্বের ব্যাখ্যা ভিন্ন প্রসঙ্গ, কিন্তু মনে রাখা দরকার জোকাস্তার সঙ্গে ওয়াদিপাউসের বিবাহ কোন গোপন যৌন-আকর্ষণের ফল নয়, নিতান্তই ঘটনাচক্র (টমাস মান-এর 'দ্য হোলি সিনার' উপন্যাসে এ-রকমই একটি ঘটনাচক্রের ছবি দেখা যায়)।

গ্রীক নামগুলির প্রতিবর্ণীকরণ হয়ত যথাযথ হয় নি। যেমন, অ্যাপোলো হয়ত আপোল্লো, ইটিওক্লেস সম্ভবত এতিওক্লেস। আশা করি এর জন্য পাঠকদের বিশেষ অসুবিধে হবে না। তবে যতদূর জানি, ওয়াদিপাউসের সঠিক উচ্চারণ সম্ভবত অয়দিপোষ অথবা ওইদিপোষ। কিন্তু বাংলায় ওয়াদিপাউস নামটাই বেশি পরিচিত বলে ঐ উচ্চারণটাই গ্রহণ করেছি আমরা।

বাংলায় ওয়াদিপাউস নামটা বেশি পরিচিত, কারণ বহুরূপীর সেই সুবিখ্যাত নাটক 'রাজা ওয়াদিপাউস'। পৃথিবীর নানান দেশেই নাটক

মঞ্চস্থ হয়েছে ওয়াদিপাউসের কাহিনী নিয়ে। 'কলোনায় ওয়াদিপাউস'-ও অভিনীত হয়েছে নানাভাবে। জনপ্রিয় হয়েছে 'আন্তিগোনে'-ও।

গ্রীক ট্রাজেডি এবং সোফোক্লেসের সামগ্রিক নাট্যকীর্তি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল। আপাতত নানা কারণে তা সম্ভব হল না, সংক্ষিপ্ত ধরতাইটুকুই শুধু হাজির করা গেল পাঠকের সামনে। এ বই যদি কখনও আবার ছাপা হয়, তাহলে সে ইচ্ছেটুকু পূরণ করার চেষ্টা করা যাবে।

ছাপার ভুল কিছু কিছু রয়েই গেল। তার মধ্যে একটা ভুল গুরুতর। ২৭ পৃষ্ঠার ১৯ লাইনে 'আদেশ দেন' কথাটিকে 'জোকাস্তা আদেশ দেন' পড়তে হবে। পরবর্তী ঘটনাবলীর সঙ্গে কথাটির একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে বলেই সংশোধন করে দিতে হল ভুলটা।

লেখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কিছু বইপত্র সরবরাহ করেছে অনুজপ্রতিম বন্ধু প্রবীর মুখোপাধ্যায় আর তারকনাথ রায়। আর সারাক্ষণই উৎসাহ যুগিয়েছে আর-একজন, যে আমার সবথেকে কাছের বন্ধু।

মৌড়িগ্রাম স্টেশনপাড়া
ডাকঘর—উনসানি
হাওড়া

অসীম চট্টোপাধ্যায়

১

পুরনো দিনের গ্রীস এবং সেই গ্রীসের একটি বিশিষ্ট নগররাষ্ট্র থিবিস। থিবিসের রাজপ্রাসাদে আজ প্রজাদের জমায়েত। এসেছেন অনেক বৃদ্ধ, এসেছে নগরীর সত্যযুবার দল, এসেছে শিশুরা। রাজ-প্রাসাদের সামনে বেদিগুলিতে বসেছে ওরা। প্রতীক্ষা করছে। প্রতীক্ষা নৃপতির, এই নগরীর বর্তমান রাজার : রাজা ওয়াদিপাউসের।

রাজা ওয়াদিপাউস। থিবিসের রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা কি ছিল তাঁর? হয়ত ছিল, হয়ত-বা নয়। প্রাক্তন নৃপতি লেইয়াসের মৃত্যুর পর এক বিচিত্র ঘটনা ওয়াদিপাউসকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল থিবিসের রাজসিংহাসনে। তারপর মহাকালের সময়খাতায় ছাপ রেখে গেছে অনেকগুলি অতিক্রান্ত বছর। ওয়াদিপাউস এখন থিবিসের সর্বোচ্চ প্রশাসক।

প্রতীক্ষার অবসান। রাজপ্রাসাদের দিক থেকে এগিয়ে এলেন ওয়াদিপাউস। এসে দাঁড়ালেন প্রজাদের সামনে। প্রজারা উন্মুখ। ওয়াদিপাউস বললেন, হে আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দ, বলো, কেন আজ তোমাদের এসে দাঁড়াতে হয়েছে আমার সামনে? বলো তোমরা, কেন আজ সমস্ত থিবিস জুড়ে ধুপের গন্ধ, কেন সকলে প্রার্থনা জানাচ্ছে সূর্যদেব অ্যাপোলোর কাছে কেন চারপাশে এত করুণ বিলাপ? বলো সন্তানবৃন্দ, তোমাদের মুখ থেকেই এর কারণ জানতে চাই আমি। এই আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমাদের সামনে, যাকে তোমরা চিহ্নিত করেছ 'সুপ্রসিদ্ধ ওয়াদিপাউস' নামে।

কথা বলতে বলতে একটু থামলেন ওয়াদিপাউস, তাকালেন এক বর্ষীয়ান পুরোহিতের দিকে। বললেন, এদের সকলের হয়ে আপনিই বলুন মান্যবর, কেন আজ আপনারা এসে দাঁড়িয়েছেন এখানে? কোন আতঙ্ক কি টেনে এনেছে আপনাদের? নাকি কোন

খুশির খবর ; বলুন। আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব, করব আমি।

পুরোহিত যা বললেন, তা একেবারে অজানা নয় ওয়াদিপাউসের। গোটা থিবিস জুড়ে এখন মৃত্যুর থাবা। মাঠে শস্য নেই, গরু-বাছুর ধুঁকছে, নারীরা সন্তানহীনা, ছড়িয়ে পড়ছে মহামারী। দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর দ্বিমুখী আক্রমনে শূন্য হয়ে যাচ্ছে থিবিস, ভরে উঠছে মৃত্যুর জাদুঘর ভরসা এখন ওয়াদিপাউস। দেশবাসীর চোখে ওয়াদিপাউস স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন ঈশ্বর নন, তিনি মানুষ, সর্বোত্তম মানুষ, শ্রেষ্ঠ। থিবিসের পরিত্রাতা।

কথার মাঝে বৃদ্ধ পুরোহিত স্মরণ করলেন অতীতের কথা। সেদিন ভিনদেশী ওয়াদিপাউস চলতে চলতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একটি অচেনা নগরীর দ্বারপ্রান্তে, নাম যার থিবিস। এবং সেদিন সেই দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তরুণ ওয়াদিপাউস সমাধান করেছিলেন এক জটিল ধাঁধার, যে ধাঁধার সমাধান থিবিসের দুর্বল ধমনীতে সঞ্চারিত করেছিল উষ্ণ শোণিতের স্রোত। বেঁচে উঠেছিল থিবিস, এবং সেদিনই ..

ছবি ঃ এক

ভয়ে, আতঙ্কে বিবর্ণ থিবিস। এই ভয় এমন, যার গ্রাস থেকে মুক্তির উপায় থিবিসের জানা নেই। কোপেই হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ফিকিয়াম পাহাড়ে এসে আস্তানা গেড়েছে এক ভয়ঙ্কর দানবী। ভয়ঙ্কর এবং বিচিত্র। নারীর মতো মুখ, সিংহের মতো পা, সাপের মতো লেজ, পাখির মতো ডানা। একটি অদ্ভুত, সমাধান হীন প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে এই দানবী, নাম যার স্ফিংক্স। প্রশ্ন ঠিক নয়, ধাঁধা।

কাছাকাছি কোন মানুষকে দেখতে পেলেই দানবী স্ফিংক্স প্রশ্ন করছে ঃ এমন কোন্ প্রাণী আছে এই পৃথিবীতে, যে সকালে হাঁটে চার পায়ে, দুপুরে দু পায়ে আর রাত নামলে দেখা যায় তিনখানি পা ?

কেউ পারে নি এ ধাঁধার জট ছাড়াতে। চেষ্টা করেছে অনেকে এবং অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হয়েছে প্রত্যেকে। প্রতিটি ব্যর্থ মানুষ পরিণত হয়েছে দানবীর খাদ্যে।

আতঙ্কে বিবর্ণ থিবিস। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নগরীর সাতটি তোরণ। দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ। ঠিক এমনি সময় খবর এল—বিদেশযাত্রার পথে একদল দস্যুর আক্রমণে নিহত হয়েছেন রাজা লেইয়াস। ভয়ঙ্কর খবর, তবু রাজহত্যা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেল না থিবিসবাসী। মাথার ওপর ভয়ঙ্করতর বিপদ, মূর্তিমতী মৃত্যু—ঐ ফিকিয়াম পাহাড়ের দানবী স্ফিংক্স। সারা দেশ বিপন্ন, বিপন্ন প্রতিটি জীবন, এ-সময় একটি হত্যা নিয়ে—তা সে মানুষটি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোন না কেন—কে আর মাথা ঘামায়! রাজা-লেইয়াসের মৃত্যু প্রায় অনালোচিতই রয়ে গেল থিবিস নগরীতে।

আর ঠিক তখন পায়ে পায়ে থিবিস নগরীর দিকে এগিয়ে এল এক ভিন্‌দেশী তরুণ। ফিকিয়াম পাহাড়ের দানবীকে দেখল সে। সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর। রমণীর কমনীয় মুখ, সিংহীর ভীতিপ্রদ শরীর। আতঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আতঙ্কিত হ'ল না সেই তরুণ। ধীর পায়ে সে এগিয়ে গেল ফিকিয়াম পাহাড়ের দিকে। নড়ে উঠল স্ফিংক্স। বলল, দাঁড়াও।

দাঁড়িয়ে পড়ল তরুণ আগন্তুক। স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল দানবীর দিকে। কঠিন গলায় দানবী বলল, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এখান থেকে তুমি যেতে পারবে না। আর মনে রেখো, উত্তর দিতে না পারলে তুমি পরিণত হবে আমার খাদ্যে।

তরুণ নিষ্কম্প—আমি প্রস্তুত। বলো কী প্রশ্ন।

স্ফিংক্স বলল, এমন কোন্‌ প্রাণী আছে এই পৃথিবীতে, যে সকালে হাঁটে চার পায়ে, দুপুরে, দু পায়ে, আর রাত নামলে দেখা যায় তিন-খানি পা? কোন্‌ সে জীব? উত্তর দাও।

উত্তর দিল তরুণ আগন্তুক। দানবীর চোখের দিকে চোখ রেখে গভীর প্রত্যয়ে বলল—মানুষ। শৈশবে যখন সে হামা দেয়, তখন তার চার পা। দুপুরে অর্থাৎ যৌবনে সে হাঁটে সোজা হয়ে, তখন তার দু পা। আর রাতে, অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে, হাঁটার জন্য তার প্রয়োজন হয় একখানি লাঠি, তখন তার তিন পা। হ্যাঁ, মানুষই সেই জীব।

এতদিনে এই প্রথম, লজ্জায় মাথা নামাল স্ফিংক্স। তারপর অমানুষিক চিৎকারে দিগন্ত কাঁপিয়ে ঝাঁপ দিল পাহাড়চূড়া থেকে। শেষ হল থিবিস নগরীর অভিশাপ। সাত সাতটি তোরণ খুলে ছুটে এল উল্লসিত থিবিসবাসীরা। এসে দাঁড়াল তাদের পরিত্রাতা তরুণটির সামনে। বলল, হে মহান আগন্তুক, কে আপনি ?

তরুণ উত্তর দিল, আমি করিন্থরাজ পলিবাস এবং তাঁর মহিষী মেরোপির পুত্র, নাম ওয়াদিপাউস।

কৃতজ্ঞ থিবিসবাসীরা প্রার্থনা জানাল, হে মহান ওয়াদিপাউস, আমাদের রাজা লেইয়াস নিহত হয়েছেন সম্প্রতি। আমাদের অনুরোধ, এই শূন্য রাজপদে অধিষ্ঠিত হোন আপনি। থিবিসকে আপনি মুক্তি দিয়েছেন তার ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে। এখন এই শাসকহীন দেশের শাসক হতে পারেন একমাত্র আপনিই।

থিবিসের রাজপদে অধিষ্ঠিত হল তরুণ ওয়াদিপাউস। এবং প্রথা অনুযায়ী মৃত রাজা লেইয়াসের বিধবা স্ত্রী জোকাস্তার সঙ্গে বিবাহ হল তার। লেইয়াসপত্নী জোকাস্তা পরিণত হলেন ওয়াদিপাউসমহিষী জোকাস্তায়। জোকাস্তার ভ্রাতা ক্রেওন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নতুন রাজার সঙ্গে বিবাহ দিলেন বিধবা ভগ্নীর।

বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, আপনি, হে মহান ওয়াদিপাউস, আপনিই আমাদের পরিত্রাতা। একদিন আপনিই রক্ষা করেছিলেন আমাদের, উদ্ধার করেছিলেন মৃত্যুর অন্ধকার থেকে। আজ যদি আবার আপনি পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে এসে না দাঁড়ান আমাদের সামনে, তাহলে ভবিষ্যতের পৃথিবী কি বলবে না যে ওয়াদিপাউস থিবিসকে উদ্ধার করেছিলেন তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্যই।

স্ফিংক্সের অভিশাপমুক্ত থিবিস আজ দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর প্রবলতর অভিশাপের সামনে দাঁড়িয়ে, আর্ত, অসহায়। রাজা ওয়াদিপাউসের চোখের সামনে সার সার ছবি ; অতীত থেকে বর্তমান, একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা।

প্রজাদের দিকে তাকালেন ওয়াদিপাউস। সান্ত্বনার সুরে বললেন হে আমার সন্তানবৃন্দ, তোমাদের এই দুর্ভাগ্যের কথা আমার অজানা নেই। আমি জানি কী ভয়ংকর সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছ তোমরা। কিন্তু আমি, তোমাদের রাজা, আমিও তো শান্তিতে নেই। ভেবে ছাখো, তোমাদের যন্ত্রণা তোমাদের একার, প্রত্যেকের নিজস্ব, ব্যক্তিগত। আর আমার আত্মা অহর্নিশি যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে আমার নিজের জন্য, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এবং এই থিবিসনগরীর জন্য। শোনো, একটা আশার সংবাদ জানাই তোমাদের। অনেক চিন্তাভাবনা করে এই দুর্দশা থেকে থিবিসকে উদ্ধার করার একটা পথ খুঁজে পেয়েছি আমি। কাজও শুরু করে দিয়েছি।

প্রজারা উৎসুক। কোন্ পথ? কী কাজ?

সবটাই বললেন ওয়াদিপাউস। তাঁর স্ত্রী জোকাস্তার ভ্রাতা ক্রেওনকে তিনি পাঠিয়েছেন পিথিয়ায়, সূর্যদেব অ্যাপোলোর মন্দিরে। ওখান থেকেই ক্রেওন জেনে আসবেন অ্যাপোলোর নির্দেশ, জেনে আসবেন থিবিসকে রক্ষা করার উপায়। ক্রেওন এসে যা বলবেন, সেই মতোই কাজ করবেন ওয়াদিপাউস।

কিন্তু, ভাগ্যাহত থিবিস নগরীর রুগ্নবক্ষ ছিন্ন করে অবিরাম বয়ে চলেছে সময়ের ঝড়। প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান' অথচ ক্রেওন এখনও অনুপস্থিত। প্রজারা অস্থির। রাজা ওয়াদিপাউস চিন্তিত। এবং আশা। ক্রেওন আসবেন, নিয়ে আসবেন অ্যাপোলোর নির্দেশ, হদিশ মিলবে পথের, দুর্ভিক্ষ-মহামারীর অভিশাপ মুক্ত হয়ে আলোয় আসবে থিবিস। ক্রেওন আসবেন।

এবং ক্রেওন এলেন।

উৎকণ্ঠিত ওয়াদিপাউস জানতে চাইলেন, বলো ক্রেওন, ঈশ্বরের কাছ থেকে কী সংবাদ তুমি বহন করে এনেছ আমাদের জন্য?

ক্রেওন উত্তর দিলেন, সংবাদ শুভ। আসলে শুভ উদ্দেশ্যে আগত যে-কোন সংবাদকেই আমি সৌভাগ্যের দ্যোতক বলে মনে করি তা সে সংবাদ যতই কঠিন হোক না কেন।

কথাটা স্পষ্ট, অন্তর্নিহিত অর্থটি কিন্তু ততটা স্পষ্ট নয়। ঠিক কী জানিয়েছেন সূর্যদেব অ্যাপোলো ?

ক্রেওন বললেন, রাজন্, কথাটা কি আপনি এইখানেই শুনতে চান ? উপস্থিত সকলের সামনে ? নাকি একাকী, নিভৃতে শুনবেন সূর্যদেব প্রদত্ত সেই নির্দেশ ?

ওয়াদিপাউস বললেন, না না, নিভৃতে নয়, নিভৃতে নয়। এদের সকলের সামনেই বলো তুমি, কারণ এদের দুর্দশাই উতলা করেছে আমাকে। নিজের জীবনের সমস্যা হলে এতটা উতলা হতাম না আমি।

বেশ, তাহলে শুনুন মহারাজ—স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করলেন ক্রেওন—অ্যাপোলো আমাকে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়ে বলেছেন : ভয়ঙ্কর অপবিত্র একজন মানুষ বসবাস করছে থিবিস নগরীতে, সেই মানুষকে দূর করতে হবে থিবিসের মাটি থেকে।

কিন্তু কিভাবে—ওয়াদিপাউস উন্মুখ।

নির্বাসন। নির্বাসনই একমাত্র পথ, মহারাজ। তাকে হত্যা করলে সে রক্তের ঋণ আমাদেরও শোধ করতে হবে রক্ত দিয়েই। মহারাজ প্রকৃতপক্ষে একটি হত্যাই আমাদের এই দুর্দশার মূল কারণ।

কার কথা বলছ তুমি, ক্রেওন ? কোন্ হত্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন অ্যাপোলো ?

ক্রেওন বললেন, রাজন্, আপনি আমাদের দেশের শাসনকর্তা হওয়ার আগে এই দেশের শাসক ছিলেন লেইয়াস।

জানি ক্রেওন। তাঁর কথা শুনেছি আমি, যদিও তাঁকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি।

আমি সেই নিহত নৃপতি লেইয়াসের কথাই বলছি, মহারাজ। তাঁর হত্যাকারীদের খুঁজে বার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অ্যাপোলো। একমাত্র তাহলেই আজকের এই দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পাবে থিবিস।

চিন্তিত হয়ে পড়েন ওয়াদিপাউস। লেইয়াস নিহত হয়েছেন বহু-

বছর আগে। আজ এতদিন পরে তাঁর হত্যাকারীদের খুঁজে বার করা নিতান্তই দুরূহ। কোথায় আছে সেই হত্যাকারী অথবা হত্যা-কারীরা, কোন্ প্রত্যন্ত প্রদেশে, কে তার হদিশ দেবে?

না, এতটা অবিবেচক নন অ্যাপোলো। ক্রেওন বললেন, রাজন্, অ্যাপোলো জানিয়েছেন লেইয়াসের সেই হত্যাকারী আছে এখানেই, এই থিবিসেই। চেষ্টা করলে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু কোথায়, কোথায় নিহত হয়েছিলেন রাজা লেইয়াস? থিবিস নগরীতে? নাকি থিবিসের কোন গ্রামাঞ্চলে? কিংবা বিদেশে? কোথায় সংঘটিত হয়েছিল সেই হত্যাকাণ্ড?

এ প্রশ্নের উত্তর থিবিসবাসীর জানা: রাজপ্রাসাদের সামনে সমবেত প্রজারা জানে কোথায় নিহত হয়েছিলেন তাদের প্রাক্তন শাসক লেইয়াস। জানা নেই শুধু ওয়াদিপাউসের। ধীর কণ্ঠে ক্রেওন বললেন, মহারাজ, এ দেশের মাটিতে লেইয়াস নিহত হননি। তিনি নিহত হয়েছিলেন বিদেশে। যাওয়ার আগে তিনি জানিয়ে-ছিলেন, কোন পবিত্র কর্তব্য সমাধা করার জন্যই বিদেশে যেতে হচ্ছে তাঁকে। যাত্রা শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই যাওয়াই ছিল তাঁর শেষ যাওয়া। আর ফিরে আসেন নি তিনি।

কিন্তু কোন সংবাদই কি আসে নি তাঁর—ওয়াদিপাউস প্রশ্ন করেন যারা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউই কি ফিরে আসে নি?

হ্যাঁ, একজন, মাত্র একজন ফিরে এসেছিল। আতঙ্কে বিবর্ণ একটি রাজসহচর ফিরে এসেছিল থিবিসে। কিন্তু সেই আতঙ্কিত মানুষটির কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটিই মাত্র সংবাদ—রাজা লেইয়াস আর তাঁর অনুচররা নিহত হয়েছেন একদল দস্যুর হাতে: হ্যাঁ, এ-ক দ-ল দস্যু।

ওয়াদিপাউস বিস্মিত। কোথা থেকে এল দস্যুর দল? আগে থেকেই কি কোন সংবাদ পেয়েছিল তারা? কোন চক্রান্ত কি ছিল এই হত্যার পিছনে?

ওয়াদিপাউসের জিজ্ঞাসায় কিছুটা বিব্রত বোধ করেন ক্রেওন। বলেন, হয়ত ছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে যে তীব্র সমস্যায় জর্জরিত ছিল গোটা থিবিস, তাতে কারুর পক্ষেই সম্ভব হয় নি লেইয়াসের মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামানো।

ওয়াদিপাউস স্তম্ভিত, গলায় পরম বিস্ময়—দেশের রাজার মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব হয় নি কারুর পক্ষে? কী এমন সমস্যায় তোমরা তখন জর্জরিত ছিলে, ক্রেওন?

ভগ্নীপতির দিকে তাকালেন ক্রেওন. সেই দানবী, রাজন্, সেই স্ফিংক্স। তার সেই ভয়ঙ্কর ধাঁধার সামনে আমরা তখন দিশেহারা অজানাকে অজানার গর্ভেই রেখে দিয়ে শুধু সেই মুহূর্তের বর্তমানটুকু নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলাম আমরা।

মুহূর্তে জ্বলে উঠল ওয়াদিপাউসের চোখ দুটি। চোয়াল শক্ত হল। কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল দৃঢ়তা. তাহলে এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করছি। অ্যাপোলোর সম্মানে, থিবিসের স্বার্থে আর সেই নিহত নৃপতির প্রতি শ্রদ্ধায় এ-কাজ করব আমি।

একটু থামলেন ওয়াদিপাউস। কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, না, শুধু অন্য কারুর জন্যেই নয়, এ-কাজ আমাকে করতে হবে নিজের স্বার্থেও। অন্যথায় রাজা লেইয়াসের সেই হত্যাকারী কখনও সুযোগ পেলে আঘাত হানতে পারে আমার বুকেও! যাও প্রজাবৃন্দ, নিজেদের কাজে যাও। নিশ্চিন্ত থাকো, ঈশ্বরের সহায়তায় এ দায়িত্ব আমি পালন করবই।

পিছু ফিরলেন ওয়াদিপাউস। ধীরপায়ে হেঁটে গেলেন রাজ-প্রাসাদের অভ্যন্তরে। তাঁর এই গমনে দৃঢ়তার আভাস ছিল, আত্ম-বিশ্বাসের ঘোষণা ছিল।

ওয়াদিপাউস চলে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়ালেন সেই বৃদ্ধ পুরোহিত। সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মহামান্য রাজার কথা তোমরা সকলেই শুনেছ। যে জন্য এখানে এসেছিলাম আমরা, সে আশা পূর্ণ হয়েছে আমাদের। এখন চলো, নিজেদের কাজে ফিরে

যাই আমরা। মহান অ্যাপোলো নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন।

ফিরে গেল ওয়াদিপাউসের প্রজারা। উৎকণ্ঠার অবসান। থিবিস-বাসী নিশ্চিন্ত। একবার তাদের রক্ষা করেছিলেন ওয়াদিপাউস। আবারও তিনি তুলে নিয়েছেন দায়িত্বভার।

একটি জীবনের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজানো থাকে অনেকগুলি জীবন। প্রতিটি জীবন পরস্পরের থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র, শুধু একই শরীরের কাঠামোয় ক্রিয়াশীল। শরীর নামক সূত্রধরকে সামনে রেখে একই মানুষের মধ্যে জেগে থাকে অনেকগুলি মানুষ।

২

প্রার্থনা করো, থিবিস, মগ্ন হও প্রার্থনায়। তোমাদের রাজহন্তাকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব এখন আমার কাঁধে। আমি, এক পরদেশী, যার জানা ছিল না কিছুই। তবু আজ পরদেশী নই, আমিও থিবিসের, থিবিস আমার।

থিবিস, থিবিস, তোমার এই অগণন বাসিন্দার মধ্যে কেউ কি জানে না, একজনও না, কে হত্যা করেছিল ল্যাবডাকাসের পুত্র লেইয়াসকে? কারুর জানা নেই? যদি কারুর জানা থাকে, এসে দাঁড়াও সামনে। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব, থিবিস জানাবে কৃতজ্ঞতা।

সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন ওয়াদিপাউস—হে আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দ, শোনো, তোমাদের সকলের সামনে আমি লেইয়াসের সেই অজানা আততায়ীকে সমাজচ্যুত বলে ঘোষণা করছি। কেউ তার সঙ্গে কথা বলবে না, কোন গৃহে সে পাবে না আশ্রয়। কোন উৎসবে, উপাসনায় অথবা পানীয়োৎসর্গ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে না সে। তার পরিচয় পেলেই তোমরা তাকে বিতাড়িত করবে গৃহের দুয়ার থেকে, কারণ সেই লোকটিই আমাদের ওপরে ডেকে এনেছে এই অভি-

শাপ, আমাদের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ সে-ই।

এখানেই শেষ নয়। ওয়াদিপাউস জানালেন, তাঁর জ্ঞাতসারে সেই আততায়ী যদি কখনও আশ্রয় নেয় তাঁরই গৃহে, তাহলে যেন তাঁর মাথার ওপর নেমে আসে পৃথিবীর তাবৎ অভিশাপ এবং তাঁকে শাস্তি দেওয়ার ভার দেশবাসী যেন তখন নিজেদের হাতেই তুলে নেয়।

কথাগুলি উচ্চারণ করার সময় ওয়াদিপাউসের মনে পড়ল তাঁর স্ত্রীর কথা। পলকস্থায়ী একটি চিন্তা, আপাতভাবে সাধারণ কিন্তু অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পক্ষে সর্বনাশা। ওয়াদিপাউসের মনে পড়ল তাঁর মহিষী জোকাস্তা একসময় ছিলেন ঐ নিহত নৃপতি লেইয়াসেরই স্ত্রী। আজ যে রমণী ওয়াদিপাউসের শয্যাসঙ্গিনী, একসময় তিনিই উষ্ণতার উৎস হয়ে উঠতেন লেইয়াসের রাজশয্যায়। এই নারীর গর্ভেই একদা শরীরী বীজ বুনেছেন লেইয়াস, উপ্ত বীজ ভ্রূণের পথ বেয়ে পরিণত হয়েছে প্রাণবন্ত মানবশিশুতে, পৃথিবীর আলো আঁধারে চোখ মেলেছে লেইয়াস-জোকাস্তার সন্তান। সেই জোকাস্তা, আবারও তাঁর গর্ভে উপ্ত শরীরী বীজ, ভ্রূণের পথ বেয়ে আবারও সজীব মানব-শিশুরা, দুই পুত্র দুই কন্যা, অনুপস্থিত শুধু লেইয়াস, তাঁর বদলে জোকাস্তার গর্ভে বীজবপনকারীর ভূমিকা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ওয়াদিপাউস। একই নারীর শরীর চিনেছেন দুই পুরুষ, একই গর্ভে তাঁরা জন্ম দিয়েছেন নিজের নিজের সন্তানের। পলকস্থায়ী ভাবনায় নিহত লেইয়াসের সঙ্গে এক গভীর আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করেন ওয়াদিপাউস। মাথার মধ্যে বিদ্ধ হয় প্রতিজ্ঞার তীক্ষ্ণশর— লেইয়াসের আততায়ীকে খুঁজে বার করতেই হবে। নিজের পিতা নিহত হলে তাঁর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার জন্য যেভাবে সচেষ্ট হতেন, ঠিক সেভাবেই সচেষ্ট হবেন লেইয়াসের জন্যও। সংকল্প। যে-কোনভাবে, যে-কোন উপায়ে খুঁজে বার করতে হবে তাকে; তারপর প্রতিশোধ, সেই হত্যার এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে কেউ গাফিলতি করলে তার ওপর যেন নেমে আসে চরম অভিশাপ, যেন নিষ্ফলা হয়ে

যায় তার উর্বরা জমি, বন্ধ্যা হয়ে যায় তার স্ত্রী।

কিন্তু এই যাবতীয় সংকল্প, শপথ, দৃঢ়তা—সবই কি বিফলে যাবে না? সবকিছুর পরেও, পথের শেষে কি অপেক্ষা করছে না একটি উপহাসলাঞ্ছিত শূন্য, এক প্রকাণ্ড ব্যর্থতা?

তা ছাড়া আর কী! কারণ কে সেই হত্যাকারী, অথবা কারা, অত বছর আগে লেইয়াসের বুকে অন্তিম আঘাত হেনেছিল কার সে রাজদ্রোহী হাত—কারুরই তো জানা নেই! আর তা জানা না থাকলে যাবতীয় সংকল্পই তো নিষ্ফল। কে বলে দেবে তার সন্ধান, কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?

সংকল্পের ফোকর থেকে উঠে আসে হতাশার কৃষ্ণসর্প। পথের হদিশ দিলেন অ্যাপোলো, দেখালেন শাপমুক্তির দিশা, তবুও থিবিস অসহায়, রাজা ওয়াদিপাউস নিরুপায়।

এই সংকটের মুহূর্তে একজন পরামর্শ দিল, রাজন্, মহান অ্যাপোলো যখন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, তখন তাঁর কাছ থেকেই জেনে নেওয়া হোক সেই আততায়ীর নাম।

প্রস্তাবটি অযৌক্তিক নয়, তবু তা গ্রহণ করতে পারলেন না ওয়াদিপাউস। হত্যাকারীর নামটি যখন নিজে থেকে জানান নি অ্যাপোলো, তখন বোঝা যায় তিনি তা জানাতে অনিচ্ছুক। ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেবতাকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেওয়ার সাধ্য মানুষের নেই। অনিচ্ছুক অ্যাপোলোকে বিরক্ত করতে সম্মত হন না ওয়াদি-পাউস। অন্য কোন পথ, দ্বিতীয় কোন উপায়

হ্যাঁ, দ্বিতীয় একটি উপায় আছে। টাইরেসিয়াস। বহুদর্শী টাইরেসিয়াস। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা টাইরেসিয়াস। সেই প্রাজ্ঞ মানুষটি হয়ত জানাতে পারবেন কে সেই রাজহন্তা। তাঁকে নিয়ে আসার জন্য দূত পাঠালেন ওয়াদিপাউস। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো ধরার প্রয়াসের মতো এই সংকটের মুহূর্তে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য কোন পন্থাকেই হাতছাড়া করতে রাজি নন তিনি।

আর ঠিক এমনি সময় তাঁর কানে এল একটি জনরব লেইয়াস

হত্যার পিছনে দস্যুদের কোন হাত ছিল না, তাঁকে হত্যা করেছিল কিছু পর্যটক। সত্য-মিথ্যা জানা নেই, কিন্তু কেউ কেউ এমন একটা কথা বলে থাকে। ওয়াদিপাউস শুনেছেন। ভেবেছেন। থৈ খুঁজে পান নি। গোটা ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে।

টাইরেসিয়াস এলেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, অথচ দৃষ্টিহীন। টাইরেসিয়াস অন্ধ। বাস্তবের আলো চোখের পর্দা ভেদ করে পৌঁছোয় না তাঁর মনে, তবুও মনন জুড়ে জেগে থাকে অন্য এক আলো, উজ্জ্বলতর, অন্তর্ভেদী, অনির্বাণ।

অতিথিকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে এবং এই আহ্বানের কারণটি বিবৃত করে ওয়াদিপাউস বললেন, হে মহান টাইরেসিয়াস, এই সংকটের মুহূর্তে আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। প্রয়োগ করুন আপনার অলৌকিক শক্তি, সন্ধান দিন সেই রাজহন্তার। রক্ষা করুন থিবিসকে। এই দেশের অস্তিত্ব এখন আপনার ওপরেই নির্ভর করছে।

ধীরকণ্ঠে টাইরেসিয়াস বললেন, প্রাজ্ঞ হওয়ার যন্ত্রণা বড় অসহনীয়। আমাকে যেতে দিন রাজন্।

আপনি আমাদের প্রত্যাখ্যান করছেন, টাইরেসিয়াস? ওয়াদিপাউস বিস্মিত—থিবিসের জন্য কি কোন ভালবাসাই নেই আপনার? আমাদের বিমুখ করবেন না, প্রজ্ঞাবান। আমরা আপনার কাছে নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি—পথের সন্ধান দিন।

টাইরেসিয়াস বললেন, রাজন্, আপনারা অজ্ঞান বলেই এ রহস্য জানতে চাইছেন। আমি অনুরোধ করছি, এ রহস্য জানতে চাইবেন না। জানাতে অক্ষম আমি।

অর্থাৎ, আপনি জানেন! জেনেও বলবেন না! আশ্চর্য, কী চান আপনি? থিবিসের সর্বনাশই কি আপনার কাম্য?

তবুও অনড় টাইরেসিয়াস। হ্যাঁ, তিনি জানেন কে সেই রাজহন্তা কিন্তু সে নাম উচ্চারণে তিনি অক্ষম। ওয়াদিপাউসের মাথায় ক্রোধ

ফুঁসছে। একদিকে দেশ, অন্যদিকে রাজার আদেশ—এই দুই অমোঘ আহ্বানকে অবহেলায় অগ্রাহ্য করছেন ঐ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। কি নির্মম, কি অকরুণ ঐ দৃষ্টিহীন মানুষটি! ক্রুদ্ধ হওয়ার সঙ্গত কারণ তো আছেই ওয়াদিপাউসের।

কিন্তু টাইরেসিয়াসের মুখে একটিই কথা, আপনি ক্রুদ্ধ হলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি মহারাজ—সে নাম উচ্চারণে আমি অক্ষম।

প্রচণ্ড ক্রোধে বিস্ফোরিত হলেন ওয়াদিপাউস। চিৎকার করে বললেন, আপনার এই উক্তিই প্রমাণ করছে সেই হত্যার চক্রান্তে শরিক ছিলেন আপনিও! আপনি যদি দৃষ্টিহীন না হতেন, তাহলে বলতাম আপনিই সেই হত্যাকারী, আপনিই হত্যা করেছিলেন প্রাক্তন থিবিসরাজ লেইয়াসকে!

চরম আঘাত হেনেছেন ওয়াদিপাউস। অথবা বলা যায়, অতিক্রম করেছেন বিপদসীমাটি। নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে পা রেখেছেন তিনি। দৃষ্টিহীন দূরদ্রষ্টা টাইরেসিয়াস একবার কেঁপে উঠলেন থরথর করে। এই ভয়ঙ্কর অভিযোগ, ঘৃণ্য আক্রমণের প্রত্যুত্তর না দিয়ে আর উপায় নেই তাঁর। যে সত্যকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন নিজের গভীরে, আজ, এই মুহূর্তে, তা প্রকাশ্যে আসতে বাধ্য। এবং তাঁকে বাধ্য করেছেন স্বয়ং রাজা ওয়াদিপাউস।

টাইরেসিয়াস বললেন, আমার বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ আনার দুঃসাহস যখন দেখালেন, তখন শুনুন মহারাজ—আপনি, আপনিই সেই আততায়ী, আপনিই কলুষিত করেছেন এই থিবিস নগরীকে।

কয়েক মুহূর্ত বাক্‌রুদ্ধ ওয়াদিপাউস। সময়ের অপ্রতিহত স্রোত তাঁর চেতনায় অবরুদ্ধ ঐ কয়েকটি মুহূর্তে। তারপর গর্জন করে উঠলেন অভিযুক্ত থিবিসরাজ, এত দুঃসাহস আপনার! আমার বিরুদ্ধে এই নির্লজ্জ মিথ্যা উচ্চারণ করার পরও নিরাপদে থাকার আশা করেন আপনি?

হ্যাঁ, এখন আমি নিরাপদ, নির্ভয়। আমার সত্যই আমার শক্তি।

সত্য? এ সত্য কে শিখিয়েছে আপনাকে?

আপনি। আপনিই শিখিয়েছেন, রাজন্।

কী বললেন?

সহজ-সরল ভাষাতেই তো বলছি, রাজন্। বুঝতে কি অসুবিধে হচ্ছে আপনার?

আরেকবার বলুন।

মহারাজ, খুব স্পষ্ট করেই বলছি, ভালো করে শুনে নিন আপনি, আপনিই হত্যা করেছিলেন রাজা লেইয়াসকে!

আরেকবার ঐ কথাটা উচ্চারণ করলে আপনাকে আমি চরম শাস্তি দেবো!

ওয়াদিপাউস বিস্মিত, ক্রুদ্ধ। এই অন্ধের কি মৃত্যুভয় নেই? দেশের একচ্ছত্র শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই বিরুদ্ধে এই নারকীয় মিথ্যা উচ্চারণ করতে এতটুকুও শঙ্কা জাগছে না ওর প্রাণে? এ মিথ্যার উৎস কোথায়? ঐ অন্ধ কি নিজেই উদ্ভাবন করেছে এ মিথ্যা, নাকি, ক্রেওন তাঁর মহিষী জোকাস্তার ভ্রাতা ক্রেওনই ক্ষমতাদখলের অস্থির তাড়নায় সৃষ্টি করতে চাইছে এই মিথ্যার জাল? আশ্চর্য, এতদিনের পরম বিশ্বস্ত ক্রেওন, তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ, আজ তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীর ভূমিকা নিয়ে এসে দাঁড়াতে চাইছে আর সেই চক্রান্তে সামিল করতে চেষ্টা করছে এই অন্ধ, মূর্খ জাদুকরটাকে? থিবিসের সিংহাসনে ক্রেওন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে এই জাদুকরও কি কিছু বিশেষ সুবিধার অধিকারী হবে?

ওয়াদিপাউসের উচ্চারিত প্রশ্নে জ্বালা ছিল, ব্যঙ্গ ছিল, এবং ঘৃণা। প্রজ্ঞাবান টাইরেসিয়াস বাধ্য হলেন প্রত্যাঘাত করতে— মহারাজ, আপনি এ দেশের শাসক হতে পারেন, কিন্তু জেনে রাখুন আমি আপনার দাস নই কিংবা ক্রেওনের আজ্ঞাবাহীও নই। আমার দৃষ্টিহীনতা নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন আপনি। কিন্তু হে রাজন্ আপনি তো দৃষ্টি থেকেও দৃষ্টিহীন। আপনি কি জানেন আপনার রাজপ্রাসাদে কতবড় পাপ সঞ্চিত হয়েছে? জানেন কি, কার সন্তান আপনি? মাতাপিতার আতঙ্ক আপনি, অভিশপ্ত। যেদিন আপনি আপনার

বিবাহের প্রকৃত স্বরূপটি জানতে পারবেন, সেদিন চরমতম লজ্জা গ্রাস করবে আপনাকে। ইচ্ছে হলে এখন আপনি ক্রেওনকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা আমাকে। কিন্তু জেনে রাখুন, শেষ পর্যন্ত শাস্তি পেতে হবে আপনাকেই নির্মমতম শাস্তি।

ওহ্, অসহ্য, অসহ্য! জাহান্নমে যাক লোকটা। চিৎকার করে উঠলেন ওয়াদিপাউস, বেরিয়ে যাও, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

টাইরেসিয়াস হাসলেন, তা যাবো। কিন্তু মনে রাখবেন এখানে আমি স্বেচ্ছায় আসি নি, এসেছিলাম আপনারই আহ্বানে।

তখন কি জানতাম একজন মূর্খের প্রলাপ শুনতে হবে আমাকে? জানলে কখনোই ডাকতাম না আপনাকে।

টাইরেসিয়াস গম্ভীর হলেন. তা, আপনি বলতেই পারেন, কারণ মূর্খ আসলে আপনিই। তবে আপনার মাতাপিতা, যাঁরা আপনাকে এই পৃথিবীতে এনেছিলেন, তাঁরা ছিলেন যথেষ্টই বিচক্ষণ।

চমকে উঠলেন ওয়াদিপাউস। মাতাপিতা! তাঁর মাতাপিতা সম্বন্ধে কী জানে এই বৃদ্ধ? কতটুকু জানে? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি, আমার মাতাপিতার কথা বলছেন আপনি? কে আমার পিতা? বলুন কী জানেন তাঁর সম্বন্ধে?

কী জানেন, টাইরেসিয়াস, কী জানেন আপনি? এই মাটিতে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে আপনার জ্ঞাত সেই তথ্য কি উচ্চারণযোগ্য? আপনার চেতনা আন্দোলিত হচ্ছে, যেমন আন্দোলিত হয় প্রবল ঝড়ে কোন মহীরুহ।

টাইরেসিয়াস বললেন, এখানেই আপনি জন্মাবেন এখানেই ধ্বংস হবেন।

ওহ্, আবার সেই ধাঁধা!

ধাঁধার জট আপনি ছাড়াতে পারবেন না, রাজন্।

ব্যঙ্গ করছেন? ধাঁধার জট আমি ছাড়াতে পারি কি পারি না, তা তো সারা থিবিস জানে।

হ্যাঁ, আপনার ঐ সৌভাগ্যটুকুই আপনাকে এনে ফেলেছে ধ্বংসের অতল গহ্বরে।

ধ্বংস? এই থিবিসকে আমি রক্ষা করেছি। তবে আর কিসের পরোয়া?

উঠে দাঁড়ালেন টাইরেসিয়াস। দৃষ্টিহীন চোখের গভীরে কোনো-এক আলোহীন আলোলীন আলো। শান্ত কণ্ঠে বললেন. আপনি আপনার আত্মসন্তুষ্টি নিয়েই থাকুন রাজন্, আমি চলি। তবে যাওয়ার আগে শেষ কয়েকটা কথা বলে যাই। মহারাজ, লেইয়াসের হত্যাকারী হিসেবে যাকে আজ খোঁজা হচ্ছে সর্বত্র, সে আছে আমাদের মধ্যেই। তাকে আমরা জানি বিদেশী হিসেবে, কিন্তু খুব শিগগিরই জানা যাবে আসলে সে এই থিবিসের সন্তান। একদা যার চোখে ছিল উজ্জ্বল দৃষ্টি, সে পরিণত হবে দৃষ্টিহীনে; একদা যার সম্পদ ছিল অফুরান, সে পরিণত হবে পথের ভিখারিতে, ঘুরে বেড়াবে বিদেশের মাটিতে, লাঠি হাতে পথের সন্ধান করবে অসহায়ের মতো। লোকে জানবে—নিজের ঔরসজাত পুত্ররা তার ভ্রাতা, যে নারীর গর্ভ থেকে সে জন্ম নিয়েছিল সেই নারীর সে পুত্র এবং স্বামী, আর যে পুরুষের শয্যাকে সে কলুষিত করেছে তাকেই সে হত্যা করেছিল।

একটু থামলেন টাইরেসিয়াস। তারপর বললেন, ভাবুন মহারাজ, আমার এই কথাগুলোর অর্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করুন। শেষ পর্যন্ত যদি দ্যাখেন আমার কথায় কোন সত্যতা নেই, তাহলে সর্বসমক্ষেই ঘোষণা করবেন ভবিষ্যদ্বাণী করার পক্ষে আমি একেবারেই অনুপযুক্ত।

চলে গেলেন টাইরেসিয়াস। বিমূঢ়, বিভ্রান্ত ওয়াদিপাউস বসে রইলেন পাথরের মূর্তির মতো। চুপিসাড়ে পথ ভাঙছে গাঢ় রক্তিম ভবিষ্যৎ।

৩

থিবিসবাসীরা শুনেছে টাইরেসিয়াসের অভ্রান্ত উচ্চারণ। কিন্তু ঐ প্রায়-দুর্বোধ্য শব্দাবলীর আরণ্যক অন্ধকারে তারা দিক্‌ভ্রান্ত। ঐ

বৃদ্ধের নিজস্ব দর্শনসঞ্জাত কথাগুলি যে সত্য, তারই বা প্রমাণ কী? হতে পারেন তিনি অন্যদের থেকে বেশি ধীশক্তিসম্পন্ন, কিন্তু তার মানেই যে তিনি নির্ভুল—তা কি ধরে নেওয়া যায়? উত্তর খুঁজছে থিবিসবাসী। আর সেইসঙ্গেই তারা মনে রাখছে রাজা ওয়াদিপাউসের অসামান্য অবদানের কথা: দানবী স্ফিংক্সের আতঙ্ক থেকে থিবিসকে মুক্তি দিয়েছিলেন এই সাহসী মানুষটিই।

তখন অসহনীয় যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছেন আরেকটি মানুষ: রাজমহিষী জোকাস্তার ভ্রাতা ক্রেওন। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের প্রশ্ন তুলেছেন ওয়াদিপাউস, সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তাঁর সততায়। সারা দেশ যখন এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন, থিবিসের ভবিষ্যৎ যখন প্রশ্নচিহ্নে দোলায়মান, তখন তিনি পা বাড়িয়েছেন রাজদ্রোহের পথে· এমন একটি সংশয়বাক্য উচ্চারণ করেছেন তাঁর ভগ্নীপতি ওয়াদিপাউস। এ দেশের মানুষরা, তাঁর বন্ধুরা, এখন তো তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করতেই পারে। অস্থির হয়ে উঠেছেন ক্রেওন।

ক্রেওনের প্রাসাদের সামনে জমায়েত হয়েছে কিছু মানুষ। এরা ক্রেওনের ঘনিষ্ঠজন। ক্রেওন এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের সামনে; বলছেন নিজের অন্তর্দাহের কথা। এই অন্যায়, ভিত্তিহীন অভিযোগ···

উপস্থিত একজন জানাল, না না, খুব ভেবেচিন্তে যে এই অভিযোগ এনেছেন মহারাজ, তা কিন্তু নয়। আসলে রাগের মাথায় কথাটা বলে ফেলেছেন উনি।

চকিতে মাথা তুললেন ক্রেওন, কিন্তু কথাটা যে উচ্চারিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন উনি।

শ্রোতারা নিরুত্তর। আর ঠিক তখনই দ্রুত পায়ে ক্রেওনের প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং রাজা ওয়াদিপাউস। সম্ভবত এই জমায়েতের সংবাদ পৌঁছেছে তাঁর কাছে। শ্যালকের সততায় সন্দিহান নৃপতি স্থির থাকতে পারেন নি, স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন জমায়েতের প্রকৃতি।

উপস্থিত জনেরা সচকিত। এ-সময় এখানে রাজার আগমন কারোরই প্রত্যাশিত ছিল না। জনতার দিকে তাকালেন ওয়েদিপাউস, বললেন, সুধীবৃন্দ, কেন তোমরা সমবেত হয়েছ এখানে? কেন তোমরা এসে দাঁড়িয়েছ এই প্রাসাদের সামনে, যে প্রাসাদ একদিন ধ্বংস করবে তোমরাই? এই প্রাসাদ এক বিশ্বাসহন্তার প্রাসাদ, যে বিশ্বাসঘাতক কৌশলে দখল করতে চায় আমার সিংহাসন।

বলতে বলতে ক্রেওনের দিকে তাকালেন ওয়েদিপাউস। দৃষ্টিতে তরঙ্গায়িত ক্রোধ এবং অবিশ্বাস। বললেন, ক্রেওন, এই হীন চক্রান্ত করার সময় আমাকে কি তুমি মূর্খ অথবা কাপুরুষ ভেবেছিলে? তুমি কি ভেবেছিলে তোমার এই চক্রান্ত ধরতে পারব না, নাকি ধরতে পারলেও তা প্রতিহত করার সাহস পাবো না? হায় ক্রেওন, জনবল আর অর্থবল ছাড়াই একটা সাম্রাজ্য দখলের স্বপ্ন দেখছিলে তুমি। মূর্খ, ক্রেওন, নিতান্তই মূর্খ তুমি।

ক্রেওন বললেন, আপনার কথা তো আপনি বললেন, মহারাজ। এবার আমার কথা শুনুন।

না, ক্রেওনের কোন কথাই শুনতে রাজি নন ওয়েদিপাউস। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু তো বলতেই হবে ক্রেওনকে। তিনি জানতে চাইলেন, বলুন, আপনার কী ক্ষতি করেছি আমি

ওয়েদিপাউস বললেন, ঐ ভবিষ্যদ্বক্তাকে ডেকে পাঠানোটাই যে সবথেকে বুদ্ধিমানের কাজ, সে পরামর্শ কি তুমিও আমাকে দাও নি?

দিয়েছিলাম, আর এখনও তা-ই মনে করি।

বেশ এবার বলো তো, ঠিক কতদিন আগে নিহত হয়েছিলেন রাজা লেইয়াস

সে অনেক বছর আগের কথা।

আ-চ্ছা। তা, তোমাদের এই ভবিষ্যদ্বক্তাটি কি তখনও ভবিষ্যদ্বাণী-টানি করতেন?

করতেন। তখনও তিনি এখনকার মতোই প্রজ্ঞাবান ছিলেন, এখনকার মতোই সম্মান পেতেন।

ওয়াদিপাউসের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে উঠল হালকা হাসির রেখা, কণ্ঠস্বরে শানিত ব্যঙ্গ, বেশ বেশ। কিন্তু ক্রেওন, তোমাদের এই প্রজ্ঞাবান ভবিষ্যদ্বক্তাটি তখন কি একবারও আমার নাম উচ্চারণ করেছিলেন?

না। হত্যাকারীর পরিচয় জানতে চেয়ে তাঁকে কোন প্রশ্ন করো নি তোমরা?

করেছিলাম। উত্তর পাই নি।

তাহলে সেদিন এই সত্য উচ্চারণের সাহস পান নি পণ্ডিতপ্রবর। কিন্তু কেন? কেন পান নি সাহস?

এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।

অবিশ্বাসের রেখায় ভরে উঠল ওয়াদিপাউসের সারা মুখ। কথা বললেন কঠিন গলায়, কিন্তু ক্রেওন, একটা কথা নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার—তুমি ওঁর দলে না থাকলে লেইয়াসের হত্যাকারী হিসেবে আমার নামটা কখনোই উচ্চারণ করতেন না উনি।

চকিতে ক্রেওনের দু চোখে বিস্ময়ের নীল ছায়া। অপ্রত্যাশিত একটি কথা শুনেছেন তিনি। ক্রেওন বললেন, উনি কি আপনার নামই করেছেন? তাহলে তো এর সত্যমিথ্যা আপনিই সবচেয়ে ভালো করে জানেন। আচ্ছা, এতক্ষণ তো আপনিই আমাকে প্রশ্ন করছিলেন এবার আমি যদি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি—উত্তর দেবেন, মহারাজ?

ওয়াদিপাউসের মুখে কঠিন হাসি, দেবো। কিন্তু মনে রেখো, হাজার চেষ্টাতেও আমাকেই তুমি হত্যাকারী হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে না।

ঠিক আছে। আচ্ছা মহারাজ, বলুন, আমার ভগ্নী আপনার স্ত্রী কিনা।

এ সত্যটা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

সে যে আপনার যাবতীয় সম্মানের অংশীদার, তা-ও তো সত্য?

সত্য। সে আমার সবকিছুরই অংশীদার।

সেইসূত্রে আমিও কি তাহলে তৃতীয় অংশীদার নই ?

ওয়াদিপাউসের গলায় তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ, হুঁ, সে তো একশবার। আর সেইজন্যেই তো তুমি আজ আমাদের বিশ্বাসঘাতক বন্ধুতে পরিণত হয়েছ।

না মহারাজ, না—ক্রেওনের উচ্চারণে প্রায় আর্তনাদের সুর-একটু ভেবে দেখুন মহারাজ, নির্ভয় নিশ্চিন্ত জীবন বিসর্জন দিয়ে কেউ কি চায় চূড়ান্ত আতঙ্কের মধ্যে রাজমুকুট পরতে ? আপনার বদান্যতায় সবই তো পেয়েছি আমি। পেয়েছি সম্মান, পেয়েছি সচ্ছল জীবনযাত্রা, পেয়েছি শান্তির পরিমণ্ডল। এর পরেও আরও কিছু পাওয়ার উন্মত্ত বাসনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সব হারাতে কি পারি আমি ? মহারাজ, আমি জানি, অবিশ্বস্ততায় কল্যাণ নেই। ওতে শুধু যন্ত্রণাই বাড়ে। আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে না পারলে আপনি স্বয়ং গিয়ে দাঁড়ান অ্যাপোলোর মন্দিরে, শুনুন অ্যাপোলো কী বলেন, তাহলেই বুঝবেন আমি সত্য বলছি না মিথ্যা। আর ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা টাইরেসিয়াসের সঙ্গে আমার কোন গোপন চক্রান্ত যদি প্রমাণ হয়, তাহলে আপনার সঙ্গে একযোগে আমিও নিজের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষেই রায় দেবো। আপনার কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ—নিছক সন্দেহের বশে আমাকে অভিযুক্ত করবেন না। একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করাটা সঙ্গত নয়, রাজন্।

ক্রেওনের এই প্রলম্বিত বিবৃতির গভীরে তীব্র আর্তি স্পষ্ট হয় এবং মানবিক যন্ত্রণা। কোথাও কোন দীর্ঘ বৃক্ষে বাতাসের আঘাত, প্রকৃতিতে পাতার পতন ও মর্মরধ্বনি। এ-রকম এক-একটি মুহূর্তে অন্তরস্থ অদৃষ্ট দরজাটি কখনও উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং এটি কোন ব্যক্তিগত সত্য নয়, সার্বজনীন। অন্ধকার ঘরে সহসা কোন দীপশিখার উদ্ভাসনের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। তবে অন্তরস্থ দরজা উন্মুক্ত হওয়ার এই প্রক্রিয়াটি সর্বদা দ্বিপাক্ষিক না-ও হতে পারে।

ক্রেওন বললেন, রাজন্, এ পৃথিবীতে সময়ই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। একমাত্র সময়ই কোন মানুষের সঠিক মূল্যায়নে সক্ষম। আমি বিশ্বস্ত

কি বিশ্বাসঘাতক, সময়ই তা প্রমাণ করবে একদিন।

সবটুকু আর্তি ঢেলেও ওয়াদিপাউসকে সন্দেহমুক্ত করতে ব্যর্থ হলেন ক্রেওন। ওয়াদিপাউস বললেন, আমি আমার সবটুকু শক্তি দিয়ে তোমার চক্রান্ত প্রতিহত করব, ক্রেওন। তোমাকে বিশ্বাস করে আমি চুপচাপ বসে থাকব আর সেই অবসরে তুমি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে নেবে—তা হবে না।

ক্রেওন প্রশ্ন করলেন, সেক্ষেত্রে কী চান আপনি? আমার নির্বাসন?

না, নির্বাসন নয়। অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডই দিতে চাই আমি।

আমার সঙ্গে আপনি কিন্তু সঙ্গত আচরণ করছেন না—ক্রেওনের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল।

কার সঙ্গে সঙ্গত আচরণ করব? একজন মিথ্যাবাদীর সঙ্গে?

আপনি অন্ধ।

তবু আমি রাজা।

একজন স্বৈরাচারী রাজপদে থাকার চেয়ে রাজা না-থাকাও ভালো।

থিবিস, আমার থিবিস!

থিবিস আমারও। আমরা দুজনেই তার নাগরিক।

এবং এই উত্তেজিত বাক্যবিন্যাসের চরম মুহূর্তে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন এক নারী: রাজমহিষী জোকাস্তা। ক্রেওনের ভগ্নী, নিহত থিবিসরাজ লেইয়াসের বিধবা পত্নী এবং এই মুহূর্তে রাজা ওয়াদিপাউসের স্ত্রী জোকাস্তা। স্ফিংক্সের আতঙ্ক থেকে থিবিসকে মুক্তি দেওয়ার পর থিবিসের শূন্য রাজসিংহাসনে যখন অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ওয়াদিপাউস, তখন দেশের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তিনি লাভ করেছিলেন রাজবিধবা জোকাস্তাকেও। এই জোকাস্তার গর্ভে জন্ম নিয়েছে ওয়াদিপাউসের চারটি সন্তান। দুই পুত্র পলিনাইসেস আর ইটিওক্লেস, দুই কন্যা আন্তিগোনে আর ইসমেনে।

স্বামী আর ভ্রাতার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন জোকাস্তা। তাঁর

কণ্ঠে ধ্বনিত হল ধিক্কার, ছি ছি, সারা দেশ যখন এক চরম সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন এইভাবে পারস্পরিক বিবাদে মত্ত হতে লজ্জা করছে না তোমাদের !

ক্রেওনের দিকে চোখ রাখলেন জোকাস্তা, যাও ক্রেওন, অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে অনর্থক শক্তিক্ষয় কোরো না ।

কিন্তু ভগ্নী অনুযোগ করলেন ক্রেওন—তোমার স্বামী ওয়াদিপাউস যে আমার ওপর চরম অবিচার করতে চলেছেন ! উনি আমাকে আমার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করতে চান এমনকি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না উনি ।

স্বামীর দিকে তাকালেন জোকাস্তা । তাঁর চোখে প্রস্ফুটিত প্রশ্ন । ওয়াদিপাউস বললেন, হ্যাঁ জোকাস্তা, ওর অভিযোগ সত্য । আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে ক্রেওন ।

ক্রেওনের গলায় আবেগ ফুটে উঠল, এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে যেন সর্বনাশ নেমে আসে আমার মাথার ওপর ।

ব্যাকুল হয়ে উঠলেন রাজমহিষী জোকাস্তা । ক্রেওনকে তিনি আশৈশব চেনেন । তাকে এতটা অবিশ্বাস করার কোন হেতু তিনি খুঁজে পান না এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দেখতে পান অমঙ্গলের সর্পমুখ । স্বামীকে লক্ষ্য করে আকুল কণ্ঠে বলে ওঠেন জোকাস্তা, ওকে বিশ্বাস করো, রাজন্ ! আমি তোমার কাছে মিনতি জানাচ্ছি—ক্রেওনকে অবিশ্বাস কোরো না ।

রাজ-পরিবারের এই আভ্যন্তরীন বাদ-প্রতিবাদে এতক্ষণ নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিল উপস্থিত জনেরা । ক্রেওনের ঘনিষ্ঠ এই থিবিসবাসীরা এসেছিল ক্রেওনেরই কাছে । ঘটনাচক্রেই তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং ওয়াদিপাউস এবং অবশেষে মহারানী জোকাস্তা । তারা তিনজনের কথাই শুনেছে, কিন্তু নিজেরা কিছু বলার ধৃষ্টতা দেখায় নি । এতক্ষণে সক্রিয় হল তারা । উপস্থিত একজন বলে উঠল, মহারাজ, আমরা আপনার অনুগত প্রজা । আমরা অনুরোধ করছি—আপনি সদয় হোন,

আরেকবার ভেবে দেখুন ঠাণ্ডা মাথায়।

অসহিষ্ণু স্বরে প্রশ্ন করেন ওয়াদিপাউস, কী ভেবে দেখব?

যিনি কখনও আপনার বিশ্বাসভঙ্গ করেন নি, তার প্রতি এমন অযথা রুষ্ট হবেন না। ওনার কথায় আস্থা রাখুন।

ওঁর কথায় আস্থা রাখা মানে আমার নিজের মৃত্যু ডেকে আনা অথবা এই থিবিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া তাই কি চাও তোমরা?

না, না, তা নয় মহারাজ-মানুষটির গলায় গভীর শ্রদ্ধা—আপনার চলে যাওয়ার অর্থ আমাদের আশাহীন, ঈশ্বরহীন, বন্ধুহীন হয়ে যাওয়া। আপনি না থাকলে শেষ হয়ে যাব আমরা। মহারাজ, আমাদের এই ভালবাসার দেশ আজ ধ্বংসের মুখোমুখী। এই অবস্থায় আপনি কোন ভুল পদক্ষেপ নেবেন না, এটুকুই আমাদের অনুরোধ।

ভিতর ভিতরে কোথাও একটা নাড়া খেলেন ওয়াদিপাউস। এই কাতর অনুরোধে প্রাণের স্পর্শ আছে এবং সেই স্পর্শে তিনি সবার অগোচরে আলোড়িত। কণ্ঠস্বর নরম হয়ে এল ওয়াদিপাউসের। বললেন, বেশ ওঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেব না আমি। জানি এর জন্য একদিন হয়ত আমাকেই নিহত হতে হবে কিংবা নির্বাসিত হতে হবে থিবিস থেকে। তবু, কথা দিচ্ছি, ওঁকে কোন শাস্তি আমি দেবো না। কিন্তু জেনে রাখো, এই সিদ্ধান্ত আমি নিচ্ছি ওঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে নয়, নিচ্ছি তোমাদের আন্তরিক অনুরোধেই। ওঁকে আমি চিরদিনই ঘৃণা করে যাব।

এতকিছুর পরে, এত কথার পরে, এখনও ঘৃণা! ক্রেওন বললেন, সকলের কথা জেনে নিয়েও আপনার ঘৃণা এখনও দূর হল না, রাজন? এখনও এত নির্দয় আপনি? আসলে আপনার মতো মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের যন্ত্রণার বীজ বপন করে যায়।

চিৎকার করে উঠলেন ওয়াদিপাউস, তোমার একটা কথাও আর শুনতে চাই না আমি। তুমি সরে যাও আমার সামনে থেকে।

যথা আজ্ঞা। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না,

কিন্তু এইটুকু সান্ত্বনা অন্তত রইল যে এইসব মানুষেরা এখনও আমাকে বিশ্বাস করে।

উপস্থিত মানুষগুলির দিকে গভীর দৃষ্টিতে একবার তাকালেন ক্রেওন। হয়ত বলতে চাইলেন: আমি ভুলব না, আমি কৃতজ্ঞ। বলতে পারলেন না। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন দৃষ্টি-সীমার বাইরে।

প্রজাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, আর দেরি করবেন না মহারাণী। এবার মহারাজাকে নিয়ে ভেতরে যান।

জোকাস্তা বললেন, যাচ্ছি কিন্তু তার আগে বলুন ঠিক কী ঘটেছিল।

আদ্যন্ত ঘটনাটা বলতে এগোল না কেউই। একজন শুধু জানাল যে ওয়াদিপাউস আর ক্রেওনের মধ্যে কিছু উত্তপ্ত বাদানুবাদ হয়েছে। দুজনের কিছু কঠিন কঠিন কথা উচ্চারণ করেছেন।

কী কথা? জোকাস্তা জানতে চান।

উত্তরটা স্পষ্ট করে দিল না কেউ। এদেশের শরীর জুড়ে এখন অসংখ্য ক্ষত। এ অবস্থায় নতুন করে কোন ক্ষত সৃষ্টি করার ইচ্ছে কারুরই নেই।

কিন্তু ওয়াদিপাউস এখনও নিজের চিন্তায় অনড়। ক্রেওনকে সহানুভূতি দেখিয়ে এই থিবিসবাসীরা যে থিবসের সর্বনাশের পথই উন্মুক্ত করেছে, সে ধারণা তাঁর বদ্ধমূল

প্রজারা চলে গেল। এখন মুখোমুখী দুজন নারী-পুরুষ, জোকাস্তা আর ওয়াদিপাউস। স্বামী এবং ভ্রাতার দ্বন্দ্বে এবং প্রজাদের মুখ থেকে শোনা কথাগুলির অস্পষ্টতায় জোকাস্তা অস্থির। এই প্রচণ্ড অস্থিরতার তীব্র অভিঘাতে স্বামীর আরও কাছে এগিয়ে আসেন জোকাস্তা। চোখে চোখ রেখে বলেন, আমাকে আর অন্ধকারে রেখো না। কী নিয়ে তোমাদের মধ্যে এত তর্কবিতর্ক, বলো আমাকে দোহাই তোমার।

স্ত্রীর দিকে তাকালেন ওয়াদিপাউস, সবই বলব—তোমাকে।

এই সবকিছুর চেয়ে তুমি অনেক বেশি মূল্যবান আমার কাছে। শোনো, আসল ব্যাপারটা হল—আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিল ক্রেওন।

চক্রান্ত বলতে কী বোঝাতে চাইছ তুমি? খুলে বলো।

ওয়াদিপাউস বললেন, ও বলছে আমিই নাকি লেইয়াসের হত্যাকারী।

একটু যেন শিউরে উঠলেন জোকাস্তা, কথাটা কি ও ওর ধারণা থেকে বলছে, নাকি কোন প্রমাণ আছে ওর হাতে?

হাসলেন ওয়াদিপাউস, না, প্রমাণ কিছুই নেই। কোত্থেকে একটা হাতুড়ে ভবিষ্যদ্বক্তাকে ধরে এনে তার মারফৎ কথাটা বলাচ্ছে ও, নিজে সরাসরি মুখ খুলছে না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন জোকাস্তা, ওঃ, ভবিষ্যদ্বাণী! শোনো, ও-সব ব্যাপার মন থেকে ঝেড়ে ফ্যালো। ও-সব ভবিষ্যদ্বাণী-টানির ওপর কিছুই নির্ভর করে না। সব স্রেফ ভাঁওতা। কথাটা বানিয়ে বলছি না, এর প্রমাণ আমার নিজের জীবনেই আছে। শুনবে? শোনো তবে। লেইয়াসের সঙ্গে আমার···

ছবি ঃ দুই

বহুবছর আগের কথা। থিবিস তখন সমৃদ্ধির শিখরে। রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ক্যাডমাসের প্রপৌত্র লেইয়াস। দীর্ঘকায়, সুপুরুষ। দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতিবোন জোকাস্তার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন লেইয়াস। দাম্পত্যসুখের অভাব নেই। কিন্তু একটি অভাববোধ বারবার পীড়িত করে এই দম্পতির সুখকে, চারিয়ে যায় অ-সুখের লতানে শিকড়।

রাজমহিষী জোকাস্তা নিঃসন্তান। লেইয়াসের সঙ্গে তাঁর বিবাহের পর অতিক্রান্ত হয়েছে কয়েকটি বছর। দুজনেই উন্মুখ থেকেছেন প্রত্যাশায়, কিন্তু জোকাস্তার অঙ্গে ফুটে ওঠেনি সেই প্রত্যাশিত পদচিহ্ন।

তখন অস্থির লেইয়াস একদিন গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অ্যাপোলোর মন্দিরে। নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—হে মহান অ্যাপোলো, এই নিঃসন্তান জীবনের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না আমি। আমি, আপনার চিরদিনের উপাসক, আপনার বিনম্র ভ লেইয়াস আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমায় একটি পুত্র দিন, অবসান ঘটান আমার এ যন্ত্রণার। হে দেব, পূর্ণ করুন ভক্তের প্রার্থনা।

সেই মুহূর্তে অনন্ত চরাচরের কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে কোন ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল কিনা, শোনা গিয়েছিল কিনা কোন বজ্রপাতের শব্দ অথবা মাটির ক্রন্দনধ্বনি, দেখা গিয়েছিল কিনা অযুত বছর নিদ্রামগ্ন কোন আগ্নেয়গিরির অকস্মাৎ জাগরণের বর্ণচ্ছটা—লেইয়াস জানতে পারেন নি কিন্তু তাঁর অজান্তে নিশ্চয়ই কোথাও-না-কোথাও সংঘটিত হয়েছিল এ-জাতীয় ঘটনাবলী, যেগুলি অমঙ্গল এবং সর্বনাশের দ্যোতক, কেননা সেই মুহূর্তে অ্যাপোলোর সেই মন্দিরপ্রাঙ্গনে নতজানু নরপতি লেইয়াসের শ্রবণযন্ত্রে আঘাত করেছিল একটি অপ্রত্যাশিত দৈববাণী: তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে; জোকাস্তার গর্ভে তোমার ঔরসে জন্ম নেবে একটি পুত্রসন্তান; কিন্তু মনে রেখো, সেই পুত্রের হাতেই একদিন নিহত হবে তুমি!

রুদ্ধ হয়েছিল পৃথিবীর গতি। নদী আর সাগরের মোহনায় কোন উচ্ছ্বাস ছিল না। উঠে দাঁড়িয়েছিলেন স্তম্ভিত লেইয়াস। বুঝে উঠতে পারেন নি এ সত্যিই কোন দৈববাণী নাকি অন্তরালে দাঁড়িয়ে ঐ ভয়ঙ্কর কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন অ্যাপোলোর মন্দিরের কোন পুরোহিত।

ফিরে এসেছিলো থিবিসরাজ। এর অতঃপর সময়ের প্রবহমান স্রোতের একটি বিন্দুতে পৌঁছে তিনি জেনেছিলেন—মহিষী জোকাস্তা সন্তানসম্ভবা! এতদিনের প্রত্যাশিত মানবভ্রূণটি লালিত হচ্ছে তাঁর গর্ভে।

আনন্দ পলাতক। সেই ভয়ঙ্কর দৈববাণী আনন্দকে নির্বাসিত করে ডেকে এনেছে আতঙ্ককে। পরস্পরের চোখে চোখ রেখে সমাধান

খোঁজেন লেইয়াস আর জোকাস্তা। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তোলপাড় পেরিয়ে হদিশ মেলে সমাধানের। কঠিন, নির্মম, অথচ অলঙ্ঘ্যনীয় সমাধান। পথ একটাই, পটভূমি রক্তাক্ত প্রতিশ্রুতিহীন।

সেদিন রুদ্ধশ্বাস থিবিসের রাজপ্রাসাদে রাজমহিষী জন্ম দিয়েছিলেন একটি সন্তানের: হ্যাঁ, পুত্রসন্তানই। এই সদ্যোজাত শিশুই একদিন হত্যা করবে জন্মদাতা লেইয়াসকে—এমন একটি সর্বগ্রাসী উচ্চারণে দিশাহারা জনক জননী সে সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করলেন অঙ্কুরেই।

প্রথম সন্তানকে বিসর্জন দিতে অনেক ইতস্তত করেছেন লেইয়াস-জোকাস্তা। প্রথম দিন বসে থেকেছেন নিশ্চেষ্ট হয়ে। একটি অসহায় শিশু অবয়বের অবিরাম হৃদস্পন্দন ক্রমাগত আঘাত করেছে চেতনায়। দ্বিতীয় দিন চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শেষ কাজটুকু করে উঠতে পারেন নি। পৃথিবীর মাটিতে মাত্র দুদিনের আগন্তুক একটি প্রাণের আকর্ষণী শক্তি যে এত প্রবল, এত অমোঘ - জানা ছিল না রাজদম্পতির। তবু ছিঁড়তে হয় বন্ধন, চোখ বেঁধে শ্বাসরুদ্ধ করতে হয় ভালবাসার, পৃথিবীর গভীর গভীরে হারিয়ে যায় অপত্যস্নেহ।

তৃতীয় দিন চামড়ার দড়ি দিয়ে শিশুটির হাত-পা শক্ত করে বাঁধেন লেইয়াস। জোকাস্তা নির্বাক। লেইয়াস ডেকে পাঠান একটি ক্রীতদাসকে। আদেশ দেন, এই শিশুটিকে তুমি নিয়ে যাবে কোন নির্জন প্রান্তরে। সেখানেই হত্যা করবে একে। যাও।

হাত-পা-বাঁধা অবোধ শিশুটিকে নিয়ে চলে গেল ক্রীতদাস। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন জোকাস্তা। তাঁর প্রথম সন্তান চলে গেল মৃত্যুর অন্ধকার জগতে। লেইয়াসের চোখেও বেদনার অশ্রুরেখা। তাঁর অবুঝ সন্তান এখন তার ঘাতকের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে না-জানা মৃত্যুর দিকে।

হাহাকার আর শূন্যতা। এই শূন্যতা সর্বগ্রাসী এবং তার প্রতিটি ভাঁজে লিখিত ছিল প্রবল আত্মধিক্কার।

ফিরে এসেছিল ঘাতক। জানিয়েছিল—আদেশ পালন করেছে

সে। পিতৃহন্তা হওয়ার জন্য জন্মেছিল যে শিশু, সে আজ নিজেই নিহত। নৃপতি লেইয়াসকে আর নিহত হতে হবে না আত্মজের অস্ত্রাঘাতে।

অ্যাপোলো মন্দিরের সেই দৈববাণী ...

ওয়াদিপাউসের দিকে তাকালেন জোকাস্তা · শুনলে তো? এখন ভেবে গ্যাখো ও-সব দৈববাণী-টানি কত অর্থহীন। কি ভয়ঙ্কর কথা পুত্রের হাতেই নিহত হবে পিতা! কৈ, মিললো? লেইয়াস তো শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন একদল দস্যুর হাতে, একটা তিনমাথার মোড়ে।

চমকে উঠলেন ওয়াদিপাউস, তিনমাথার মোড়? তিনমাথার মোড়ে নিহত হয়েছিলেন রাজা লেইয়াস?

হ্যাঁ, তা-ই তো শুনি। কিন্তু তা নিয়ে তুমি এত চিন্তিত হচ্ছো কেন?

ওয়াদিপাউসের মন তখন অন্য কোথাও, অনেক দূরে। স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন্ দেশে নিহত হয়েছিলেন তিনি, জানো?

শুনেছি ফোকিসে। ওখানে একদিকে ফোকিসের রাস্তা আর দুদিকে দেল্ফি আর দলিস্-এ যাওয়ার রাস্তা। তিনমাথার ঐ মোড়টাতেই তাঁকে হত্যা করে দস্যুরা।

চঞ্চল হয়ে ওঠেন ওয়াদিপাউস, কতদিন আগে?

স্বামীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না জোকাস্তা। বললেন, তুমি এদেশে এসে পৌঁছোনোর ঠিক আগেই তাঁর মৃত্যুসংবাদ শোনা যায়।

হাহাকার করে উঠলেন ওয়াদিপাউস, ওহ্, জিয়াস, জিয়াস, এ আপনার কী নিষ্ঠুর খেলা! আচ্ছা, তাঁকে দেখতে কেমন ছিল?

লম্বা, মাথার চুলগুলো সাদা, গড়নটা অনেকটা তোমারই মতন।

আর্তনাদ করে উঠলেন ওয়াদিপাউস, হা ঈশ্বর! এ কী অভিশাপ!

স্বামীর মুখচোখের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠেন জোকাস্তা। ওয়াদি-পাউসের মুখে এতটুকু লালিমা নেই, ফ্যাকাশে আতঙ্কিত মুখ জুড়ে যন্ত্রণার আঁকিবুকি, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে জোকাস্তার দিকে তাকিয়ে ওয়াদিপাউস বললেন, আর শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। রাজা লেইয়াস কি একাই গিয়েছিলেন, নাকি রাজার মতোই লোকলস্কর নিয়ে? উত্তর দাও জোকাস্তা।

লেইয়াসের সেই শেষযাত্রার কথা আজও ভোলেন নি জোকাস্তা। সব ছবি আজও তাঁর স্মৃতিতে জেগে আছে নির্ভুল। জোকাস্তা উত্তর দিলেন, রাজার জন্য একটা রথ ছিল আর ওঁর সঙ্গে গিয়েছিল পাঁচজন অনুচর। তাদের মধ্যে একজন ছিল ঘোষক।

দিগন্তের শেষতম প্রান্তে তখন হয়ত হারিয়ে গেল আলো। জীবনের একেকটা অপ্রত্যাশিত প্রহরে এভাবেই আলোকে অন্ধ করে ডানা মেলে নিকষ অন্ধকার। সুখের ভোরে সহসা সূর্যগ্রহণ হয়। তখন সর্বব্যাপী প্রকৃতি মাথায় হাত রেখে বলতে পারে না—তোমার কষ্টগুলোও আমায় দিয়ো। তখন সব কষ্ট একার, সব যন্ত্রণা অশেষ। প্রকৃতি তখন মুখ ফিরিয়ে অন্য কোন মুগ্ধ উপাসকের অর্ঘ্য গ্রহণ করে, তার বন্দনাগীতে মিশিয়ে দেয় আপন অস্তিত্বের নির্যাস। সেই আলোক-হারানো প্রকৃতি-খোয়ানো ভয়ঙ্কর প্রহরে একটি মানুষ শুধু হেঁটে চলে নিজস্ব শবযাত্রায়, একা, নিঃসঙ্গ : জীবনের অশ্রুনদীর জলে ভাসান হয় সূর্যের।

আহ্, সব, স-ব এখন স্পষ্ট—দুহাতে মাথা চেপে ধরেন ওয়াদি-পাউস—তাঁর মৃত্যুর সংবাদ কার কাছে শুনেছিলে তোমরা? কে বয়ে এনেছিল সে সংবাদ?

বিভ্রান্ত জোকাস্তা বললেন, ঐ পাঁচজনের মধ্যে শুধু একজন অনুচর বেঁচে ফিরেছিল। সে-ই জানিয়েছিল রাজার মৃত্যুসংবাদ।

গলা ভেঙে আসে ওয়াদিপাউসের, সে এখন কোথায়, জোকাস্তা? আমাদের এই প্রাসাদেই আছে?

না, লেইয়াসের মৃত্যুসংবাদ বয়ে আনা সেই মানুষটি এ প্রাসাদে

নেই। থিবিসে ফিরে এসে ওয়াদিপাউসকে সিংহাসনে দেখার পর জোকাস্তার কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল সে—তাকে যেন অনেক দূরের কোন চারণভূমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, থিবিসনগরীতে বসবাস করবার আর ইচ্ছে নেই তার। সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন জোকাস্তা। পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অনেক দূরের এক চারণভূমিতে।

ওয়াদিপাউস অধীর, এক্ষুনি তাকে ডেকে পাঠাও, এক্ষুনি।

তা পাঠাচ্ছি, কিন্তু তার সঙ্গে তোমার কী দরকার? আমাকে কি বলা যায় না?

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ওয়াদিপাউস, নিশ্চয়ই বলা যায়, জোকাস্তা। তোমার থেকে আপনজন আমার তো আর কেউ নেই। আমার জীবনের যন্ত্রণার কথা তোমাকে না বললে আর কাকে বলব? কিন্তু বলতে গেলে গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে। আমি ছিলুম করিন্থের···

ছবি : তিন

গ্রীসের নগররাষ্ট্র করিন্থ। করিন্থের সিংহাসনে আসীন নৃপতি পলিবাস। পলিবাসের মহিষী মেরোপি জন্মসূত্রে ডোরিয়ান। দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন পলিবাস আর মেরোপি। অবশেষে ভাগ্যের করুণায় তাঁরা লাভ করেছিলেন একটি পুত্রসন্তান। ছেলেটির দুটি পা কিছুটা ফোলা ছিল বলে তাঁরা তার নাম দিয়েছিলেন ওয়াদিপাউস (ওয়াদিপাউস শব্দটির অর্থ ফোলা পা)। সুখী হয়েছিলেন করিন্থরাজ পলিবাস, সুখী হয়েছিলেন রাজমহিষী মেরোপি।

সেই ছেলে এখন অনেক বড়। সময়ের পথ বেয়ে সে এগিয়ে এসেছে অনেকটা পথ। দেশবাসীর শ্রদ্ধা আর মর্যাদা পেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে রাজকুমার ওয়াদিপাউস।

তারপর সেইদিন। বিশেষ এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত রাজকুমার ওয়াদিপাউস। আমন্ত্রিত করিন্থের বিশিষ্ট নাগরিকরাও। উপস্থিত

হয়েছে ওয়াদিপাউস। ভোজের সঙ্গেই চলছে গল্পগুজব। এবং সুরা। রক্তিম মদিরা।

এই নেশা-ঝিমঝিম পরিবেশেই আমন্ত্রিত এক ব্যক্তির সঙ্গে হঠাৎই ছোটখাট একটা বিতর্ক শুরু হয়ে গেল ওয়াদিপাউসের। সুরার প্রভাবে লোকটি তখন অন্য জগতের বাসিন্দা। এইসব অন্য-জগৎবাসের মুহূর্তে মানুষ প্রায়শঃই একটু বেশী মাত্রায় সত্যবাদী হয়ে ওঠে, বাস্তব জীবনে নিতান্ত ভণ্ডরাও ঐ তরলের মাহাত্ম্যে সহসাই মনের দরজা খুলে দিয়ে কোন অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তি করে বসে

বিতর্কের এক উত্তপ্ত মুহূর্তে নেশাচ্ছন্ন লোকটি হঠাৎ কুঞ্চিত চোখ দুটি তুলে ভালো করে দেখার চেষ্টা করল ওয়াদিপাউসকে। তারপর স্খলিত স্বরে বলল, থাক থাক, তুমি আর মুখ খুলোনা। তুমি তো তোমার বাপের জারজ সন্তান। জানতে আর কিছু বাকি নেই আমার, বুঝলে।

ছিটকে উঠে দাঁড়াল ক্রুদ্ধ ওয়াদিপাউস। এই করিন্থের রাজপুত্র সে। সবার সামনে তাকে জারজ বলে চিহ্নিত করে রেহাই পেতে পারে না কেউ। ক্রোধের ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে হয়তো তখনি আঘাত হানত ওয়াদিপাউস, কিন্তু ঠিক সেই অন্তরস্থ কোন গোপন সত্তা প্রতিহত করল তাকে। এই ঘৃণ্য অভিযোগ সত্য না মিথ্যা, যাচাই করা দরকার। মনের সবটুকু শক্তি সংহত করে নিজেকে সংযত করল ওয়াদিপাউস। ভোজসভা স্তব্ধ, আতঙ্কিত। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে লোকটির দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ওয়াদিপাউস

সেদিনটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে পরদিন সকালে ওয়াদিপাউস গিয়ে দাঁড়াল করিন্থরাজ পলিবাসের নিজস্ব কক্ষে। পলিবাসজায়া মেরোপিও তখন সেখানে উপস্থিত। ওয়াদিপাউসকে দেখে সাদরে ডাকলেন পলিবাস, এসো বৎস। কী সংবাদ?

নির্বাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পলিবাসের দিকে চেয়ে রইল ওয়াদিপাউস। এই পুরুষ তার জন্মদাতা। আর পাশে ঐ নারী, মেরোপি, তার

জন্মদাত্রী। এ সত্য আশৈশব জানা। অথচ আজ এই অভ্রান্ত সত্য একটি বিধ্বংসী বাক্যের অভিঘাতে প্রশ্নচিহ্নে প্রকম্পিত।

ওয়াদিপাউসের চোখের পাতায় বিশেষ কোন কাঁপন ছিল। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন মেরোপি। বললেন, কী হয়েছে পুত্র? কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে!

সরাসরি মেরোপির চোখের দিকে তাকাল ওয়াদিপাউস, কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল কাঠিন্য, কার সন্তান আমি?

রাজপ্রাসাদে বজ্রপাত। পলিবাস স্তব্ধ। মেরোপি ব্যাকুল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন, বৎস?

ওয়াদিপাউস অবিচল, এ প্রশ্ন অবান্তর। আমি শুধু একটা প্রশ্নেরই উত্তর চাই—কার সন্তান আমি?

প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন রাজা পলিবাস, কে তোমাকে বলেছে এ-সব কথা? আজই তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করব আমি। করিন্থের রাজকুমার সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে, এত স্পর্ধা কার? তুমি এখনই তার নামটা বলো ওয়াদিপাউস।

ক্রোধের চলাচল মেরোপির কণ্ঠেও, এই মুহূর্তেই তুমি উপযুক্ত ব্যবস্থা নাও, রাজন্। এতবড় অন্যায় করে কেউ রেহাই পেতে পারে না।

না, বক্তার নাম জানাল না ওয়াদিপাউস। কিন্তু পিতামাতার এই ক্রোধ কিছুটা স্বস্তি দিল তাকে। অভিযোগ মিথ্যা বলেই এতটা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন পলিবাস আর মেরোপি - ভাবতে ভাল লেগেছিল ওয়াদিপাউসের।

কিন্তু গুজব থামল না। বেড়েই চলল। ওয়াদিপাউসের পিতৃ-পরিচয় নিয়ে একটা সংশয় ছড়িয়ে পড়েছে করিন্থবাসীর মধ্যে। খবর পায় ওয়াদিপাউস। জিজ্ঞাসায় দীর্ণ হয় সদ্যযুবক রাজকুমার। এই সংশয়ের অবসান ঘটানোর পথ কী? কিভাবে রোধ করা যায় এই কুৎসিত সন্দেহের প্লাবন, প্রশমিত করা যায় নিজের অহর্নিশি আত্মদহন?

অবশেষে পথের সন্ধান পেল অস্থির রাজপুত্র। অ্যাপোলো! অ্যাপোলোই পারেন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে। পলিবাস আর মেরোপিকে কিছু না জানিয়ে দেল্‌ফিতে অবস্থিত অ্যাপোলোর মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করল ওয়াদিপাউস। এই যাত্রার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য তখন তার জানা ছিল না।

দীর্ঘ নিঃসঙ্গ যাত্রার শেষে দেল্‌ফির অ্যাপোলো-মন্দির। এখানে উত্তর, এখানে যন্ত্রণার অবসান। প্রত্যাশাব্যাকুল ওয়াদিপাউস নতজানু হল অ্যাপোলোর সামনে। প্রশ্ন করল, হে মহান অ্যাপোলো, আমি আপনার দীন সেবক ওয়াদিপাউস, উপস্থিত হয়েছি আপনার সামনে। সংশয়ে দীর্ণ আমি। অবসান ঘটান আমার এ সংশয়ের। বলুন—কে আমার পিতা, কোন্ নারীর গর্ভজাত আমি?

দৈববাণীতে অথবা অ্যাপোলো-মন্দিরের পুরোহিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হল না এ প্রশ্নের উত্তর। ওয়াদিপাউসের সামনে উচ্চারিত হল না তার জনক-জননীর নাম। শুধু সেই মন্দিরপ্রাঙ্গণে এবং হতভাগা মানবপুত্র ওয়াদিপাউসের মর্মমূল প্রকম্পিত করে ধ্বনিত হল এক ভিন্নতর ভবিষ্যদ্বাণী, অথবা জাগতিক পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম অভিশাপ। ওয়াদিপাউসের শ্রবণে বিস্ফোরিত হল একটি কণ্ঠস্বর—তুমি তোমার পিতাকে হত্যা করবে, বিবাহ করবে আপন জন্মদাত্রী মাতাকে এবং সম্পূর্ণ অবৈধ এক বংশধারার জন্ম দেবে।

হে মৃত্যু, সুমহান মুক্তিদাতা, কবে তুমি আসিবে বলো তো?—তখন হয়ত এই ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়েছিল অভিশপ্ত যুবকটি। তখন তার হিমশীতল ললাটে হাত রেখে কেউ মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দে আশ্বাস দিয়ে বলে নি—আমি যেখানেই থাকি, যার কাছেই থাকি, জেনো আমি তোমার জন্যেই আছি, তোমার জন্যেই জন্মেছি। প্রতিশ্রুতিহীন একটি অভিশপ্ত প্রাণ স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়াতে চেয়েছে পৃথিবীর মাটিতে। একা। পরিত্যক্ত। নিজেই নিজের একমাত্র সঙ্গী, অথবা তা-ও নয়, নিজেও হয়ত সঙ্গী হতে পারে নি নিজের। নিয়তির অমোঘ হাতছানি দেখেছে সে একটি মুহূর্তের তলদেশে। সেখানে

প্রস্তরীভূত জীবন। এবং সেই জীবনের ফাটল ছুঁয়ে কোন সূর্যমুখী কণ্ঠস্বর বলতে পারে নি—আমি হারাবো না, তুমি হারিয়ে যেয়ো না।

তাই হারিয়ে যেতে হয় স্ব-আরোপিত নিবাসনদণ্ড মাথায় নিয়ে। উঠে দাঁড়াতে হয়, বেরিয়ে আসতে হয়, চলতে হয় এতদিনকার পথ ছেড়ে উল্টোমুখী পথে। এই পথ এতদিন প্রতীক্ষায় ছিল, হয়ত বা দুষ্কর তপস্যায়, নিরুদ্দিষ্ট পথচারীর।

আশৈশব চেনা করিন্থের পথের দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল ওয়াদিপাউস। ঐ দেশ তার কাছে নিষিদ্ধ অঞ্চল হয়ে গেছে। কারণ ওখানে আছেন জন্মদাতা পলিবাস যাঁকে নাকি সে হত্যা করবে। আর আছেন আহ্...সেই নারী, জন্মদাত্রী মেরোপি, যাঁকে...উচ্চারণে অপার লজ্জা বিবাহ করবে সে, পুত্রের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে যিনি নাকি জন্ম দেবেন এক অবৈধ বংশধারার! ও দেশ এখন নিষিদ্ধ অঞ্চল। পলিবাস আর মেরোপির মুখোমুখী আর কখনও না হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে এই দৈববাণী। কাজেই করিন্থ এখন পরদেশ, ওয়াদিপাউসকে হাঁটতে হবে উল্টোমুখী পথে, দূরে, অনেক দূরে—করিন্থের থেকে, পলিবাসের থেকে, মেরোপির থেকে।

চলতে লাগল সন্তযুবক। চলতে চলতে অনেক দূর। ফোকিসের তিনমাথার মোড়। যেখানে অভিশপ্ত যুবকটির জন্য অপেক্ষা করছিল আরও কিছু ঘটনার জলছবি।

তিনমাথার মোড় পেরিয়ে পা বাড়াচ্ছে ওয়াদিপাউস। ঠিক তখন উল্টোদিক থেকে এগিয়ে এল একজন ঘোষক। তার পিছনে ঘোড়ায়-টানা একটা রথ। সেই পথে এক বৃদ্ধ—দীর্ঘদেহী, পক্ককেশ। ঘোষক এবং বৃদ্ধ দুজনেই পথ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন ওয়াদিপাউসকে। কে এই বৃদ্ধ, ওয়াদিপাউস চেনে না। রুখে দাঁড়াল ও। রথচালকটি ঝুঁকে পড়ে ধাক্কা দিল ওকে। চোখের পলকে পাল্টা আঘাত হানল ওয়াদিপাউস। ছিটকে পড়ল রথচালক। আর কথা না বাড়িয়ে পা বাড়াল ওয়াদিপাউস। আর ঠিক তখন রথারোহী

বৃদ্ধটি তাঁর হাতের কাঁটা লাগানো চাবুকটা সজোরে চালালেন ওয়াদি-পাউসের মাথা লক্ষ্য করে মাথায় চাবুকের আঘাত পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল নির্বাসিত যুবক। তার লাঠির আঘাতে রথ থেকে ছিটকে পড়লেন বৃদ্ধ। আর উঠলেন না। ওয়াদিপাউসের প্রচণ্ড আঘাতে জীবনের অন্তিম সীমাটি অতিক্রম করে গেছেন তিনি। বৃদ্ধের সঙ্গীরা বাধা দিতে এল এবং প্রত্যেককেই মৃত্যুর নিশ্চিত ঠিকানা চিনিয়ে দিল বলিষ্ঠ যুবক। শুধু একজন পালিয়ে গেল রণে ভঙ্গ দিয়ে।

ওয়াদিপাউস এগিয়ে চলল। চলতে চলতে থিবিসনগরী এবং সেই দানবী স্ফিংক্স।

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন ওয়াদিপাউস। সেদিন সেই তিনমাথার মোড়ে যে বৃদ্ধকে তিনি হত্যা করেছিলেন, ঘটনাচক্রে সেই অচেনা বৃদ্ধই যদি থিবিসরাজ লেইয়াস হয়ে থাকেন, তাহলে আজ তিনি নিজেকে ক্ষমা করবেন কী করে? তিনিই যদি হয়ে থাকেন, লেইয়াসের হত্যাকারী, তাহলে আজ তাঁর জন্যেই অভিশপ্ত হয়েছে এই থিবিসনগরী। এখন সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করবে, কোথাও পাবেন না আশ্রয়, কারণ দেশের রাজা হিসেবে তিনি নিজেই এ আদেশ জারি করেছেন।

এবং, যে শয্যার অধিকারী ছিলেন রাজা লেইয়াস এবং যে শয্যা-সঙ্গিনীর, আজ সেই শয্যা আর শয্যাসঙ্গিনীর অধিকারী তিনি—ভাগ্যপীড়িত ওয়াদিপাউস!

কী করবেন তিনি এখন? চলে যাবেন থিবিস ছেড়ে? কোথায়? যেখানেই হোক, করিন্থে কখনোই নয়। কারণ করিন্থেই আছেন তাঁর পিতা পলিবাস, অ্যাপোলোর দৈববাণী সত্য হলে যাঁর হন্তা হতে হবে ওয়াদিপাউসকে। এবং, আছেন মেরোপি, তাঁর মাতা, যাঁর শয্যাকে কলুষিত করবে এক ভাগ্যহত পুত্র। না, করিন্থে নয়। ওহ, কোন অশুভ লগ্নে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন পৃথিবীর মাটিতে! কেন আজও মৃত্যু এসে ডাক দেয় না 'চলো' বলে!

সহসা দু চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায় ওয়াদিপাউসের। হ্যাঁ, একটা আশা এখনও আছে। এখনও প্রমাণিত হতে পারে, তিনি নির্দোষ, তিনি লেইয়াসের আততায়ী নন। এই আশার সূত্রটা লুকিয়ে আছে জোকাস্তার কথার মধ্যেই। হঠাৎই যেন নতুন করে বেঁচে উঠলেন ওয়াদিপাউস।

জোকাস্তা প্রশ্ন করলেন, কী সূত্র, কী বলেছি আমি?

ওয়াদিপাউসের গলায় ব্যগ্র উৎসাহ, ঐ যে, তুমি বললে না, রাজা লেইয়াসকে হত্যা করেছিল দস্যুরা। দ-স্যু-রা। একদল দস্যু! একজন নয়। সেই অনুচরটি যদি এসে বলে যে একদল দস্যুই হত্যা করেছিল লেইয়াসকে, একজন নয়, তাহলে আর ভয় নেই। তাহলে প্রমাণিত হবে আমি তাঁর হত্যাকারী নই। আর যদি সে বলে মাত্র একজনই হত্যা করেছিল তাঁকে, তাহলে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না, প্রমাণিত হবে আমিই সেই হত্যাকারী।

নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেললেন জোকাস্তা। বললেন, না, একদল দস্যুর কথাই বলেছিল সে। আমার স্পষ্ট মনে আছে। আর শুধু আমি একা নই, নগরীর সবাই শুনেছিল তার বক্তব্য। আজ আর সে কথা সে ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

বলতে বলতে আরও কিছু মনে পড়ল জোকাস্তার। তিনি বললেন, আর যদি আজ সে অন্য কথা বলেও, তাহলেও তো এ-কথা বলতে পারবে না যে আমার একটি পুত্রই হত্যা করেছে লেইয়াসকে। অথচ সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে তাই-ই বলা হয়েছিল। পিতাকে হত্যা করার জন্য বেঁচে থাকার সুযোগ পায় নি আমার সেই হতভাগ্য পুত্র, বরং নিজেই নিহত হয়েছে নিতান্ত অজ্ঞানে। তাই বলছি, আমার কথা শোনো, ও-সব ভবিষ্যদ্বাণী-টানিতে কান দিয়ে কোন লাভ নেই। সব মিথ্যে।

ওয়াদিপাউসের মনের গভীরে স্বস্তির ছায়া। বললেন, তোমার কথাই যেন সত্যি হয়। যাক, তবু তুমি সেই অনুচরটিকে ডেকে পাঠাও। দেরি কোরো না।

স্বামীর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন জোকাস্তা। নরম গলায়, বললেন, খবর পাঠাচ্ছি। তোমাকে সুখী দেখার চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার আর কিছুই নেই। চলো, ভেতরে চলো।

৪

গভীরতা যেখানে বেশি, ডোবার ভয়টাও তো সেখানেই বেশি। পৃথিবীর অয়ন-চলনে যে মানুষ খুঁজে পায় ভাত-ছাদ-সজ্জার বাইরে অন্যতর কিছু, জীবন যার চোখে শুধুই জন্ম-জন্ম দেওয়া-জন্ম শেষের ধারাবিবরণী নয়, তার পায়ে পৃথিবী অঞ্জলি দিয়ে যায় শুধুই অন্তহীন ক্ষয় আর রিক্ততা আর অতৃপ্তির কৃষ্ণপুষ্প। সঙ্গীহীন দীর্ঘযাত্রায় সে শুধু মুখ দ্যাখে, পরিচয়ে-অপরিচয়ে, এবং একেকটি মুখের আদলে সে খুঁজে পায় ভঙ্গুর ভাস্কর্য। এইসব ভাস্কর্য তাকে ছুঁয়ে যায় কিন্তু প্রভাবিত করে না অথবা সে মগ্ন হয় না। সে শুধু মগ্ন হয়, নিমজ্জিত হয় আপন চেতনানির্মিত তলকূলহীন মহাসমুদ্রে। এই সমুদ্রে কোন দ্বীপ থাকে না। সুগভীর সাগরে ডুবে যায় হারিয়ে যায় একটি সচেতন প্রাণ।

সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিক এই কথাগুলোই যে ভাবছিলেন জোকাস্তা, এমনটা বলা যায় না। কিন্তু এ-ধরনের কিছু অবিচ্ছিন্ন শব্দ দুরারোগ্য ব্যাধির মতো পীড়িত করছিল তাঁকে। এতদিনের দাম্পত্য জীবনেও স্বামী ওয়াদিপাউসকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। মানুষটির চিন্তার অতলে প্রচণ্ড তীব্র কোন কূট কামড় আছে। যা তাঁকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করে চলে—এটুকু বোঝেন জোকাস্তা। মানুষের গৎবাঁধা জীবনছকের বাইরে কী-এক ছকছেঁড়া ভাবনা বসত করে ওয়াদিপাউসের মনে। সে ভাবনা যন্ত্রণাদায়ক। কষ্টকর। এবং সেখানে ডোবার আশঙ্কা বড় প্রবল কারণ তার গভীরতা অপরিমেয়।

এইসব ভাবছিলেন রাজমহিষী জোকাস্তা। আর ভাবছিলেন, থিবিসের বিভিন্ন মন্দিরে পাঠাতে হবে পুজোর সামগ্রী, জ্বালাতে

হবে অসংখ্য ধূপ। স্বামী এখন দিশাহারা, বিভ্রান্ত। যথাযথ কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম। স্ত্রী হিসেবে এখন তাঁকেই প্রার্থনা জানাতে হবে দেবতার দরবারে, তুষ্ট করতে হবে অ্যাপোলোকে। তিনিই পারেন মুক্তির দিশা দেখাতে। আতঙ্কে উন্মাদপ্রায় ওয়াদিপাউস স্বস্থ করতে পারেন তিনিই আর একমাত্র সে পথেই থিবিসের নবজন্ম সম্ভব, কেননা ওয়াদিপাউস অদ্বিতীয়, কেননা ওয়াদি-পাউসই এই থিবিসের দিকদিশারী, কাণ্ডারী, রক্ষাকর্তা।

তখন একজন প্রহরী এসে জানাল, বিদেশ থেকে একজন দূত এসেছে। মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চায় সে।

ত্রস্তপদে বেরিয়ে এলেন জোকাস্তা। কী সংবাদ এসেছে বিদেশ থেকে, জানা নেই। হতে পারে অশুভ সংবাদ, হতে পারে শুভ। এই মুহূর্তে নতুন কোন অশুভ সংবাদ ওয়াদিপাউসের কাছে না পৌঁছোনোই মঙ্গল সংবাদটি তাই নিজেই আগে জেনে নিতে চান জোকাস্তা।

বিদেশী দূতটি অভিবাদন জানাল জোকাস্তাকে। প্রত্যুত্তরে জোকাস্তা প্রশ্ন করলেন, বলুন দূত, কী সংবাদ।

দূতটি জানাল, মহারাজ ওয়াদিপাউস এবং তাঁর পরিবারের পক্ষে শুভ সংবাদ, ভদ্রে।

একটু নিশ্চিন্ত হলেন জোকাস্তা। বললেন, কী শুভ সংবাদ? কোথা থেকে আসছেন আপনি?

করিন্থ থেকে, ভদ্রে। এনেছি শুভ সংবাদ, অবশ্য কিছুটা দুঃখও জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে।

শুভ সংবাদে দুঃখের প্রলেপ? ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না জোকাস্তা। আর করিন্থ, সে দেশ তো ওয়াদিপাউসের···

দূত জানায়, করিন্থের মানুষ খুব শিগগিরই মহারাজ ওয়াদিপাউসকে সে দেশের একচ্ছত্র শাসক হিসেবে নির্বাচিত করতে চলেছে।

ওয়াদিপাউসের পিতার নামটা মনে পড়ল জোকাস্তার। প্রশ্ন

করলেন, সে কি? বৃদ্ধ পলিবাস কি তাহলে আর রাজপদে নেই?

না, কারণ তিনি মারা গেছেন।

মারা গেছেন? পলিবাস মারা গেছেন; ওয়াদিপাউসের পিতা পলিবাস—নেই? আশ্চর্য, জোকাস্তা দুঃখিত হতে পারছেন না। তাঁর বুক জুড়ে ছেয়ে আসছে স্বস্তির মেঘদল। ভবিষ্যদ্বাণী! দৈববাণী! মিথ্যা! মিথ্যা! এই মানুষটির হত্যাকারী হওয়ার আতঙ্কেই দেশত্যাগী হয়েছিলেন ওয়াদিপাউস আর আজ সেই মানুষটি মৃত! পুত্রের হাতে নয়, ভাগ্যের হাতে। আহ্, এত বড় স্বস্তির মুহূর্ত খুব বেশি আসেনি জোকাস্তার জীবনে।

তৎক্ষণাৎ ওয়াদিপাউসের কাছে সংবাদ পাঠালেন জোকাস্তা। ওয়াদিপাউস এসে দাঁড়ালেন স্ত্রীর সামনে। বললেন, কী ব্যাপার, জোকাস্তা? এমন অসময়ে ডেকে পাঠালে কেন?

সামান্য হাসলেন জোকাস্তা, উত্তরটা আমার কাছে না চেয়ে এই দূতের কাছেই চাও। তারপর নিজেই ভেবে দ্যাখো ভবিষ্যদ্বাণীর আদৌ কোন মূল্য আছে কি না।

দূতের দিকে তাকালেন ওয়াদিপাউস, কোথা থেকে আসছেন আপনি, দূত? কী সংবাদ বহন করে এনেছেন আমার জন্য?

নিজেকে সংবরণ করতে পারছেন না জোকাস্তা। দূত কোন উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি বলে উঠলেন, করিন্থ থেকে এসেছেন উনি। সংবাদ নিয়ে এসেছেন—রাজা পলিবাস আর নেই। হ্যাঁ, তোমার পিতা পলিবাস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

ওয়াদিপাউসের মুখের রেখায় গভীর দুঃখ আর পরম স্বস্তির সহাবস্থান। পিতা নেই? রাজা পলিবাস মৃত? কিন্তু কিভাবে? প্রশ্ন করলেন ওয়াদিপাউস, কিভাবে মারা গেছেন তিনি, দূত? কোন চক্রান্তে নিহত হয়েছেন? নাকি অসুস্থতাই তাঁর মৃত্যুর কারণ?

অসুস্থতা, রাজন্। তাছাড়া বয়সও তো হয়েছিল।

স্ত্রীর দিকে তাকালেন ওয়াদিপাউস, শুনছ জোকাস্তা, আমার

পিতা মারা গেছেন অসুস্থ হয়ে। এরপর লোকে আর দৈববাণী মানবে কেন বলতে পারো? আমার পিতা এখন কবরে শয়ান আর আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে—আমার অস্ত্র তাঁকে স্পর্শও করে নি। বুঝলে জোকাস্তা, পিতার সঙ্গে ঐ-সব দৈববাণীগুলোও এখন আশ্রয় নিয়েছে কবরে।

জোকাস্তা হাসলেন, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলুম। তুমিই বিশ্বাস করো নি। এবার ভয়-টয়গুলো ছেঁটে ফ্যালো। ও নিয়ে আর ভেবো না।

একটু শিউরে উঠলেন ওয়াদিপাউস, না জোকাস্তা, মাতার শয্যা-সঙ্গী হওয়ার ভয়টা যে এখনও রয়ে গেছে!

কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল জোকাস্তার, কিসের ভয়? এ পৃথিবীতে ভাগ্যই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়তিকে ঠেকানো যায় না। আর জেনো, আগে থেকে কিছুই জানতে পারে না মানুষ। জীবনকে সহজভাবে নাও, যেভাবে খুশি ভোগ করো। মাতার শয্যাসঙ্গী হওয়ার ভয় পাচ্ছো তুমি? শুনে রাখো, অনেক পুরুষই স্বপ্ন ছাখে তারা তাদের জন্মদাত্রীর শয্যাসঙ্গী হচ্ছে। ও-সব ভাবনায় কিছু যায় আসে না। নিজের মতো থাকো, দেখবে কোথাও কোন সমস্যা নেই।

স্ত্রীর এত কথার পরেও ওয়াদিপাউস কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। মাতা জীবিত না থাকলে হয়ত নিশ্চিন্ত হওয়া যেত, কিন্তু তিনি জীবিত থাকতে...

স্বামী-স্ত্রীর এই কথোপকথন এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল করিন্থের দূতটি। তাকে চলে যেতে বলা হয় নি, কাজেই অপেক্ষা করছিল সে। এবার বিনীত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কোন্ নারীকে নিয়ে আপনারা এত উদ্বিগ্ন, জানতে পারি কি, রাজন্?

ওয়াদিপাউস বললেন, সভ্যপ্রয়াত মহারাজ পলিবাসের স্ত্রী মেরোপির কথাই আমরা বলছি, দূত।

কিন্তু তাঁকে নিয়ে আপনারা এত উদ্বিগ্ন কেন? বলতে আপত্তি আছে কি?

অ্যাপোলো-মন্দিরের সেই দৈববাণীর কথা জানালেন ওয়াদিপাউস। মন দিয়ে শুনল দূতটি। তারপর বলল, এই কারণেই কি আপনি করিন্থ ছেড়ে চলে এসেছিলেন?

আপনার অনুমান সত্য, দূত।

তাহলে — রাজদূত হাসলেন — আপনার এ আতঙ্কের অবসান আমি এখনই ঘটাতে পারি, রাজন্। অ্যাপোলোর দৈববাণীতে আপনার আতঙ্কিত হওয়ার কিছু ছিল না।

কী বলছেন আপনি? আমার পিতা, মাতা…

করিন্থের রাজদূতের চোখে রহস্য ঘনাল, না রাজন্, মহারাজ পলিবাসের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক ছিল না।

চমকে উঠলেন ওয়াদিপাউস। অথবা ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ। বললেন. কী বলছেন এ-সব? আমার জন্মদাতা পিতার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না?

মহারাজ পলিবাস আপনার জন্মদাতা পিতা নন।

কোথাও মেঘ ভাসছে। ওয়াদিপাউস সেই মেঘের ছায়া দেখছেন এবং অস্ফুটে বলছেন, তাহলে তিনি আমাকে পুত্র বলে ডাকতেন কেন?

কারণ তাঁর নিজের কোন সন্তান ছিল না। আপনাকে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর নিঃসন্তান জীবনের সান্ত্বনা হিসেবে। আমিই আপনাকে তুলে দিয়েছিলাম তাঁর হাতে।

কোথায় পেয়েছিলেন আপনি আমাকে? কোথায়? আপনি কি আমাকে কিনে এনেছিলেন? উত্তর দিন দূত — ওয়াদিপাউস অস্থির।

আপনাকে আমি পেয়েছিলাম…

ছবি : চার

থিবিসের অন্তর্গত সিথেরন পর্বতের উপত্যকায় মেষ চরাচ্ছিল এক মেষপালক। মানুষটি থিবিসের বাসিন্দা নয়। জন্ম এবং কর্ম-

সূত্রে করিন্থবাসী। একপাল ভেড়া নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সে এসে উপস্থিত হয়েছে এই সিথেরন পর্বতের উপত্যকায়, কারণ এ অঞ্চলটি চারণভূমি হিসেবে সুপরিচিত। জীবিকার অপ্রতিরোধ্য দায় মেষপালকটিকে টেনে এনেছে দূরান্তের এই চারণভূমিতে। ছ মাস ধরে এখানে বসবাস করছে সে।

ভেড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো। খাদ্যের অভাব নেই, শুধু ঘুরে বেড়ালেই হল।

ভেড়াগুলিকে ছেড়ে দিয়ে একটি গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছিল মেষপালকটি। হয়ত তখন তার মনে পড়ছিল করিন্থের কোনএক প্রান্তে নিজের ছোট্ট কুটিরখানির কথা, যেখানে স্বামীবিরহে অধীর তার প্রেয়সী, অপেক্ষারত কয়েকটি কচি মুখ, যেখানে আশৈশব পরিচিত গাছ-পাখি-বাতাসের উষ্ণ আহ্বান। একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল মানুষটি, পরিপার্শ্ব ভুলে ডুব দিয়েছিল চিরায়ত স্বপ্নে।

তখন পিছন থেকে চাপাগলায় কে-যেন ডাকল, এই, শুনছ, এই।

স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল। পিছু ফিরল মানুষটি। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি মানুষ। একে আগেও দেখেছে মেষপালকটি, কারণ এ লোকটিও মেষ পালনের কাজে নিযুক্ত, অবশ্য করিন্থের অধিবাসী নয়। আর, করিন্থের মেষপালকটি দেখল—মানুষটির কোলে একটি সদ্যোজাত শিশু এবং শিশুটির হাত-পা চামড়ার দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

বিস্মিত মেষপালকটি প্রশ্ন করল, কী বলছ, ভাই?

আগন্তুক উত্তর দিল, একটা অনুরোধ করব ভাই; রাখবে?

বলো।

একটু ইতস্তত করল আগন্তুক। কোন জটিল ভাবনায় সে আক্রান্ত এমন মনে হল মেষপালকের। এবং এই আগন্তুকের বৈশিষ্ট্যহীন মুখমণ্ডলে মানবতার একটি অমল প্রতিকৃতি দেখতে পেল সে। অমল এবং অভ্রান্ত।

কোলের শিশুটিকে দেখিয়ে আগন্তুক বলল, ভাই, এই বাচ্চাটাকে নিয়ে যাবে তুমি?

কেন? ওর হাত পাই বা বেঁধে রেখেছ কেন অমন করে?

মাথা নীচু করল আগন্তুক, এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে চেয়ো না ভাই। শুধু জেনে রাখো, এ বাচ্চাটা বড় দুর্ভাগা আর একে নিজের কাছে রাখার সাধ্য আমার নেই। তুমি একে নিয়ে গিয়ে নিজের ছেলে হিসেবে মানুষ করো।

বক্তার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে আর কোন প্রশ্ন করল না মেষ-পালক। হাত বাড়িয়ে শিশুটিকে টেনে নিল নিজের কোলে। দড়ির শক্ত বাঁধনে শিশুটির দুটি পা তখন ফুলে উঠেছে। বাঁধন খুলে দিল সে।

ফিরে গেল আগন্তুক।

প্রকৃতির বারমাস্যায় তখন শীতের লিখন। সিথেরন পর্বত আর মেষচারণের পক্ষে উপযুক্ত নয়। ভেড়ার পাল নিয়ে মাতৃভূমি করিন্থের দিকে যাত্রা শুরু করল মেষপালকটি। সেই দীর্ঘযাত্রায় তার সঙ্গী হল অনাথ শিশুটি।

চলতে চলতে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয় মেষপালক। অবস্থা তার মোটেই ভাল নয়। ঘরে যাওয়ার মুখও অনেকগুলো। তাদের খাবার জোটাতেই প্রাণান্ত অবস্থা, এর ওপর এই বাচ্চার দায় সে সামলাবে কী করে? তার ঘরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অনাহারে মরবে না তো বাচ্চাটা? না না, এত বড় পাপ সে করতে পারে না।

তাহলে?

শীতের রক্তজমা রাত তখন শেষের সীমায়। উঠে বসল চিন্তিত মানুষটি। ঠোঁটের কোণে স্বস্তির হাসি। হ্যাঁ, উপায় আছে। শ্রেষ্ঠ উপায়, সর্বোত্তম পথ। ঘুমন্ত শিশুটির মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্নি-মেষে তাকিয়ে থেকে নিশ্চিন্তে শয্যা নিল মেষপালক। বিনিদ্র রাতের অবসানে তার দু চোখ জুড়ে তখন স্বস্তিঘন ঘুম।

করিন্থে ফিরে মেষপালক গিয়ে দাঁড়াল রাজা পলিবাসের সামনে কোলে সেই শিশু। পলিবাস প্রশ্ন করলেন, কী চাও তুমি, মেষ-পালক? কী আর্জি তোমার?

মেষপালক বিনম্র কণ্ঠে বলল, মহারাজ, এই শিশুটিকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছি আমি, কিন্তু এর ভরণপোষণের সামর্থ্য আমার নেই। অনুগ্রহ করে একে আপনি গ্রহণ করুন, মহারাজ।

মুহূর্তে স্থির হয়ে গিয়েছিলেন পলিবাস বিবাহিত জীবনে তিনি নিঃসন্তান। করিন্থের রাজসিংহাসন উত্তরাধিকারীহীন। সন্তান-লাভের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন তিনি। আজ এই সাধারণ মেষ-পালক এ কি প্রলোভনের পসরা সাজিয়ে দিচ্ছে তাঁর সামনে।

কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠেছিল করিন্থরাজের কণ্ঠস্বর। বলে-ছিলেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো, মেষপালক।

পলিবাস সংবাদ পাঠালেন মেরোপিকে। ছুটে এলেন রাজমহিষী মেরোপি। সন্তানতৃষায় আকণ্ঠ তৃষ্ণার্ত মেরোপি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলে উঠেছিলেন—একে আমি নেবো, মহারাজ। আজ থেকে এই শিশুই হবে আমাদের পুত্র। তুমি আর অমত কোরো না।

আপত্তি পলিবাসেরও ছিল না। বুভুক্ষু পিতৃহৃদয় তখন ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় তৃপ্ত। মেষপালককে পুরস্কৃত করে বিদায় দিয়েছিলেন তিনি। চলে এসেছিল মেষপালক। শিশুটির নাম রাখা হয়েছিল ওয়াদিপাউস এবং সে চিহ্নিত হয়েছিল করিন্থের রাজপুত্র হিসেবে।

ওয়াদিপাউসের বুক চিরে উঠে এল কাতর আর্তনাদ, ওহ্, দূত, এ আপনি কী শোনালেন আমাকে?

একটু থামলেন ওয়াদিপাউস। হয়ত সংযত করার চেষ্টা করলেন নিজেকে। ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে অধিষ্ঠিত মানুষটির সমগ্র অস্তিত্ব এখন কয়েকটি অজানা সূত্রে কম্পমান। প্রায়-নিরালম্ব নৃপতি ডুবে যাচ্ছেন অস্তিত্বের সংকটে।

ওয়াদিপাউস প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, যে আমাকে তুলে দিয়েছিল আপনার হাতে, সেই মেষপালকটি কোথাকার লোক ছিল—আপনি জানতেন?

মাথা নাড়লেন দূত, শুনেছিলুম সে ছিল লেইয়াসের কর্মচারি।

কোন্ লেইয়াস? এই থিবিসের প্রাক্তন রাজা?

হ্যাঁ, তাঁরই অধীনে মেষপালকের কাজ করত সে।

ওয়াদিপাউসের কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়, সে এখন কোথায়, বলতে পারেন? এখনও কি বেঁচে আছে সে?

ক্ষীণ হাসলেন দূত, আপনার দেশের খবর তো আপনারই জানার কথা, মহারাজ। আমি কেমন করে জানব?

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ওয়াদিপাউস। কোথায় সে জন আছে, যে জানে এই অভিশপ্তের জন্মরহস্য? কে দেবে ঠিকানা তার? কে?

আচ্ছন্নের মতো কিছুক্ষণ বসে থেকে মাথা তুললেন ওয়াদিপাউস। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন স্ত্রীর দিকে। বললেন, তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু জানো, জোকাস্তা? রাজা লেইয়াসের যে অনুচরটিকে তুমি ডেকে পাঠিয়েছ, এ কি সে-ই?

জোকাস্তার চেতন-অবচেতন কোন বন্ধ ঘরে বাতাসহীনতায় আক্রান্ত। তবুও গলায় জোর আনার চেষ্টা করলেন তিনি, ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। মিছিমিছি মন খারাপ করে কী লাভ বলো?

না জোকাস্তা, না। আমার জন্মরহস্য নিয়ে মাথা না ঘামানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জোকাস্তা অনুনয় করলেন, আমার কথা শোনো। ভগবানের দোহাই, ও-সব ভেবে নিজের সর্বনাশ কোরো না।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে জোকাস্তার দিকে চোখ রাখলেন ওয়াদিপাউস। কোন্ সত্য কোথায় এসে ধ্রুবমিথ্যায় পরিণত হয়, শ্বাস হারিয়ে আছড়ে পড়ে, কখন কোথায় বন্দিনী হয় প্রকৃতি—তার লিপিমালা এখন ওয়াদি-পাউসের শ্রবণে গর্জমান। সম্ভবত জোকাস্তা কিছু জানেন, কিন্তু তা তিনি জানাতে চাইছেন না স্বামীকে। রাজবংশের নীলরক্তে জন্ম জোকাস্তার, তিনি কী করে বুঝবেন এক জন্মপরিচয়হীন মানুষের বেদনা, কী করে অনুভব করবেন তার অসহায়ত্ব? তীব্র অভিযোগ ধ্বনিত হয়

ওয়াদিপাউসের কণ্ঠে।

তবুও জোকাস্তা অবিচল, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, এবার ক্ষান্তি দাও, আর কোন প্রশ্ন কোরো না।

কিন্তু সত্যটা জানার অধিকার তো আমার আছেই। প্রশ্ন করতে তো আমি বাধ্য।

না না, না—আর্তনাদ করে উঠলেন জোকাস্তা—নিজের পরিচয় জানার চেষ্টা আর কোরো না তুমি!

ওয়াদিপাউস চিৎকার করে বললেন, এই, কে আছিস, এক্ষুনি গিয়ে সেই মেষপালককে ধরে নিয়ে আয়। আমাদের মহারানী তাঁর উচ্চবংশের মর্যাদা নিয়েই বুঁদ হয়ে থাকুন ততক্ষণ।

দুহাতে মুখ ঢাকলেন জোকাস্তা, হতভাগ্য, হতভাগ্য মানব! এছাড়া আর কী নামে চিহ্নিত করব তোমাকে?

মুখ ঢেকে টলতে টলতে অন্দরমহলের দিকে চলে গেলেন জোকাস্তা। তিনি কি কাঁদছিলেন?

৫

কেন তখন ওভাবে চলে গেল জোকাস্তা? একদিন যে পাহাড়ী ঝোরার অবিরাম জলধারায় স্নান করে তৃপ্ত হয়েছি, শুদ্ধ হয়েছি, আজ কি কোন হিংস্র কণ্ঠস্বর হাওয়ায় হাওয়ায় জানিয়ে যাবে সে ঝোরা মিথ্যে, আদিঅন্ত মিথ্যে, জল বলে কিছু নেই আর স্নানটা আমার মতিচ্ছন্ন দিবাস্বপ্ন তা যদি হয়, তাহলে এই আমি মিথ্যে, এই মাটি, এই বনভূমি, এই পৃথিবী নামক গ্রহ, ঐ সূর্য, ছায়াপথ, নক্ষত্রপুঞ্জ সমগ্র-চরাচর, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, সব সব সব।

কেন ওভাবে চলে গেল জোকাস্তা? কেন কিছু জেনেও বলতে চাইল না? ওর এই নীরবতার মধ্যে কি কোন অশুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে?

যদি তা-ই থাকে, থাক। আমি পরোয়া করি না। ভেঙে যাক গোপনতার দেয়াল, আলোয় আসুক সত্য। আমার জন্মরহস্য আজ

জানতেই হবে আমাকে। যতই হীন হোক সে পরিচয়, যতই নীচ, অন্ত্যজ—কিছু যায়-আসে না। জোকাস্তার হয়ত যায়-আসে, কারণ সে নারী, আর নিজের স্বামী হীনবংশজাত বলে প্রমাণিত হলে কোন স্ত্রী-ই তা মেনে নিতে পারে না সহজে।

তবু, এই আমি, রাজা ওয়াদিপাউস, নিজের প্রকৃত পরিচয় না জেনে ক্ষান্ত হব না। ভাগ্যের সন্তান আমি, প্রকৃতির আত্মজ। প্রকৃতির মতোই নিজস্ব পথ বেয়ে চলব আমি। তাতে যদি ফুলন্ত উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে যায় আমার মেদ-মজ্জা-হাড়—যাক। সর্বস্ব যাক, শুধু নিজেকে চেনাটুকু সম্পূর্ণ হোক আমার, শেষ হোক এই পরিচয় হীনতার অভিশাপ।

এক বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াদিপাউসের সামনে এসে দাঁড়াল কয়েকজন অনুচর। এই সেই মেষপালক, রাজা লেইয়াসের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর।

বৃদ্ধকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল অনুচররা। ওয়াদিপাউস ডেকে পাঠালেন করিন্থ থেকে আসা দূতটিকে। দূতটিকে যেতে দেননি তিনি, এই মুহূর্তটুকুর জন্যই তাকে রেখে দিয়েছিলেন অতিথি হিসেবে।

বৃদ্ধ কিছুটা বিভ্রান্ত। কিছুটা আতঙ্কিতও। ঠিক কোন্ উদ্দেশ্যে তাঁকে টেনে আনা হয়েছে রাজার সামনে, জানেন না তিনি।

ওয়াদিপাউসকে অভিবাদন জানিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল করিন্থের দূত। অস্থির ওয়াদিপাউস কোন ভূমিকা করলেন না। দূত কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই বললেন, রাজদূত, এই বৃদ্ধকে ভাল করে দেখে বলুন তো ইনিই সেই মেষপালক কিনা।

দূতটি তাকাল বৃদ্ধের দিকে। স্থিরদৃষ্টিতে বৃদ্ধও তাকে দেখছেন। তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বৃদ্ধকে দেখে দূত জানাল, হ্যাঁ মহারাজ, আমি নিশ্চিত—এই সেই মেষপালক।

অবশেষে সত্যের মোহনায়। সে সত্য কতটা রুদ্র, কত মর্মভেদী. জানেন না ওয়াদিপাউস। সর্বনাশের তূর্যনাদ তিনি শুনতে পাচ্ছেন

না অথবা সেই ঘোর রব শুনতে তিনি আগ্রহী নন। একটিমাত্র বিন্দুকে লক্ষ্য করে তিনি এগিয়ে এসেছেন এত দূর। সে বিন্দু এখন হাতের সীমায়। পরিচয়ের দুয়ার খোলার চাবিকাঠি হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ঐ বৃদ্ধ। দুয়ার খুলবেন ওয়াদিপাউস, প্রয়োজন হলে ভাঙবেন, ধ্বংস করবেন, তছনছ করে দেবেন আঘাতে আঘাতে।

বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে ওয়াদিপাউস বললেন, আমি যা যা জিজ্ঞেস করব, তার সঠিক উত্তর দিন। প্রথমে বলুন, আপনি একসময় লেইয়াসের ক্রীতদাস ছিলেন?

বৃদ্ধ বললেন, আমি তাঁর আশ্রয়েই থাকতুম, কিন্তু ক্রীতদাস ছিলুম না।

কী কাজ করতেন আপনি?

জীবনের বেশির ভাগ সময়টা আমি ভেড়া চরিয়েই কাটিয়েছি।

হুঁ। তা সাধারণত কোন্ অঞ্চলে ভেড়া চরাতে যেতেন?

সচরাচর ঐ সিথেরন পর্বতের দিকেই যেতুম, তবে কখনও-সখনও অন্যদিকেও যেতে হত বৈকি।

সিথেরন পর্বত! সূত্র খুঁজে পাচ্ছেন ওয়াদিপাউস। করিন্থের দূতটির দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন, আচ্ছা, এবার তাহলে বলুন তো এই লোকটিকে আপনি চেনেন কিনা? সিথেরন পর্বতের দিকে কখনও একে দেখেছিলেন কি?

দূতটির দিকে আবার চোখ ফেরালেন বৃদ্ধ। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে। তারপর বললেন, না মহারাজ, এঁকে তো আমি চিনতে পারছি না। কোনদিন দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না।

আশাহত দৃষ্টিতে দূতটির দিকে তাকালেন ওয়াদিপাউস। তাঁর চোখে নিভে-আসা আগুনের আঁচ ছিল। এবার কথা বলল রাজদূত, ওনার ভুলে যাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়, মহারাজ। দাঁড়ান, আমি ওনাকে মনে করতে সাহায্য করছি। বলতে বলতে বৃদ্ধের সামনে এসে দাঁড়াল দূত, আচ্ছা, সেই যে একবার সিথেরন পর্বতে ভেড়া চরাতে গিয়েছিলে তুমি, তোমার সঙ্গে ছিল দু দল ভেড়া, মনে

পড়ছে ? আমিও তখন ওখানে ছিলুম, তবে আমার ছিল মাত্র এক দল ভেড়া। বসন্ত থেকে শরতের পুরো ছটা মাস ওখানে কাটিয়ে শীতের গোড়ায় চলে গিয়েছিলুম আমি, আর তুমিও ফিরে এসেছিলে লেইয়াসের কাছে। কি, মনে পড়ছে এবার ?

বৃদ্ধের চোখে অপরিচয় কাটছে। বিস্মৃতির জাল কেটে ফুটে উঠছে স্মৃতির রেখা। মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সে তো অনেকদিন আগের কথা।

দূতটি উত্তর দিল, হ্যাঁ, অনেকদিন আগে। আচ্ছা, এবার বলো তো, তখন একটা বাচ্চা ছেলেকে আমার হাতে দিয়ে তাকে আমার নিজের ছেলে হিসেবে লালনপালন করার কথা তুমি আমাকে বলেছিলে কিনা।

এতদিন পরে হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ? বৃদ্ধ বিস্মিত।

কেন ? ওয়াদিপাউসের দিকে আঙুল দেখাল দূত—কারণ সেদিনের সেই শিশুটিই আজ তোমাদের রাজা।

খবর্দার। চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধ, ও-কথা আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ কোরো না ! সর্বনাশ হবে তোমার !

ওয়াদিপাউস এগিয়ে এলেন, না না, ওনাকে তিরস্কার করবেন না। এভাবে কথা বলার জন্য আপনারই তিরস্কৃত হওয়া উচিত।

কেন মহারাজ, কী অপরাধ করেছি আমি ?

শিশুটির ব্যাপারে আপনি কিছু বলছেন না কেন ? বলুন, আমি শুনতে চাই।

বলার কিছু নেই মহারাজ। ও-সব স্রেফ বাজে কথা।

ওয়াদিপাউসের চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল দুনিয়া-জ্বালানো ক্রোধ। টান টান চোয়ালে নির্মমতার স্ফুরণ। কঠিন স্বরে ওয়াদিপাউস বললেন, শুনুন বৃদ্ধ, আমি যেমন কোমল, তেমনি কঠিন। ভাল কথায় আপনি মুখ না খুললে আমি আপনার ওপর চরম নির্যাতন চালাতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হব না।

আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। যৌবনের সেই শক্তি আজ আর

নেই, বয়সের অমোঘ পীড়নে আজ তিনি নিতান্তই দুর্বল। আতঙ্কিত বৃদ্ধ আর্তনাদ করে উঠলেন, দয়া করুন মহারাজ, দয়া করুন। এই অসহায় বুড়োর ওপর অত্যাচার করবেন না।

ওয়াদিপাউস বেপরোয়া—এই, কে আছিস, এর হাত দুটোকে পিছমোড়া করে বাঁধ্ তো!

মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন বৃদ্ধ, হায় রে দুর্ভাগা! বলুন মহারাজ, কী জানতে চান আপনি?

আমি জানতে চাই সেই শিশুটিকে আপনি এই লোকটির হাতে তুলে দিয়েছিলেন কিনা।

হ্যাঁ, দিয়েছিলুম—বলতে বলতে কপালে করাঘাত করলেন বৃদ্ধ, ওহ্, সেদিনই কেন মৃত্যু হল না আমার।

এই থরোথরো মুহূর্তে কোন আবেগ, কোন সূক্ষ্ম অনুভূতিকে এতটুকুও মূল্য দিতে রাজি নন ওয়াদিপাউস। হিংস্র দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকালেন তিনি, কণ্ঠস্বর কঠিনতর—সত্য কথা না বললে আজ অন্তত মৃত্যু রেহাই দেবে না আপনাকে।

কী করে বলি মহারাজ! সে যে আমার মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর, মৃত্যুর থেকেও সর্বনাশা।

আ-চ্ছা! আমাদের খেলাতে চাইছেন আপনি?

বৃদ্ধ ছটফট করছেন। আতঙ্ক আর অন্তর্দাহ আর গোপন সত্যের প্রবল পীড়নে তিনি দিশাহারা। কোনমতে বললেন বৃদ্ধ, কেন মহারাজ, আমি তো স্বীকার করছি সেই শিশুটিকে আমি দিয়েছিলুম এর হাতে।

ওয়াদিপাউসের দুহাতে মুষ্টিবদ্ধ, কোথায় পেয়েছিলেন সেই শিশুকে? সে কি আপনারই সন্তান ছিল? উত্তর দিন।

না, আমার সন্তান নয়। আর-একজন ওকে দিয়েছিল আমার হাতে।

উত্তেজনায় কাঁপছেন ওয়াদিপাউস। মোহনা এখন খুব কাছে। জলধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন তিনি। আর কয়েক পা, স্রোতের টানে আর খানিকটা ভেসে যাওয়া এবং সেখানে গৈরিক তটভূমির বাঁধন

ভাঙচুর করে আলিঙ্গন জানানো প্রত্যাশিত সবুজ-সত্যকে। সামনেই সাগরসঙ্গম, বহু-প্রতীক্ষিত তার আকর্ষণ এবং শব্দ…

কে তাকে তুলে দিয়েছিল আপনার হাতে? এই থিবিসের কোন্ গৃহের সন্তান ছিল সে?

দু হাত তুলে আহত পশুর মতো জান্তব স্বরে মিনতি জানালেন বৃদ্ধ, ভগবানের দোহাই, মহারাজ, ভগবানের দোহাই, আর জানতে চাইবেন না!

শুনুন বৃদ্ধ—ওয়াদিপাউসের গলায় ঘাতকের জিঘাংসা—এ প্রশ্ন যদি দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে হয় আমাকে, তাহলে আপনার মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না।

বিবর্ণ, রক্তশূন্য বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলেন, মহারাজ, শিশুটি ছিল রাজা লেইয়াসের গৃহের।

রাজপ্রাসাদের? কোন ক্রীতদাসের সন্তান? নাকি রাজপরিবারের কোন আত্মীয়ের?

ওপর দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। হয়ত খোলা আকাশ খুঁজতে চাইলেন ঘোলাটে চোখে। আকাশ নেই! মাথার ওপর রাজপ্রাসাদের কঠিন আচ্ছাদন। হাহাকার করে উঠলেন বৃদ্ধ, হা ঈশ্বর, যে প্রশ্নটাকে আমি সবথেকে ভয় করে এসেছি এতদিন ধরে, অবশেষে তা শির উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে! ওহ্, ভগবান!

ওয়াদিপাউস বললেন, আমিও বোধ হয় এই প্রশ্নের উত্তরটাকেই সবথেকে ভয় করেছি এতদিন। তবু শুনতেই হবে আমাকে। বলুন বৃদ্ধ, কার সন্তান ছিল সে?

শুনেছি—প্রায় ফিসফিস করেন বৃদ্ধ—শুনেছি সে ছিল রাজা লেইয়াসেরই পুত্র…তবু…মহারানী জোকাস্তাই বোধহয় উত্তরটা সবথেকে ভালভাবে দিতে পারবেন, মহারাজ।

জো-কা-স্তা? অতিকষ্টে নামটা উচ্চারণ করেন ওয়াদিপাউস, শিশুটিকে কি জোকাস্তাই তুলে দিয়েছিল আপনার হাতে?

হ্যাঁ মহারাজ, তিনিই দিয়েছিলেন।

কিন্তু কেন?

শিশুটিকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি।

মা হয়ে সন্তানকে হত্যা করতে বলেছিলেন? কেন?

ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়ে।

কী ভবিষ্যদ্বাণী?

এর আগে আরেকবার শোনা কথাটা বৃদ্ধের মুখ থেকে আবারও শুনতে হল ওয়াদিপাউসকে—ঐ শিশু তার পিতাকে হত্যা করবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী।

মনের সবটুকু শক্তি সংহত করে শেষ প্রশ্নটি করলেন ওয়াদিপাউস, সে অভিশাপের কথা জেনেও শিশুটিকে আপনি এই লোকটির হাতে তুলে দিয়েছিলেন কেন?

কোন অতলান্ত করুণা অথবা বিষাদে নিমগ্ন হলেন - মায়া মহারাজ, মায়া। বড় মায়া জেগেছিল বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে, হত্যা করতে হাত ওঠে নি। ভেবেছিলুম এই লোকটি অনেক দূরে থাকে, ও যদি বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যায় তাহলে আর কোন বিপদ ঘটবে না। কিন্তু এখন দেখছি শুধু যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়ার জন্যেই বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ও। মহারাজ, ওর কথা মতো আপনিই যদি সেই শিশু হয়ে থাকেন, তাহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—এ দুনিয়ায় আপনার থেকে বেশি দুর্ভাগা আর কেউ নেই।

মোহনা। সাগরসঙ্গম। এখন আর কোথাও কোন জলধ্বনি নেই। অসত্য থেকে সত্যের আলোয়, যদিও এই ঘাতক আলো কোন ভোরের সূচক নয়, দিনের শেষ রশ্মিমাত্র। এই অন্তিম রশ্মিটি হাত ধরে নিয়ে যাবে দুর্ভেদ্য রাত্রির গহনতম বিন্দুতে, যেখানে সমগ্র অস্তিত্ব অন্ধ, বধির এবং সীমাহীন শূন্যতায় নিরুদ্দেশ। রাজা ওয়াদিপাউসের লক্ষ বছর লুকিয়ে-থাকা নিদ্রাবিহীন শঙ্খচূড় জাগছে। হারিয়ে গেছে পথ-চেনানো রাতজোনাকির ঝাঁক। ধুলোর ঝড়ে উড়ে গেছে আরতির নষ্টব্যথা, পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে সুখের সাকি রতি। গরলছন্দে জমে ওঠে উইয়ের ঢিপি এবং মানুষ নামক

এক ভাগ্যতাড়িত জীব ডুবে যায় বিষকীটের অতলান্ত দহে। গভীরতা যেখানে বেশি, ডোবার সম্ভাবনাও তো সেখানেই বেশি।

অবশেষে সেই বহু-প্রতীক্ষিত সত্য ধরা দিয়েছে হাতের মুঠোয়। ভবিষ্যদ্বাণী পরিণত হয়েছে বাস্তবে। লেইয়াস এবং জোকাস্তার সন্তান ওয়াদিপাউসই হত্যা করেছেন নিজের জন্মদাতা পিতাকে, শয্যাসঙ্গী হয়েছেন আপন জন্মদাত্রীর এবং তাঁর গর্ভে চারটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক অবৈধ বংশধারা!

শিথিল দুটি হাত দুদিকে প্রসারিত করে স্বগতোক্তি করলেন ওয়াদিপাউস—হে ভুবনভরানো আলোক, শেষবারের মতো দেখে নিতে দাও তোমাকে, এই চোখে শেষবারের মতো বুলিয়ে দাও তোমার পরশ! লজ্জা! লজ্জা! আর নয়, হে করুণাময় আলোকধারা, আর নয়! এই অভিশপ্ত ওয়াদিপাউস আর কখনও কলুষিত করবে না তোমার অমল সৌন্দর্যকে।

৬

খবরটা গোপন নেই। খবর ছোটে হাওয়ার বেগে। আর সে খবর যদি হয় এমন একটা সন্ত্রাসজাগানো খবর, তাহলে তার ছড়িয়ে পড়ার গতিবেগ বোধহয় আলোর গতিকেও হার মানায়।

বিস্ময়ে মূক থিবিসবাসীরা উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে এসেছে রাজপ্রাসাদের সামনে। দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে দিশাহারা অগণিত মানুষ তাদের রাজার ওপর দেশ বাঁচানোর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে ছিল। একবার ওয়াদিপাউস রক্ষা করেছিলেন থিবিসকে, আবার তিনিই এসে দাঁড়াবেন পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে—এই বিশ্বাসে স্বস্তি পেয়েছিল মানুষ। অথচ আজ....এই ভয়ঙ্কর সংবাদ···গভীর গভীরতম পাপ···স্বয়ং ওয়াদিপাউস অপরাধের কলঙ্ক নিয়ে নতশির··· কোথায় সান্ত্বনা খুঁজবে অগণিত থিবিসবাসী?

রাজপ্রাসাদের সামনে মানুষের ভীড়। আর ওদিকে তখন উন্মাদিনীপ্রায় জোকাস্তা ছুটে চলেছেন নিজের শয্যাকক্ষের দিকে। দুহাতে মাথার চুল ছিঁড়ছেন হতভাগিনী নারী। রাজপ্রাসাদের কর্মচারিরা বিমূঢ়। দুস্তর লজ্জা মাথায় নিয়ে শয্যাকক্ষে প্রবেশ করলেন জোকাস্তা এবং সশব্দে বন্ধ করে দিলেন কক্ষের দুয়ার। ঘরে এখন জোকাস্তা একাকিনী।

জোকাস্তা

নির্দয়, নির্মম ঈশ্বর, তুমি নিষ্প্রাণ, জড়, অচেতন নাম মাত্র, অন্যথায় আমার অভিশাপে চিরদিনের মতো মূক হয়ে যেতে তুমি। তোমাকে অভিশাপ দিতাম আমি, পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম অভিশাপ, কুৎসিততম, আমার তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা থেকে রেহাই পেতে না তুমি।

আহ্, লেইয়াস, স্বামী আমার, এ কোন্ অগ্নিকুণ্ডে আমাকে নিক্ষেপ করে গেলে তুমি! এতদিনের চেনা মানুষরা আজ আমার অচেনা। সব মিথ্যে, সবার হাতে বিষের পাত্র। প্রেম নির্বাসিত নরককুণ্ডে। ভালবাসা বিষধর কালসাপ। বিশ্বাস অলীক দিবাস্বপ্ন। নির্ভরতা পাপের কলুষে নিমজ্জিত।

স্বামী আমার, এই গর্ভে, আমার এই অভিশপ্ত গর্ভে নিজের মৃত্যুর বীজ নিজেই বুনেছিলে তুমি। সেই বীজ মহীরুহ হয়েছে, আমাদের অজান্তে, আহ্, আমরা জানতে পারি নি, আমরা জানতে পারি নি ঘাতকের অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসছে আমাদেরই....অক্ষম শব্দের দল, কী দিয়ে বোঝাবো সে আমার কে! কী করে উচ্চারণ করি সে আমার সন্তান! একদিন ভ্রূণাকারে সে চিনেছিল এই গর্ভ আমার, পুষ্ট হয়েছিল এই শরীরের গভীরে, তারপর একদিন সে নতুন করে চিনেছে এই শরীর, আদ্যন্ত, সবটুকু, আর···আর . আর··· ঈশ্বর, ধ্বংস হও, স্বামী—আহ্, কাকে সম্বোধন করি স্বামী বলে?

লেইয়াস, নিহত প্রিয়তম আমার, নাকি সে, আমার পলিনাইসেস ইটিওক্লেস আন্তিগোনে ইসমেনের জন্মদাতা, যে আমার শরীর চিনেছে সে, সেদিনের বীজ আজ নিজেই বীজবপনকারী। লজ্জা, লজ্জা! এক স্বামী থেকে জন্ম নিয়েছে আর-এক স্বামী, এক সন্তান জন্ম দিয়েছে আরও সন্তানের। পলিনাইসেস আমার পুত্র এবং একইসঙ্গে পৌত্রও! আন্তিগোনে আমার কন্যা, কিন্তু সে আমার পৌত্রীও তো! কাকে আমি কোন্ নামে চিহ্নিত করব, কোন্ সম্বোধনে?

এই ঘর এখন নির্জন। কেউ নেই, কেউ না, আমি শুধু একা। আমি, পৃথিবীর ইতিবৃত্তে বিচিত্রতম মানবী, রাজবধূ, রাজমাতা হয়েও সর্বস্বান্ত ভিখারিনী, সর্বনাশী, নিজের কাছে একলা। মানুষের কাছে আজ পরিত্যক্ত আমি।

কেউ পার পায় না। পৃথিবী কাউকে রেয়াৎ করে না। যার যা প্রাপ্য, তাকে তা পেতেই হয়। পাপ ক্ষমা পায় না। পাপের প্রাপ্য নির্মম শাস্তি! ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়ে আপন আত্মজকে নিজের হাতে তুলে দিয়েছিলুম ঘাতকের হাতে। তার শাস্তি আজ।

ঈশ্বর, তুমি এত রক্ত ভালবাসো?

এই চোখ আর কখনও দেখবে না আমার সন্তানদের। আমার পাঁচটি সন্তান · না না, চার, চারজন ওরা···ওদের আর আমি দেখব না কোনদিন। আমি মানবী নই, জননী নই, মূর্তিমতী বিভীষিকা। আর সে, সেই একজন, অনেক বড়, পাঁচজনের থেকে আলাদা, চোখের তারায় ছায়াপথ, সে আমার···পুত্র? না স্বামী? স্বামী না পুত্র? জানি না কোনদিন কোন নারী এ আগুন দেখেছে কিনা।

ভালবাসা, নির্বাসন তোর।

জীবন, শেষ দেখা আজ।

উন্মত্ত পশুর মতো অন্দরমহলের দিকে ছুটে গেলেন ওয়াদিপাউস। সভয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল কর্মচারি অনুচর প্রহরীরা। হিংস্র দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকালেন ওয়াদিপাউস। চিৎকার করে বললেন,

একটা তরবারি, কেউ একটা তরবারি দাও আমাকে।

কোন হাত এগিয়ে এল না। থিবিসের রাজপ্রসাদ মৌন, স্তব্ধ। পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন ওয়াদিপাউস, কোথায় গেল সেই স্ত্রী যে তার গর্ভে জন্ম দিয়েছে নিজের সন্তান আর স্বামীর? বলো সে কোথায়? জেনে রাখো সে আমার স্ত্রী নয়।

কোন মুখ থেকে উচ্চারিত হল না একটিও শব্দ। ক্ষিপ্ত আক্রোশে আর একটু এগিয়ে গেলেন ওয়াদিপাউস এবং তখনই তাঁর দৃষ্টিগোচর হল জোকাস্তার রুদ্ধদ্বার শয্যাকক্ষটি। ক্ষুধার্ত শার্দুলের মতো লাফ দিয়ে সামনে গেলেন ওয়াদিপাউস। তাঁর সেই চলনে প্রত্নপ্রস্তর যুগের কোন অর্ধমানবের প্রতিশোধস্পৃহা ছিল। অথবা কোন জীবন্ত আগ্নেয়-গিরি। ওয়াদিপাউস দেখলেন, জোকাস্তার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। পিছিয়ে এলেন। তারপর খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দরজার ওপর। প্রচণ্ড ধাক্কায় সশব্দে ভেঙে পড়ল দরজাটি। ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়েই উঠে দাঁড়ালেন ওয়াদিপাউস। সেই নারীকে তাঁর চাই, এখনই, এই মুহূর্তে। দুচোখে আগুন নিয়ে সামনে তাকালেন ওয়াদিপাউস আর পরমুহূর্তেই স্থির হয়ে গেলেন মাটির যন্ত্রণা বুকে নিয়ে।

চোখের সামনে দড়িতে ঝুলন্ত জোকাস্তার দেহ! গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন জোকাস্তা, শরীরটা দুলছে অল্প অল্প।

খানিক পরে সম্বিত ফিরল ওয়াদিপাউসের। গলা চিরে বেরিয়ে এল অমানুষিক আর্তনাদ। ছুটে গিয়ে ফাঁস খুলে নামিয়ে আনলেন জোকাস্তার শরীর। পরম যত্নে শুইয়ে দিলেন মাটিতে। সেই মুহূর্তে তাঁর হাতের ছোঁয়ায় সন্তানের শ্রদ্ধা ছিল নাকি স্বামীর অনুরাগ, বুঝতে পারেন নি জোকাস্তা। বোঝার মতো অবস্থায় তিনি ছিলেন না। কারণ পৃথিবীর যাবতীয় শোক-আঘাত-অভিশাপের জাল কেটে জোকাস্তা তখন পৌঁছে গেছেন সেই ধ্রুবসত্যের দেশে, চিরদিনের সংরক্ষিত অঞ্চলে। জোকাস্তা নেই।

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কর্মচারিরা। দুটি বিচিত্রতম

নারী-পুরুষকে দেখছে তারা। চোখে আতঙ্ক আর করুণা।

জোকাস্তার পোশাক থেকে একটি ব্রোচ খুলে নিলেন ওয়াদিপাউস। পোশাক আটকানোর এই ব্রোচটিতে রয়েছে একটি লম্বা মজবুত পিন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ থিবিসাধিপতি। দর্শকরা নির্বাক।

ওয়াদিপাউসের ব্রোচ ধরা হাতটি বিদ্যুতের মতো ছিটকে উঠল ওপরদিকে। আতঙ্কে বিবর্ণ দর্শকরা দেখল—ব্রোচের পিনটি আমূল বিদ্ধ হয়েছে ওয়াদিপাউসের ডান চোখে! হ্যাঁচ্‌কা টানে ব্রোচটা তুলে আনলেন থিবিসরাজ। অক্ষিকোটর থেকে উপড়ে বেরিয়ে এল চোখটা। গাল বেয়ে ঝরে পড়ল তপ্ত রক্তের ঢল। পরমুহূর্তেই বাঁ চোখে বিদ্ধ হল লৌহশলাকা এবং কোটরচ্যুত হল সে চোখটিও।

বীভৎস দৃশ্য! আত্মহননকারী এক নারীর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি পুরুষমূর্তি, শরীর টলছে, চোখ নেই, শুধু শূন্য কোটর থেকে অবিরাম বয়ে চলেছে শোণিত-প্রবাহ। উষ্ণ তরলে ভিজে যাচ্ছে মানুষটির সমস্ত শরীর। মূর্তিটি চিৎকার করে বলছে—অন্ধকার, এখন থেকে সব অন্ধকার! এই চোখ দেখেছিল এমন কিছু, যা দেখা তার উচিত ছিল না। এ-ই তার শাস্তি, এই ঘোর অন্ধকার। বলতে বলতে দুচোখে আবার আঘাত করলেন ওয়াদিপাউস, আবার, আবার। মুখভরা দাড়ি চটচট করছে রক্তে ভিজে। অজানা পাপের মাশুল দিয়েছেন মানুষটি। ডুবেছেন, কারণ গভীরতা ছিল বেশি।

রাজপ্রাসাদের বাইরে অপেক্ষমান জনতার সামনে এসে দাঁড়াল এক সংবাদবাহক। তাকে দেখেই জিজ্ঞাসায় মুখর হয়ে উঠল জনতা। পুরো ঘটনাটা বিবৃত করে সংবাদবাহক বলল, এই দুজনের জন্যেই এ দেশের বুকে নেমে এসেছিল দেবতার অভিশাপ। এখন দুজনেই শোধ করেছেন তাঁদের পাপের দেনা। একসময় দুজনেই ছিলেন সুখী, আর আজ—শুধুই চোখের জল আর দুর্ভাগ্য, মৃত্যু আর লজ্জা।

কিন্তু মানুষ এখনও অকৃতজ্ঞ নয়। এখনও বিশ্বাস আছে, ঔদার্যের

প্রতিদান আছে। তাই উপস্থিত জনতার মধ্যে থেকে প্রশ্ন ভেসে এল—আগে বলো ওনার যন্ত্রণা এখন কিছুটা কমেছে কিনা!

তা ঠিক বলতে পারছি না—সংবাদবাহক জানাল—উনি চিৎকার করছেন, গোটা থিবিসের সামনে মেলে ধরতে চাইছেন নিজের ভয়ঙ্কর মূর্তিটা। সম্ভবত থিবিস ছেড়ে চলে যাবেন উনি। লেইয়াসের হত্যাকারীকে উনি নিজেই যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেই অভিশাপে নিজেরই পরিবারকে অভিশপ্ত হতে দেখার জন্যে এখানে বসে থাকবেন না নিশ্চয়ই।

এ অবস্থায় কী করে যাবেন উনি?

তা বলতে পারছি না। তবে একা যেতে পারবেন না উনি, ওনার সঙ্গে কাউকে-না-কাউকে যেতেই হবে।

ঠিক তখন প্রাসাদের ভেতর থেকে টলোমলো পায়ে বেরিয়ে এলেন ওয়াদিপাউস। হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজছেন, এতদিনের চেনা পথ বাধা দিচ্ছে অচেনা হয়ে।

জনতা শিহরিত। নেত্রহীন রুধিরাক্ত একটি মানুষ তাদের সামনে, যে মানুষটি একদিন রক্ষা করেছিলেন থিবিস নগরীকে। সেদিন এই থিবিস নগরীকে রক্ষা না করলে এ দেশের রাজপদে অধিষ্ঠিত হতেন না তিনি আর রাজপদে অধিষ্ঠিত না হলে এই কলঙ্কিত বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হতে হত না তাঁকে। তাহলে হয়ত বেঁচে যেতেন মানুষটি!

কিন্তু, মানুষটি যে একা! তাঁর পুত্রকন্যারা, কেউ নেই এ-সময় দৃষ্টিহীন যন্ত্রণাকাতর মানুষটির পাশে? নাকি আকস্মিক আঘাতে তারা বিপর্যস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত?

শূন্যের উদ্দেশ্যে তখন বলে চলেছেন দৃষ্টিহীন ওয়াদিপাউস—আমার পদক্ষেপ এমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন? কোথায় হারিয়ে গেল আমার কণ্ঠস্বর? এ স্বর কি আমার? যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে কার অচেনা স্বর! জীবনজোড়া অভিশাপে কি ভেসে গেছে আমার যা-কিছু নিজস্ব সব? চারপাশে মেঘ শুধু মেঘ, সর্বগ্রাসী আঁধার আহ্, কি গভীর ক্ষত, কি দুরপনেয় যন্ত্রণা, আর স্মৃতি. আগমন স্মৃতি

ভুলতে-না-পারা স্মৃতির ঝাঁক।

জনতার মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, আপনার যন্ত্রণা আমরা বুঝতে পারছি, মহারাজ।

ওয়াদিপাউসের রক্তাক্ত মুখে ফুটে উঠল খুশির দীপ্তি, তোমরা আছো? আমার বন্ধুরা, আছো তোমরা? আঃ, এখনও আমার জন্যে রয়েছে তোমাদের বন্ধুত্ব! আমার দুচোখ জুড়ে এখন অপার অন্ধকার তবুও তোমাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি আমি।

হাহাকার ধ্বনিত হল একজনের গলায়, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর কাজ আপনি কী করে করলেন, মহারাজ? কী করে উপড়ে ফেলতে পারলেন চোখ দুটো? কোন অশুভ শক্তি ভর করেছিল আপনার ওপর?

হাসার চেষ্টা করলেন ওয়াদিপাউস, কিন্তু সে হাসিতে কান্নাই দৃশ্যমান হল—অ্যাপোলো, অ্যাপোলো। অ্যাপোলোই ভর করেছিলেন আমার ওপর। আমার এই সর্বস্ব হারানোর উৎস তিনিই, বন্ধুরা। তবে নিজের শরীরে আঘাত হেনেছি আমি নিজেই, এই ভাগ্যহত হাত দুটো দিয়ে। বলতে পারো তোমরা, কেন রাখব ঐ চোখ দুটো, কী দেখার জন্যে? এই পৃথিবীতে আমার দেখার জন্য কোন সৌন্দর্য তো আর অবশিষ্ট নেই।

জনতা নীরব। এই নির্মম সত্যের কোন উত্তর হয় না।

আর কিছু দেখার নেই, কিছুই নেই ভালবাসবার। —নিজের সঙ্গে কথা বলছেন দৃষ্টিহীন নৃপতি—চলে যাও, চলে যাও, দূরে, এ দেশ ছেড়ে অনেক দূরে। নির্বাসন। নির্বাসিত তুমি। ভয়ঙ্কর। অভিশপ্ত। আর ঘৃণা, শুধুই ঘৃণা। এত ঘৃণা কোন মানুষ পায় নি কোনদিন।

একটি আক্ষেপোক্তি কানে এল ওয়াদিপাউসের, হায় মহারাজ, এ-সব কথা যদি কোনদিন না জানতেন আপনি!

গলা ভেঙে এল ওয়াদিপাউসের, সেই মানুষটিকে অভিশাপ দিই আমি, যে আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়েছিল, রক্ষা করেছিল আমার জীবন। বড় নিষ্ঠুর ছিল তার সেই করুণা। যদি আমি মারা যেতাম সেদিন, তাহলে আজ এতবড় ক্ষতি আমার নিজেরও হত

না, আমার প্রিয়জনদের পড়তে হত না এই দুর্দশায়।

কথাটা কঠিন, কিন্তু সত্য। নির্বাক জনতা মেনে নিচ্ছে হতভাগ্যের আক্ষেপ। সেদিনের সেই শিশু জনহীন কোন প্রান্তরে নিহত হলে ভবিষ্যতে পিতার রক্তে হাত রাঙানোর সুযোগ সে পেত না, মানুষ তাকে চিহ্নিত করতে পারত না আপন জন্মদাত্রীর স্বামী হিসেবে। বেঁচে থাকার অভিশাপে আজ তিনি ঈশ্বরহীন, পরিত্যক্ত।

তবু মানুষের বুকে আজও সহানুভূতি, এখনও সমবেদনা। একজন বলে ওঠে, কিন্তু এ আপনি কী করলেন, মহারাজ? এই...... এই দৃষ্টিহীন জীবনের থেকে মৃত্যুও তো অনেক কাম্য ছিল!

হাসলেন ওয়াদিপাউস, আর কোন মন্ত্রণা দিয়ো না, বন্ধু। যা করেছি, তা ছাড়া অন্য কোন পথ আর ছিল না আমার।

ছিল না, সত্যিই ছিল না। দৃষ্টি যদি থাকত, অক্ষিকোটরে যদি অপলক জেগে থাকত সেই দুটি চোখ, তাহলে কবরের পথে হেঁটে চলার সময় জন্মদাতা পিতার তীব্র দৃষ্টি কী করে সহ্য করতেন ওয়াদিপাউস? কেমন করে মুখোমুখী হতেন অসুখী আত্মঘাতী মাতার করুণ চাউনির? ঐ দুটি মানুষের জীবন তো ছারখার করে দিয়েছেন তিনিই। অথবা তাঁর সন্তানেরা, পরম স্নেহের এক একটি আলোকোজ্জ্বল প্রদীপসম, ভালবাসার জীবনদায়ী উষ্ণতায় ঘেরা—এই চোখ মেলে তাদেরকে দেখার অধিকার যে আর নেই তাঁর। অথচ তারা তো নিষ্পাপ, পাঁক থেকে জাত পঙ্কজ, পৃথিবীর সমস্ত মানবশিশু যেভাবে জন্মায়, সে-ভাবেই জন্মেছিল তারা—এক পুরুষের ঔরসে, এক নারীর গর্ভ চিরে। হায় সে পুরুষ! হায় দুর্ভাগা নারী! পৃথিবীতে সব সন্তান কাম্য নয়। আত্মপরিচয়ের কি গভীর সংকট তাদের সামনে! কে তাদের জনক, কে-ই বা জননী—চিৎকার করে বলতে রুদ্ধ হবে কণ্ঠস্বর, লজ্জায় নতজানু হবে আত্মমর্যাদা, বিদ্রুপে বধির হবে কান। মানুষ সন্তান চায় নিজের তৃপ্তির জন্য, শারীরিক-মানসিক তৃপ্তি, যৌনসুখ এবং আপন সত্তার গভীর থেকে একটি নতুন প্রাণ সৃষ্টির উল্লাস, যা অপূর্ণ থাকলে ছেয়ে আসে ব্যর্থতার মেঘ, অহর্নিশি বুকের মধ্যে বজ্রপাত, 'চাই চাই

চাই ; সম্ভব-অসম্ভব যে-কোন উপায়ে, সৃষ্টি-সৃষ্টি খেলা, অথবা উন্মত্ততা, যেন আর কিছুই সৃষ্টি করার নেই জীবনের পরিসীমায়, অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, অন্য কোথাও কোন সার্থকতা নেই। একটি নতুন প্রাণ নিয়ে আসে সার্থকতার স্বাদ, জয়ের গর্ব, সৃষ্টির তৃপ্তি এবং আত্মসুখ। অথচ, হায় আত্মমগ্ন মানুষ,একটি বারের জন্যেও বিবেচিত হয় না ভবিষ্যতের মানব শিশুটির সুখ-অসুখ, দুঃখ-যন্ত্রণা অথবা পরিচয় অপরিচয়ের কথামালা। দুটি নারী-পুরুষের শারীরিক-মানসিক পূর্ণতা তার অনিবার্য ফসল তৃতীয় জনের জীবনে ডেকে আনতে পারে কত গভীর শূন্যতা, কী ভয়ঙ্কর অভিশাপ সে হিসেবে চোখ রাখতে শেখে না নেশায় বুঁদ মানুষ। আত্মসুখ, আত্মসুখ। আত্মসুখই শেষ কথা।

সেই আত্মসুখের ফসল চারটি সন্তান। তাদের মুখে উষালগ্নের দ্রুপদী সৌন্দর্য্য। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের সামনে দাঁড়ানোর অধিকার হারিয়েছেন হতভাগ্য পিতা।

কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়, এটুকুই তো সব নয়! বিশাল এ ধরিত্রীর কোন কিছুই দেখার অধিকার হারিয়েছি আমি আজ। এই থিবিস, আমার জন্মদাত্রী এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, তার যাবতীয় দুর্গ, মন্দির দেবমূর্তি—কিছুই আর দর্শনযোগ্য নয় আমার। এই থিবিস আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, লালন করেছে, আমি তার রাজপুত্র, রাজা এবং অবশেষে প্রমাণিত বিষাক্ত ক্ষত হিসাবে, পাপের নির্মাতা—আমি, লেইয়াস পুত্র ওয়াদিপাউস। উপায় থাকলে ছিঁড়ে ফেলতাম শ্রবণেন্দ্রিয়, রুদ্ধ করে দিতাম শব্দের এই অবিরাম স্রোত। দৃশ্য-শব্দহীন কোন কারাগারে বন্দী করে রাখতাম অস্তিত্বকে। সেখানে আর নতুন করে আক্রমণ হানতে পারত না যন্ত্রণার কোন সৈন্যদল, হয়ত ভালো থাকতাম, শান্তিতে।

আহ্, সিথেরন, সিথেরন পর্বতমালা, কেন সেদিন আমাকে ঠাঁই দিয়েছিলে নিজের বুকে? কেন সেদিন, হে বিস্তৃত পর্বতমালা, কেন হত্যা করো নি আমাকে। যদি করতে, আমি কৃতজ্ঞ থাকতাম।

করিন্থ, করিন্থ! আমার পালকভূমি। পলিবাস মেরোপি। পিতা-

মাতা বলে জেনে এসেছি যাঁদের—কী দূষিত স্তন লালন করেছেন আপনারা।

ফোকিসের তিনরাস্তার মোড়, মনে পড়ে আমাকে? এই আমি তোমার মাটি ভিজিয়েছিলাম তাজা রক্তে আমার জন্মদাতার রক্ত। সেই রক্তের স্বাদ পেয়েও কেন তুমি যেতে দিয়েছিলে আমাকে?

আর, আর সেই শয্যা, দাম্পত্যশয্যা, যে শয্যা জন্ম দিয়েছিল আমার এবং যে শয্যা এই আমার থেকেই জন্ম দিয়েছে নতুন প্রাণ, নতুন জীবন, একই পুরুষের মধ্যে পৃথিবী দেখেছে পিতা-পুত্র-ভ্রাতাকে, একই নারীর মধ্যে জায়া-জননী-ভ্রাতৃবধূকে। এত পাপ, এত পাপ, এত পাপ!

জনতাকে উদ্দেশ্য করে কথা বললেন ওয়াদিপাউস, আমাকে তোমরা নিয়ে চলো এখান থেকে। অনেক দূরে কোথাও পাঠিয়ে দাও অথবা হত্যা করো, কিংবা পৌঁছে দাও সমুদ্রের সামনে, আমি আশ্রয় নিই সমুদ্রের গভীরে। জানি, আমি অভিশপ্ত। তবু আমার এই অনুরোধ-টুকু রক্ষা করো তোমরা।

উপস্থিত জনতা তখন নড়েচড়ে দাঁড়াচ্ছে, কারণ বলিষ্ঠ পায়ে হেঁটে আসছেন রক্ষীপরিবৃত ক্রেওন।

একজন বলে উঠল, মহারাজ, ক্রেওন আসছেন। এখন যা করার তিনিই করবেন, কারণ আপনার জায়গায় তিনিই এখন এদেশের রক্ষাকর্তা।

বিষণ্নকণ্ঠে ওয়াদিপাউস বললেন, ক্রেওন আসছে? ওকে এখন কী বলব আমি? কী করে দেখাব এ মুখ? এখন তো সবই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভিত্তিহীন অভিযোগ তো আমিই এনেছিলাম ওর বিরুদ্ধে।

এগিয়ে এলেন ক্রেওন। স্পষ্টগলায় বললেন, না ওয়াদিপাউস, আমি তোমাকে বিদ্রূপ করতে আসি নি। অতীতের ভুলত্রুটি নিয়ে তিরস্কার করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমার পাপ বহন করার সাধ্য এ পৃথিবীর।

রক্ষীদের উদ্দেশ্য করে ক্রেওন বললেন, ওকে এখনই ওর গৃহে পৌঁছে দিয়ে এসো। ওর সন্তানদের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

ক্রেওন, তুমি যদি এতই মহৎ, এতই উদার, তাহলে শুধু একটা প্রার্থনা পূর্ণ করো আমার। জেনো তাতে তোমারই মঙ্গল।

বলো। সাধ্যে কুলোলে পূরণ করার চেষ্টা করব।

আকুল আর্তি ফুটে উঠল ওয়াদিপাউসের গলায়, নির্বাসন দাও ক্রেওন, এই থিবিস থেকে এখনই নির্বাসন দাও আমাকে। পাঠিয়ে দাও এমন কোথাও, যেখানে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, কথা বলার জন্য থাকবে না কোন মানুষ।

ক্রেওন অবিবেচক নন। সে ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন আগেই। তবে তা করার আগে দেবতার অনুমতি নেওয়া দরকার।

ওয়াদিপাউস বিস্মিত, আর কি তার কোন প্রয়োজন আছে, ক্রেওন? তিনি তো বলেই ছিলেন—পিতৃহন্তাকে ধ্বংস করো। সেই পিতৃহন্তা তো আমিই!

ক্রেওন বললেন, হ্যাঁ, তা বলেছিলেন। তবু যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তাঁর নির্দেশ জানাটা জরুরী বলেই মনে করি আমি।

আমার মতো হতভাগ্যের জন্য আবার তুমি নির্দেশ চাইতে যাবে দেবতার কাছে?

ক্রেওনের গলায় দৃঢ়তার আভাস, অবশ্যই। আর তোমারও এখন তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখা উচিত।

অস্বীকার করতে পারছেন না ওয়াদিপাউস। কিন্তু দেবতার নির্দেশে যা-ই বলা হোক, ক্রেওনের কাছে তাঁর কিছু প্রার্থনা আছে। প্রথমত সেই নারী, যাঁর মৃতদেহ এখন এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে শয়ান, তাঁর শেষকৃত্যটা যেন সম্পন্ন করেন ক্রেওন? যেমনভাবে খুশি, যে-ভাবে ইচ্ছে। আর এই থিবিস, ওয়াদিপাউসের পিতার স্বদেশ, ওয়াদিপাউসকে আশ্রয় দিয়ে তার সর্বনাশ যেন ডেকে না আনেন ক্রেওন। তাঁকে যেতে দেওয়া হোক পাহাড়ে কন্দরে, সেখানেই মৃত্যু

এসে গ্রাস করুক অভিশপ্ত জীবনটিকে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন তিনি, সাধারণ কোন ব্যাধি অথবা আঘাতে মৃত্যু ধরা দেবে না তাঁর কাছে। মৃত্যুর কোন বিচিত্র রূপ সামনে অপেক্ষমান, তার আবাহনে এগিয়ে যেতে দেওয়া হোক তাঁকে। ছেড়ে দেওয়া হোক তাঁকে ভবিতব্যের হাতে।

কিন্তু, কিন্তু ক্রেওন—ভেঙে এল কণ্ঠস্বর, আবেদনে নত হলেন ওয়াদিপাউস ভিক্ষার ভঙ্গীতে—আমার যা হয় হোক, কিন্তু আমার সন্তানরা, ক্রেওন, আমার সন্তানদের যেন কোন ক্ষতি না হয়। পুত্রদের জন্য ভাবি না। পুরুষ ওরা, যে-কোন জায়গায় থাকতে পারবে, সংগ্রহ করে নিতে পারবে জীবনের রসদ। কিন্তু আমার অনাথ কন্যারা, আমার আন্তিগোনে, আমার ইসমেনে, বরাবর ওরা আমার পাশে পাশে থেকেছে, লালিত হয়েছে নির্ভরতার ছত্রছায়ায়। ওদের তুমি দেখো, ক্রেওন, রক্ষা করো ওদের। আর........

থামলেন ওয়াদিপাউস। সংযত করার চেষ্টা করলেন নিজেকে অথবা উদ্বেল পিতৃহৃদয় প্রকম্পিত হল, কিংবা মাটির ঘ্রাণে আত্মজ-আত্মজাদের আশ্চর্য সৌরভ। আঁখিহীন অক্ষিকোটরে রক্তের সঙ্গে অশ্রুধারা এবং ওয়াদিপাউস রাজদ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী—একবার, শুধু একবার ওদের স্পর্শ করতে দাও আমায়, ক্রেওন, একবার! দয়া করো, রাজন্, হে, মহৎ, হে উদার, দয়া করো আমাকে! একবার ছুঁয়ে দেখতে দাও ওদের!

রক্ষীদের ইঙ্গিত করলেন ক্রেওন। ভিতরে গেল রক্ষীরা। নিয়ে এল ওয়াদিপাউসের দুই কন্যা আন্তিগোনে আর ইসমেনেকে। তাদের পায়ের শব্দ চাপা কান্না আর অলঙ্কারের মৃদু আওয়াজ সচকিত করে তুলল দৃষ্টিহীন ওয়াদিপাউসকে। এ কাদের অস্তিত্ব ঘোষণা? চারপাশে এত পরিচিত সৌরভ কিসের?

উদ্বেল ওয়াদিপাউস বলে উঠলেন, এ কিসের শব্দ, ক্রেওন, কাদের পদধ্বনি? কারা কাঁদছে? আমার কন্যারা? ক্রেওন, ওদের কি নিয়ে এসেছ তুমি? বলো ক্রেওন, এ কি সত্য?

ক্রেওন উত্তর দিলেন, সত্য, ওয়াদিপাউস। ওরা তোমার কত প্রিয়, আমি জানি। তাই আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম রক্ষীদের। ওরা এসেছে।

তোমার মঙ্গল হোক ক্রেওন, সুখী হও তুমি—বলতে বলতে দুহাত বাড়িয়ে কন্যাদের খুঁজলেন হতভাগ্য পিতা—কোথায়, কোথায় তোরা? কাছে আয়, ওরে একবার শুধু বুকে আয় আমার! চেয়ে ছাখ, এই দুটো প্রতীক্ষারত হাত তোদের ভ্রাতার হাত, এই হাত উপড়ে ফেলেছে সেই দুটো উজ্জ্বল চোখ যে চোখ তোদের পিতার। তোদের পিতা, ওরে, তোদের পিতা তোদের জন্ম দিয়েছিল আপন জন্মদাত্রীর গর্ভে!

কাঁদছে আন্তিগোনে, কাঁদছে ইসমেনে। স্নেহময় পিতার ভালবাসায় আর্দ্র দুটি চোখ আজ কোন্ অন্ধকারে পলাতক। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল দুই ওয়াদিপাউস-দুহিতা।

ওয়াদিপাউসও কাঁদছেন। কান্নার স্রোতধারায় মিশে যাচ্ছে নিষ্প্রভ বর্ণমালা—তোদের দেখার শক্তি হারিয়েছি আমি। আর কোনদিন আমি দেখতে পাব না তোদের। মানুষের এই নিষ্ঠুর জগতে কি ভয়ঙ্কর ভবিতব্যের হাতে আমি তোদের রেখে গেলুম! থিবিস নগরীর কোন উৎসবে-অনুষ্ঠানে ঠাঁই হবে না তোদের, আনন্দে বঞ্চিত হয়ে চোখের জল ফেলবি ঘরে বসে। আর, আহ্, আহ্, কে তোদের বিবাহ করবে? এত দুঃসাহস কার আছে? সারা দুনিয়া তোদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—এদের পিতা হত্যা করেছিল নিজের পিতাকে, বিবাহ করেছিল আপন মাতাকে আর সেই মাতার গর্ভেই জন্ম দিয়েছিল এদের। আছে কি এমন কোন যুবক, যে এ-কথা জেনেও বিবাহ করবে তোদের? নেই, হায়, একজনও নেই! অনূঢ়াই থেকে যাবি তোরা, সারাটা জীবন কেটে যাবে সন্তানহীন।

শরীর কাঁপছে অন্ধ মানুষটির। পরাজিত তিনি, অসহায়। আবার ক্রেওনের দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, ক্রেওন, এখন তুমিই এদের পিতা, এদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। এদের জননী মৃত, জন্মদাতাও

শুভর। অনূঢ়া থাকলেও এরা যেন নিঃসহায় না হয়। এদের দয়া কোরো ক্রেওন। চেয়ে ছাখো, ফুলের মতো কোমল ওরা। বিশ্বস্ত বন্ধু আমার, কথা দাও। কথা দাও তুমি ওদের ভার নেবে। কন্যারা আমার, প্রার্থনা কর তাদের জীবন যেন অন্তত তাদের এই পিতার জীবনের মতো সর্বহারা না হয়। মঙ্গল হোক তাদের।

অবরুদ্ধ আবেগ হাহাকার করে অবিরাম। ক্রেওন বলে ওঠেন, অনেক হয়েছে, আর নয়। আর চোখের জল ফেলো না। এবার ঘরে যাও।

পারছি না, তবু মেনে নিচ্ছি।

তা ছাড়া উপায় কী বলো—সান্ত্বনা দেন ক্রেওন।

কিন্তু আমার প্রার্থনা, ক্রেওন? ওয়াদিপাউস ব্যাকুল।

কোন্ প্রার্থনা?

ওয়াদিপাউস বললেন, আমাকে নির্বাসনে পাঠানোর প্রার্থনা!

ক্রেওন উত্তর দিলেন, সে অধিকার আমার নেই, একমাত্র ঈশ্বরই পারেন সে আদেশ দিতে।

আর্তনাদ করে ওঠেন ওয়াদিপাউস, তাহলে ঈশ্বর তো আমায় পরিত্যাগ করেছেন, ক্রেওন!

থমকে গেলেন ক্রেওন। একটু ইতস্তত করলেন! তারপর ধীর-কণ্ঠে বললেন, সেক্ষেত্রে অবশ্য তোমায় নির্বাসনে পাঠানো যায়।

অঙ্গীকার করছ?

কথায় কথায় অঙ্গীকার করা আমার স্বভাব নয়, ওয়াদিপাউস।

আমি জানি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করবে। তাহলে এখন আমায় প্রাসাদে নিয়ে চলো ক্রেওন।

ক্রেওন ডাকলেন, এসো। কন্যাদের ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে চলো।

আর্তনাদ করে উঠলেন সর্বস্বান্ত পিতা, না না ক্রেওন, ওরা থাক, আমার কাছেই থাক ওরা।

ক্রেওনের গলায় বিরক্তি—আঃ, সব জায়গায় প্রভুত্ব ফলাতে

চেয়ো না। তোমার যাবতীয় প্রভুত্বই আজ ভূলুণ্ঠিত।

মানুষের দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠল থিবিসের বাতাস। চোখজোড়া সাগর নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আন্তিগোনে আর ইসমেনে। ক্রেওনের নির্দেশমতো রক্ষীদের হাত ধরে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললেন ক্ষমতাচ্যুত রাজা ওয়াদিপাউস।

৭

তুমি ছিলে অনেক বড়, অনেকের চেয়ে বড়, তোমার উচ্চতা মাপার জন্যে দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে হত রোহিণী নক্ষত্রের আলোক-বিন্দু পর্যন্ত, সিথেরন পর্বতমালাকে মনে হত অনুচ্চ টিলা। তোমাকে বড় দেখতে সুখ ছিল, তৃপ্তি ছিল। সুখ, তৃপ্তি আর গর্ব : তুমি বড়, তুমি অনেক ওপরে। সঙ্গীতের মূর্ছনায় ভাস্বর ছিল তোমার পরিচয়, কাব্যের হরফে ছিল প্রতিচ্ছবি। তুমি ছিলে অনন্য, একমাত্র।

সেই তুমি আজ পথের ধুলোয়। তুমি ছোট হয়ে গেলে। তোমাকে খুঁজতে হলে আজ চোখ নামাতে হয় নীচের দিকে। অসংখ্য সাধারণের একজন তুমি। সুখ-তৃপ্তি-গর্ব মুখ থুবড়ে মুমূর্ষু। কোন বৈশিষ্ট্য নেই, নিজস্ব দীপ্তি নেই। সঙ্গীত আর তোমার পরিচয় ঘোষণা করে না, কাব্যে তুমি পরিত্যক্ত। পৃথিবীর জীয়নখেলায় আর কোন ভূমিকা নেই তোমার।

এক থেকে বহু হয় মানুষ। অন্তিমে কিন্তু অপেক্ষা করে এক থেকে শূন্য হওয়ার অঙ্কটাই।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর কিছুদিন থিবিসেই বসবাস করেছিলেন ওয়াদিপাউস। উপায় ছিল না, কারণ তিনি আর স্বাধীন নন। থিবিসের রাজপ্রাসাদ তাঁর কাছে বিভীষিকা। ঐ প্রাসাদের অসংখ্য দেয়ালে তাঁর শ্বাস নেওয়া কঠিন। তবু থাকতে হয়েছে

পরনির্ভর মানুষটিকে।

ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে তখন ক্রেওন। রাজা না হয়েও তিনি রাজ্যের প্রধান। তাঁর পাশাপাশি দুজন যুবকের নামও তখন আলোচিত হচ্ছে দেশ জুড়ে—পলিনাইসেস আর ইটিওক্লেস। প্রাক্তন নৃপতি ওয়াদিপাউসের দুই পুত্র গুরুত্ব পাচ্ছে দেশের রাজনীতিতে।

ওয়াদিপাউস ডুবে থাকেন নিজের গভীরে। নিজেকে চেনার চেষ্টা, নিজের মুখোমুখী দাঁড়ানোর দুরূহ প্রয়াস। কাছে কাছে থাকে আন্তিগোনে। হতভাগ্য পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যতটুকু সম্ভব ঘিরে রাখতে চায়। কনিষ্ঠা ইসমেনেকেও কাছে পান ওয়াদিপাউস।

আর ঠিক এমনি সময়েই ক্রেওন একদিন ঘোষণা করলেন—এবার দেশত্যাগ করে নির্বাসনে যেতে হবে ওয়াদিপাউসকে। ঘোষণা করার আগে ক্রেওন মতামত চেয়েছিলেন পলিনাইসেস আর ইটিওক্লেসের কাছে। সম্মতি জানিয়েছিল ওয়াদিপাউসের দুই পুত্রই। আন্তিগোনে-ইসমেনের সম্মতি-অসম্মতি নিয়ে মাথা ঘামান নি ক্রেওন, কেননা তা অপ্রয়োজনীয়।

নির্বাসনের পথে একা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল দৃষ্টিহীন মানুষটিকে। সঙ্গী নেই, অবলম্বন নেই। আন্তিগোনে সঙ্গী হতে চেয়েছিল পিতার দেশান্তর যাত্রার। অনুমতি দেন নি ক্রেওন। প্রতিবাদ করেনি আন্তিগোনের দুই ভ্রাতা। অন্ধ, অসহায় মানুষটি অন্ধকার পথে যাত্রা শুরু করার আগে অভিশাপ দিয়েছিলেন দুই পুত্রকে। তারপর অসংখ্য থিবিসবাসীর নীরব দৃষ্টির সীমানা পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিলেন এক করুণতম নির্বাসনের পথে।

চলে গিয়েছিলেন ওয়াদিপাউস, কিন্তু থিবিসের রাজপ্রাসাদে বসে প্রতিনিয়ত তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়েছে একটি মন, এক মানবী: ওয়াদিপাউস-দুহিতা আন্তিগোনে। ক্রেওনের বাধা, দুই অগ্রজের অসম্মতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘনিয়েছে তার চেতনায়।

প্রতিবাদ পরিণত হয়েছে প্রতিরোধে। অনুতাপে অনুশোচনায় দগ্ধ অসহায় জন্মদাতার ছবি বুকে নিয়ে বিদ্রোহিনী হয়েছে থিবিসকন্যা আন্তিগোনে। একমাত্র ইসমেনেকে জানিয়ে একদিন গোপনে রাজ-প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এসেছে সে। পায়ে পায়ে পথ খুঁজেছে। পেরিয়ে গেছে থিবিসের সীমানা এবং পৃথিবীর বিস্তীর্ণ মেঠো পথে একদিন সেই দৃষ্টিহীন পথিকের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছে—আমি এসেছি, পিতা। আমি আন্তিগোনে।

কেঁপে উঠেছে বুভুক্ষু পিতৃহৃদয়, আবেগে রুদ্ধ হয়েছে কণ্ঠস্বর। অশক্ত দুটি হাতে মহাশূন্য সরিয়ে কন্যার অবয়ব স্পর্শ করেছেন ওয়াদিপাউস। কম্পিত ওষ্ঠপ্রান্তে উচ্চারিত হয়েছে একটি মাত্র অতিপ্রিয় শব্দ—আন্তিগোনে! আন্তিগোনে!

অবলম্বন খুঁজে পেয়েছেন দৃষ্টিহীন ওয়াদিপাউস। পিতার পথ-চলার সঙ্গী হয়েছে আন্তিগোনে।

অনেক দিন অনেক রাত। চলতে চলতে অনেক দূর। করিন্থ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনে বেরিয়ে থিবিসে পৌঁছোনোর পথে অনেক হেঁটে ছিলেন ওয়াদিপাউস। তখন তিনি সদ্যযুবক। শক্তির বলিষ্ঠ আধার। আজ তিনি জরাজীর্ণ, ভাঙাচোরা মানুষ। পথশ্রম ক্লান্ত করছে তাঁকে। আর রাজপ্রাসাদের সুখভোগে আজন্ম অভ্যস্ত আন্তিগোনে, সে-ও ক্লান্ত, কিন্তু বিধ্বস্ত নয়।

থামলেন ওয়াদিপাউস। একটি হাত আন্তিগোনের কাঁধে। বললেন, আমরা এখন কোথায় এসেছি, আন্তিগোনে? এটা কোন্ দেশ? চল, কোথাও একটু বসে খোঁজ নিই।

আন্তিগোনে জানাল, অনেক দূরে কোন একটা নগরীর প্রাকার দেখা যাচ্ছে, পিতা। চারদিকে জলপাই গাছ আর দ্রাক্ষালতার সমারোহ। গাছের ডালে ডালে গায়ক পাখিদের সুরেলা কূজন। একপাশে একটা বড় পাথর। পাথরটার ওপরে ওয়াদিপাউসকে বসাল আন্তিগোনে। অন্ধ মানুষটির পরিচর্যায় এখন সে যথেষ্টই অভ্যস্ত।

দীর্ঘ পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম পেয়ে স্বস্তিবোধ করলেন ওয়াদি-পাউস। আন্তিগোনে বলল, আমরা বোধহয় এথেন্সের কাছাকাছি কোন জায়গায় এসে পড়েছি, পিতা।

ওয়াদিপাউস ঘাড় নাড়লেন, হতে পারে। রাস্তায় আসার সময় যাদের সঙ্গে দেখা হল, তাদের মুখে বারবার এথেন্সের নামটা শুনেছি বটে। আচ্ছা এখানে আশপাশে কোন লোকজন কি আছে?

ভাল করে চারপাশটা দেখল আন্তিগোনে। না, কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এই নির্জন প্রান্তরে পিতাপুত্রী নিঃসঙ্গ।

খানিক পরে জঙ্গলের শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ শুনে সচকিতে চোখ তুলল আন্তিগোনে। হ্যাঁ, একজন মানুষ এগিয়ে আসছে।

পিতা, একজন লোক এদিকেই আসছে।

কে, কোথায়? এই যে, শুনছেন!

ওয়াদিপাউসের ডাক শুনে সামনে এসে দাঁড়াল মানুষটি। ওয়াদিপাউস বললেন, শুনুন, এটা···

তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে লোকটি বলে উঠল, প্রশ্ন পরে করবেন, আগে আপনি উঠে আসুন ওখান থেকে। ও জায়গাটায় যাওয়া মানুষের পক্ষে নিষিদ্ধ।

কেন? জানতে চাইলেন শঙ্কিত ওয়াদিপাউস।

ও জায়গাটা হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর বোনেদের, যারা পৃথিবী আর রাত্রির মেয়ে। এখানকার লোকেরা তাদেরকে 'সর্বদর্শী নিমন্ত্র শক্তি' বলে ডাকে।

হাসলেন ওয়াদিপাউস, তাহলে তো আমার ওপর তাঁদের করুণাই হবে।

এ-কথার অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধার করা লোকটির পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এ-কথার গভীর স্তরে লুকিয়ে আছে ওয়াদিপাউসের দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত। লোকটির কাছে ওয়াদিপাউস জানতে চাইলেন এটা কোন্ জায়গা। কৌতূহলী দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকাল আন্তিগোনে।

আগন্তুক বলল, এই গোটা অঞ্চলটাই আমাদের কাছে পবিত্র। এ অঞ্চলের রক্ষাকর্তা হচ্ছেন সেই ভয়ঙ্কর সাগরদেবতা পোসাইডন আর প্রমিথিয়ুস যিনি স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিলেন মানুষের জন্যে। আর ঐ যে জায়গাটায় আপনি পা রেখে বসে আছেন, ওখানটা হচ্ছে আমাদের দেশের পবিত্র প্রবেশমুখ, গৌরবময় এথেন্সের সূচনাবিন্দু। সেই প্রথম নাইট কলোনসের নামে এ জায়গাটার নাম রাখা হয়েছে কলোনা। লোকজনের বসতিও আছে এখানে।

ওয়াদিপাউস জানতে চাইলেন, এখানে কোন রাজা আছেন, নাকি গণতন্ত্রই চালু আছে ?

প্রয়াত রাজা ঈজিয়ার পুত্র থেসেউসই এখন এখানকার শাসক।

থেসেউসকে তাঁর কাছে নিয়ে আমায় অনুরোধ করলেন ওয়াদিপাউস। তাঁকে সামান্য সাহায্য করে নিজে অনেক বেশি লাভ-বান হতে পারবেন থেসেউস। শুনতে শুনতে ব্যঙ্গের আভাস ফুটল লোকটির ওষ্ঠপ্রান্তে। একজন অন্ধের কাছ থেকে কী এমন লাভের আশা করা যেতে পারে ? তবু ওয়াদিপাউসের অনুরোধে রাজি হল সে। বলে গেল—বেশ, কলোনার লোকেদের খবর দিতে যাচ্ছি আমি। তারাই ঠিক করবে রাখা হবে না চলে যেতে বলা হবে। ততক্ষণ এইখানেই অপেক্ষা করুন আপনি।

জলপাই গাছ আর দ্রাক্ষালতার ছায়ায় ছায়ায় আঁকাবাঁকা পথে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটি।

পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে ওয়াদিপাউস প্রশ্ন করলেন, লোকটি কি চলে গেছে, আন্তিগোনে ?

হ্যাঁ পিতা। এখানে এখন আপনি আর আমি ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই। কিছু বলবেন ?

হ্যাঁ, বলবেন ওয়াদিপাউস। অসহায় জীবনের একমাত্র সঙ্গী প্রাণাধিক আত্মজার কাছে কিছু গোপন কথা বলে যাবেন তিনি।

অন্ধ ওয়াদিপাউসের স্মৃতির চোখ ফিরে যাচ্ছে অনেক বছর আগের

সেই ভয়ঙ্কর দিনটিতে। করিন্থের রাজপ্রসাদ ছেড়ে সেদিন তিনি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অ্যাপোলো-মন্দিরের সামনে আর তখনই তাঁকে শুনতে হয়েছিল সেই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী—তুমি তোমার পিতাকে হত্যা করবে, বিবাহ করবে আপন মাতাকে এবং জন্ম দেবে এক অবৈধ বংশধারার। কথাটা আজ সবার জানা এবং বাস্তব তা প্রমাণ করেছে বর্ণে বর্ণে।

কিন্তু অ্যাপোলোর ভবিষ্যদ্বাণীতে আরও কিছু কথা ছিল। ওয়াদিপাউস শুনেছিলেন সেই কণ্ঠস্বর—যখন তুমি পৌঁছবে তোমার স্বস্থানে, আশ্রয় পাবে শ্রদ্ধেয় শক্তির, তখন তোমার সমস্যাদীর্ণ জীবন শেষ হবে আশ্রয়দাতা মানুষদের আশীর্বাদ জানিয়ে এবং অভিশপ্ত হবে তারা যারা তোমাকে নির্বাসন দিয়ে পাঠিয়ে দেবে অনির্দিষ্ট যাত্রায়।

ওয়াদিপাউস নিশ্চিত—এ-ই সে জায়গা। এখানেই বিশ্রাম পেয়েছেন তিনি, আশ্রয়ও পাবেন এখানেই এবং এখানকার বাতাসেই একদিন মিশে যাবে তাঁর শেষ নিশ্বাস। আর নয়, আর নয়। এবার প্রসন্ন হোন, হে সর্বশক্তিমান, এবার এই হতভাগ্যের জন্য পাঠান আপনার অন্তিম পরোয়ানা।

সবটুকু শুনল আন্তিগোনে। পিতার কথায় এক অজানা দিগন্তের উন্মোচন ওর সামনে। কিন্তু চিন্তার অবকাশ নেই, কারণ ঝরাপাতায় তখন মানুষের পদধ্বনি। অনেক মানুষ এগিয়ে আসছে এদিকে। ওয়াদিপাউস প্রতীক্ষারত: নিয়তির রথচক্র এবার কোন-দিকে মোড় নেবে?

এগিয়ে এল একদল মানুষ। কৌতূহলী তারা—ঐ অগম্য স্থানে পা রেখেছে, কে এ আগন্তুক?

প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল একজন, কে আপনি?

ওয়াদিপাউস বললেন, আমি একজন দৃষ্টিহীন মানুষ, বড় দুঃখী। আমার এই কন্যার হাত ধরে এখানে এসেছি আমি।

লোকটি বলল, আপনার কথা শুনব আমরা, কিন্তু তার আগে ঐ নিষিদ্ধ স্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসুন আপনি।

জীবনে মানুষকে নানা রূপে দেখেছেন ওয়াদিপাউস। ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলে যায় তার। এই মুহূর্তে যে পরম বিশ্বস্ত, পরমুহূর্তেই অক্লেশে বিশ্বাসভঙ্গ করতে তার বাধে না। আমৃত্যু বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার চূর্ণ হয় এক নিমেষে এবং তার জন্য কোন অনুশোচনায় আক্রান্ত হয় না বিশ্বাসহন্তা, কারণ এটাই স্বাভাবিক, সুন্দর না হলেও এটাই বাস্তব। জীবনের তেতো অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ ওয়াদিপাউস তাই শঙ্কিত হন লোকটির কথা শুনে। এই যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আর আন্তিগোনে, সেই জায়গাটি মানুষের অগম্য। এখানে থাকতে তাঁদের ক্ষতি করা সম্ভব হবে না কারুর পক্ষেই। কিন্তু একবার এখান থেকে বাইরে পা রাখলেই হয়ত নেমে আসবে সম্মিলিত আক্রমণ। অশক্ত মানুষটি রক্ষা করতে পারবেন না নিজেকে বাঁচাতে, পারবেন না আত্মজাকেও। দোলাচল। এখন কর্তব্য কী?

আন্তিগোনে বলল, ওঁদের কথামতো কাজ করাই উচিত, পিতা। আমার হাতটা ধরুন। চলুন আমরা ওঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

তবু ওয়াদিপাউস দ্বিধান্বিত। লোকটির উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, আপনাদের কথায় বিশ্বাস করে এখান থেকে বেরোচ্ছি আমরা। অনুগ্রহ করে কোন অত্যাচার করবেন না আমাদের ওপর।

লোকটি ভরসা দিল, নির্ভয়ে চলে আসুন আপনি। কোন অন্যায় আচরণ করা হবে না আপনাদের সঙ্গে—কথা দিচ্ছি।

কন্যার হাত ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন ওয়াদিপাউস। জনতার অনুমতি নিয়ে বসলেন একটি পাথরের ওপর।

জনতার পক্ষ থেকে প্রশ্ন এল, এবার বলুন আপনি কে? এখানে কেন এসেছেন? কোন্ দেশের বাসিন্দা আপনি?

এই সেই লজ্জিত লগ্ন। এই প্রশ্ন এবং তার উত্তর অতলস্পর্শী লজ্জার একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে আবদ্ধ। আত্মপরিচয় সব সময় গৌরবের নয়।

মাথা নীচু করলেন ওয়াদিপাউস, আপনাদের কাছে আমি মিনতি

জানাচ্ছি, আমার পরিচয় জানতে চাইবেন না।

মানে?

সে বড় ভয়ঙ্কর ইতিবৃত্ত, ভদ্রমহোদয়েরা। সে কথা উচ্চারণে আমি অক্ষম।

এ-কথায় কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না, বেড়েই যায়। বারবার প্রশ্ন করে উপস্থিত লোকজন। জীবনের একমাত্র অবলম্বন আন্তিগোনের কাছেই কর্তব্য জানতে চান ওয়াদিপাউস। আন্তিগোনে বুদ্ধিমতী। পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধে হয় না তার। উত্তর দেয়, আর তো কিছু করার নেই, পিতা। সত্য পরিচয়ই দিন।

নিজেকে তৈরী করলেন ওয়াদিপাউস। কথাটা কিভাবে বলা যায়, ভেবে নিলেন একটু। তারপর খুব ধীরগলায় বললেন, প্রয়াত রাজা লেইয়াসের এক পুত্রের কথা কি শুনেছেন আপনারা?

শিউরে উঠল জনতা। ল্যাবডাকাসতনয় লেইয়াসের পুত্র? পাপের চরম সীমায় পৌছে যাওয়া সেই কুখ্যাত মানুষটি? উপস্থিত প্রতিটি মানুষের মুখে ঘৃণা আর আতঙ্কের জলছবি।

দৃষ্টিহীন মানুষটি বললেন, সেই ভাগ্যহত ওয়াদিপাউসের নাম শোনেন নি আপনারা?

আপনিই কি সেই ওয়াদিপাউস?

জনতার কণ্ঠস্বরে তাদের মনোভাবের আভাস পেলেন ওয়াদিপাউস। বলে উঠলেন, আমি বড় হতভাগ্য। আমার কথা শুনে ভয় পাবেন না।

চিৎকার করে বলে উঠল একজন, চলে যান, এই মুহূর্তে চলে যান এখান থেকে!

আর্তনাদ ধ্বনিত হল ওয়াদিপাউসের কণ্ঠে, কিন্তু আপনারা যে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন!

এই মুহূর্তে সে প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নেই জনতার কাছে। তারা অনড়—এই মুহূর্তে চলে যেতে হবে ওয়াদিপাউসকে, অন্যথায় এ-দেশের বুকেও হয়ত ঘনিয়ে আসবে সর্বনাশের কালো মেঘ।

ছায়া ঘনাইল বনে বনে। বেদনার ভরা পাত্রে নতুনতর ছলক। আন্তিগোনের দুটি হাত একত্রিত হল অঞ্জলীর ভঙ্গীতে। অঞ্জলীতে প্রণাম ছিল, আর্তি দু' নয়নে। তার কুমারী কণ্ঠে মেদুর বিষাদ, হে অপরিচিত বিদেশীরা, আমার পিতাকে আপনারা সহ্য করতে পারছেন না। মানুষটি বৃদ্ধ, দৃষ্টিহীন, অসহায়। হয়ত আপনারা শুনেছেন তাঁর জীবনবৃত্তান্ত। কিন্তু, হে মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, একবার ভেবে দেখুন, তাঁর জীবনে যা-কিছু ঘটেছে, যত কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে এসেছেন তিনি, তার কোনটাই তো তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়। যা-কিছু ঘটেছে, সবই তাঁর অজান্তে, অজ্ঞাতসারে। এই ঘটনা-চক্রের তিনি তো দায়ী নন।

আন্তিগোনে, আন্তিগোনে, এই প্রথম এই প্রথম একজন মানুষ সোচ্চার হল ওয়াদিপাউসের সমর্থনে। তুমি, আন্তিগোনে, তুমি তাঁর আত্মজা, তুমি তাঁর সহোদরা। ঐ মানুষটি তোমার জন্মদাতা, ঐমানুষটি তোমার সহোদর। হয়ত তোমার ঘৃণাই প্রাপ্য ছিল তাঁর, কিংবা বিতৃষ্ণা. ঔদাসীন্য, যেভাবে মুখ ফিরিয়েছে পলিনাইসেস, ইটিওক্লেস, একই অস্তিত্বের মধ্যে পিতা এবং ভ্রাতা, নিষিদ্ধ জন্মবৃত্তান্ত যা তোমা-দেরও, সমাজেরও চোখে করে তুলেছে প্রায়-অস্পৃশ্য—হয়ত তোমার ঘৃণাই প্রাপ্য ছিল তাঁর। অথচ এই মূহূর্তে তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত আশ্চর্য সহানুভূতি, সুগভীর মমত্ব। যেন অসহায় সন্তানকে ঘিরে রাখার জন্য জননীর আকুলতা। রাজপ্রাসাদের সুখ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে নিরাশ্রয় পথচারী মানুষটির পাশে এসে দাঁড়ানোর মধ্যেই অবশ্য নিহিত ছিল তার প্রথম প্রকাশ। আন্তিগোনে, তোমার সত্তায় একই সঙ্গে ওয়াদিপাউসের কন্যা-ভগ্নী-জননীর সজল উপস্থিতি।

শ্রোতাদের মুখগুলি লক্ষ্য করল আন্তিগোনে। সেইসব মুখে প্রত্যাশিত মমতা এখনও অনুপস্থিত। প্রণত ভঙ্গীতে আবার কথা বলল আন্তিগোনে, হে বিদেশীরা, আমার পিতার জন্য যদি আপনাদের করুণা না জাগে, তাহলে অন্তত আমার কথাটা ভাবুন। আমি এক দুর্ভাগা নারী, আজ নিরাশ্রয়, আপনাদের দুয়ারে আশ্রয়প্রার্থী।

ভালো করে একবার তাকান আমার দিকে। দেখুন আমার মধ্যে আপনাদের নিজেদের কন্যার প্রতিরূপ খুঁজে পান কিনা। আমি আপনাদের কন্যাসম। আপনাদের সহানুভূতির ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের জীবন। আপনাদের প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানদের কথা মনে করে আশ্রয় দিন আমাদের। আমার অসহায় পিতার হয়ে আমি মিনতি জানাচ্ছি আপনাদের কাছে। আমাদের বিমুখ করবেন না।

আবেগমথিত দীর্ঘ কথনের অবসানে শ্রোতৃমণ্ডলী নীরব। আবেগ সঞ্চারিত হয়। অন্তর পথ দেখায় সহমর্মিতার, কিন্তু বুদ্ধিময় বাস্তব রোধ করে পথ।

নীরবতা ভেঙে একজন বলে, পুত্রী, তোমার কথা আমাদের মনে দোলা দিয়েছে। তোমার আর তোমার পিতার অবস্থাটা বুঝতে পারছি আমরা। কিন্তু পুত্রী, দেবতাদের রোষের ভয়ে আমরা ভীত হচ্ছি। তোমাদের চলে যেতে বলা ছাড়া অন্য কোনও উপায় যে খুঁজে পাচ্ছি না আমরা।

ভেঙে পড়া ওয়াদিপাউস মন ছেয়ে এখন যন্ত্রণা, নিরাশা এবং এক অন্যতর বোধ। একজন সত্যিই আছে তাঁর পাশে, একান্ত নিজস্ব, সমব্যথী, ঘৃণা করার সম্পূর্ণ অধিকারী হয়েও যে তাঁকে ঘৃণা করে নি, বুঝতে চেষ্টা করেছে আন্তরিক মমতায়। যন্ত্রণার বর্ম হয়ে, নির্বাসনের সান্ত্বনা হয়ে পাশে আছে সে, যে সহোদরা ভগ্নীটির তিনি জন্ম দিয়েছিলেন একদিন : আন্তিগোনে। আজ তাঁরই জন্য নিরাশ্রয় সে-ও, রাজকন্যা হয়েও ভিখারিনীর মতো পথে পথে পরিভ্রমণরত।

ওয়াদিপাউস বললেন, আমার নাম ওয়াদিপাউস শুনেই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন আপনারা। শুনুন ভদ্রমহোদয়েরা, আমার জীবনের কোন কাজই সঠিক বিচারে আতঙ্কজনক নয়। যতটুকু অপরাধ করেছি, তার থেকে অনেক বেশি অপরাধের শিকার হয়েছি সারাটা জীবন ধরে। পাপ যদি কেউ করে থাকে, তাহলে সে জন আমি নই, আমার জন্মদাতা পিতামাতা। আমি যা করেছি তা অজান্তে, পাপ বলে জেনে নয়, কিন্তু তাঁরা আমাকে সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে, সুপরিকল্পিতভাবে ঠেলে

দিয়েছিলেন মৃত্যুর মুখে।

একটু থামলেন ওয়াদিপাউস। দম হারিয়ে ফেলছেন অশক্ত বৃদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বেজে উঠল তাঁর স্বর, আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, সবটুকু ভেবে দেখে আশ্রয় দিন আমাদের। আপনাদের গৌরবময়ী এথেন্সের সুনামের প্রতি অবিচার করবেন না। আরও শুনুন, আপনাদের জন্যে এক পরম সৌভাগ্যের বার্তা বহন করে এনেছি আমি। আপনাদের রাজা উপস্থিত হলে তাঁর সামনে সে-কথা জানাব আমি, তখন আপনারা সবই জানতে পারবেন। তিনি না-আসা পর্যন্ত অন্তত থাকতে দিন আমাদের।

অন্ধকারের উৎস হতে আলো উৎসারিত হয়। কাঠিন্যের বর্ম ভেঙে মাথা তোলে কোমল মানবতা। এথেন্সরাজ থেসেউসকে সংবাদ দিতে সম্মত হয় জনতা। তিনি না-আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবেন সকন্যা ওয়াদিপাউস। শেষ সিদ্ধান্ত থেসেউসই নেবেন। পিতা ঈজিয়াসের নগরত্নর্গে বসবাস করেন থেসেউস। তাঁকে সংবাদ দেওয়ার জন্য রচনা হয়ে গেল একজন।

ব্যগ্র ওয়াদিপাউস প্রশ্ন করলেন, আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি কি আসবেন এখানে?

একজন আশ্বাস দিল, নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। আপনার নাম শুনলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। আপনার কথা তো এখন সারা ত্বনিয়া জানে। যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন রাজা, আপনার আসার খবর পাওয়ামাত্রই চলে আসবেন তিনি।

পরম স্বস্তিতে শ্বাস নিলেন ওয়াদিপাউস। তাঁর স্বগতোক্তি শুনতে পেল আন্তিগোনে, এলে এদেশেরও মঙ্গল, আমারও।

ঐ প্রান্তরেই বসে রইলেন ওয়াদিপাউস। প্রকৃতির বুকে, গাছের ছায়ায়, আত্মজা ভগ্নীর সান্নিধ্যে। প্রতীক্ষা এথেন্সরাজ থেসেউসের।

লোকজনদের মধ্যে কয়েকজন চলে গেল এদিক ওদিক। কয়েকজন রয়ে গেল আশ্রয়প্রার্থী অতিথিটির দেখাশোনা করার জন্য।

এবং আন্তিগোনে।

প্রতীক্ষা।

কে-যেন বলেছিল, মানসিকভাবে অসুস্থ যারা, তাদেরই থাকে অনন্ত প্রতীক্ষার অবসর ? হায় মহামানব, জীবন মানেই তো প্রতীক্ষা। অন্তহীন, চিরন্তন প্রতীক্ষা ! জীবনকে অসুস্থ বলবে তুমি ? জ্ঞানের পুঁথি রেখে পৃথিবীর দ্বারস্থ হও মহামানব, কান পেতে শোনো মহাকালের ধ্বনি। প্রতীক্ষার স্পন্দন খুঁজে পাবে।

প্রতীক্ষা ওয়াদিপাউসের। প্রতীক্ষা আন্তিগোনের।

৮

চমকে উঠল আন্তিগোনে। দূরের বনপথে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে একটি মূর্তিকে। কে ?

অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। চঞ্চল হয়ে উঠল আন্তিগোনে। একটি সিসিলিয়ান টাট্টুঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে মূর্তিটি। ঐ মুখ আন্তিগোনের চেনা, অনেকদিনের চেনা। কিন্তু ও কেন আসছে ? নতুন কোন দুঃসংবাদ ?

টাট্টুঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে এক নারী।

ইস্‌মেনে। ওয়াদিপাউসের কনিষ্ঠা কন্যা ইস্‌মেনে।

ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে এল ইসমেনে। পিতা আর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে অনেকদিন দেখে নি সে। প্রবল উচ্ছ্বাস শান্ত হতে সময় লাগল কিছুটা। জানাল, বিশ্বস্ত একমাত্র দাসটিকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছে সে। দাসটি অপেক্ষা করছে খানিক দূরে।

স্থির দৃষ্টিতে ইসমেনের দিকে তাকিয়ে আছে আন্তিগোনে। শুধু অদর্শনের যন্ত্রণা ওকে এতদূরে টেনে আনে নি। ওর এই আগমন কোন নতুনতর অশুভ ঘটনারই সংকেত। চেয়ে আছে আন্তিগোনে। দেখছে।

পুত্রদের কথা জানতে চাইলেন ওয়াদিপাউস। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ইসমেনে বলে উঠল, ওদের কথা আর বলবেন না। কুৎসিত খেলায় মেতে উঠেছে ওরা।

অব্যক্ত ব্যথায় ভরে উঠল ওয়াদিপাউসের বুক। মনে পড়ল ইজিপ্টের কথা। সেখানে পুরুষেরা ঘর সামলায়, ঘরে বসে সুতো কাটে, পোশাক বানায় আর নারীরা করে বাইরের কাজ। নিজের সন্তানদের মধ্যে সেই সমাজব্যবস্থারই ছায়া দেখছেন বৃদ্ধ। তাঁর চরম বিপদের দিনে ঘরে বসে থেকেছে পলিনাইসেস, ইটিওক্লেস। সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে ঘর ছেড়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আন্তিগোনে, পথ হেঁটেছে বনে-প্রান্তরে, অসহ গরমে, উন্মত্ত বর্ষায়। আর এখন, নতুন কোন সংবাদ নিয়ে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে দাঁড়িয়েছে ইসমেনে।

ওয়াদিপাউস প্রশ্ন করলেন, কী সংবাদ, পুত্রী? কোন দুঃসংবাদ?

ইসমেনে ক্লান্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে ক্লান্তি তাকে অবসন্ন করছে না। ধীরে ধীরে সে বলে যায় থিবিসের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের কথা।

ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু ওয়াদিপাউসের দুই পুত্র পলিনাইসেস আর ইটিওক্লেস। প্রথমে ক্রেওনের বিরোধিতা করে, তারা ঘোষণা করেছিল--থিবিসের রাজসিংহাসন আপাতত শূন্যই থাকবে। কিন্তু ঘটনাস্রোত তারপর অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। মাথা তুলেছে রাজনৈতিক স্বার্থ, ক্ষমতার লোভ আর পারস্পরিক হানাহানি। কনিষ্ঠ ইটিওক্লেস শক্তি সঞ্চয় করে অধিকারচ্যুত করেছে জ্যেষ্ঠ পলিনাইসেসকে এবং অবশেষে থিবিস থেকে বিতাড়িত করেছে তাকে। বিতাড়িত পলিনাইসেস থিবিস ছেড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আর্গসে। সেখানে আর্গসরাজ আদ্রাস্তাসের এক কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে তার। শক্তিশালী আর্গসকে মিত্র হিসেবে পেয়ে থিবিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা করছে দেশান্তরী পলিনাইসেস। উৎসাহ দিচ্ছেন আদ্রাস্তাস। থিবিসের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে আসছে বিপদ। এবং ঠিক এমনি সময়ে অ্যাপোলোর মন্দির থেকে উচ্চারিত হয়েছে আরেকটি দৈববাণী।

ওয়াদিপাউস উন্মুখ, কী দৈববাণী, ইসমেনে?

ইসমেনে শোনাল সেই দৈববাণীর কথা। সে দৈববাণী জানিয়েছে থিবিসকে রক্ষা করার জন্য দরকার ওয়াদিপাউসকে, জীবিত অথবা

মৃত। থিবিসের জয় নির্ভর করছে তাঁরই ওপর। যে দেবতারা একসময় ছুঁড়ে ফেলেছিলেন ওয়াদিপাউসকে, আজ তাঁরাই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করছেন মর্যাদার উচ্চাসনে।

হাসলেন ওয়াদিপাউস, কি দুর্বোধ্য খেলা!

পিতার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করে ইসমেনে। খুব শিগগিরই ওয়াদিপাউসের কাছে আসবেন ক্রেওন, তাঁকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন থিবিসে। না, ঠিক থিবিসে অবশ্য নয়। ওয়াদিপাউসকে তাঁরা রাখবেন থিবিসের সীমানার বাইরে, কিন্তু নিজেদের ক্ষমতার আওতায়। কারণ মৃত্যুর পর ওয়াদিপাউসকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাধিস্থ করা না হলে দুর্দশাগ্রস্ত হবে থিবিস। কোন ভিন্‌দেশে তাঁর মৃত্যু হলে থিবিস বিপন্ন হবে—অ্যাপোলোর মন্দির থেকে ফিরে এসে এ-কথাই জানিয়েছে সংবাদবাহকরা। শুনেছে পলিনাইসেস, শুনেছে ইটিওক্লেস। এখন ওয়াদিপাউসকে দরকার।

বৃদ্ধের শূন্য অক্ষিকোটরে ঘৃণার রোশনাই। জন্মদাতা পিতাকে প্রয়োজন নেই, স্বার্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষার, সিংহাসনের। অভিশাপ উচ্চারণ করলেন ওয়াদিপাউস—ওদের দুজনের এই হানাহানি যেন কখনও বন্ধ না হয়, যুদ্ধের সময় একে অপরের হাতেই যেন নিহত হয় ওরা। এই মুহূর্তে যে রয়েছে সেই থিবিসে, সেই কনিষ্ঠ ইটিওক্লেসও যেন না পায় সিংহাসনের অধিকার, এবং নির্বাসিত পলিনাইসেসও যেন কখনও অধিষ্ঠিত হতে না পারে থিবিসের সিংহাসনে।

মনে পড়ছে, সব মনে পড়ছে ওয়াদিপাউসের। যেদিন তাঁকে নির্বাসিত করা হয়েছিল জন্মভূমি থেকে, সেদিন এই দুই আত্মজ তাঁর একবারও প্রতিবাদ করে নি, বরং তারাই ছিল নেপথ্য নায়ক, তাদেরই সম্মতিতে দেশান্তরী হতে হয়েছিল তাঁকে। হ্যাঁ, একসময় নির্বাসন তিনি নিজেই প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু সে প্রার্থনা ছিল তাঁর তীব্র আত্মগ্লানির প্রাথমিক অভিব্যক্তি। তখন তিনি প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুকামনা করেছেন নিজের, দৃষ্টিহীনতায় আশ্রয় খুঁজেছেন। তারপর দিনে দিনে প্রশমিত হয়েছে যন্ত্রণা, অস্তিত্বের নিগূঢ় প্রদেশে জেগে

উঠেছে জীবনতিয়াসা। আর ঠিক তখন তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে ওরা। যারা তাঁকে বাঁচাতে পারত, সেই দুই পুত্র মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সরে দাঁড়িয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাঁর সঙ্গে। নির্বাসিত ওয়াদিপাউস পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন ভিখারীর মতো। তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কন্যারা। কঠিনতম জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে আন্তিগোনে। আজ ছুটে এসেছে ইসমেনে। না, কোন মূল্যেই পুত্ররা পাশে পাবে না ওয়াদিপাউসকে। আসুক ক্রেওন, আসুক অন্য কেউ, ফিরে যেতে হবে তাদের শূন্য হাতে।

উপস্থিত লোকেদের উদ্দেশ্য করে ওয়াদিপাউস বললেন, আপনারা তো সবই শুনেছেন। জেনে রাখুন, আমি যাব না। আমাকে আপনারা আশ্রয় দিন, সাহায্য করুন। আরও জেনে রাখুন, আমাকে রক্ষা করলে আপনারা পাশে পাবেন আপনাদের দেশের রক্ষাকর্তাকে।

ওয়াদিপাউস আর তাঁর দুই কন্যার কথা শুনতে শুনতে শ্রোতারা ততক্ষণে করুণায় আর্দ্র। আর করুণার পাশাপাশি জ্বলে উঠছে আশার দীপ্তি। এই বৃদ্ধ নিজেকে ঘোষণা করছেন এথেন্সের রক্ষাকর্তা হিসেবে। ঈশ্বরের নির্দেশ যদি তা-ই হয়, তাহলে এই বৃদ্ধ আজ এথেন্সের সৌভাগ্যের প্রতীক। তাঁকে রক্ষা করা এথেন্সবাসীর কর্তব্য।

একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তি উপদেশ দিলেন ঈশ্বরের উদ্দেশে জলোৎসর্গ করার। বুঝিয়ে দিলেন তার পদ্ধতি, বলে দিলেন যাবতীয় প্রথা-প্রকরণ। এই পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলে সন্তুষ্ট হবেন এখানকার শুভ শক্তিরা এবং তাঁরা সন্তুষ্ট হলে ওয়াদিপাউসের পাশে এসে দাঁড়াতে আর কোন বাধা থাকবে না এথেন্সবাসীদের।

এ আচার পালন করার সাধ্য ওয়াদিপাউসের নেই। দু দুটি অভাব মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে : শক্তির অভাব, দৃষ্টি-শক্তির অভাব। দায়িত্ব পালন করতে হবে তাঁর কন্যাদেরই। ওয়াদি-পাউস শুধু বললেন, ওদের মধ্যে যে-কোন একজন যাক, একজন থাকুক

আমার কাছে। কারুর সাহায্য ছাড়া আমি যে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ি!

এগিয়ে এল ইসমেনে। উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে সে চলে গেল পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে। পিতার কাছে বসে রইল চিরবিশ্বস্ত আন্তিগোনে।

তখন বাকিরা ওয়াদিপাউসের কাছে জানতে চাইল তাঁর অভিশপ্ত জীবনের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত। সে বৃত্তান্ত উচ্চারণে রক্তাক্ত হন ওয়াদিপাউস, ভুলে থাকতে চান সেই ব্যথার ইতিকথা, তবু বলতে হয় বলতে হয় আত্মজা আন্তিগোনের সামনেই। পিতৃহত্যা, মাতৃগমন। শ্রোতারা শিহরিত হয় বারবার। শুধু একজন বসে থাকে স্থির, ভাবলেশহীন —আন্তিগোনে। ওয়াদিপাউসের অপরাধকে অপরাধ বলে ভাবতে শেখেনি সে। নিতান্তই ঘটনাচক্র, কার্যকারণ সম্পর্কের কোন অজানা সুতোয় গ্রথিত ভবিতব্যই ওয়াদিপাউসের হাতে মৃত্যু ঘটিয়েছে লেইয়াসের, শয্যাসঙ্গিনী করেছে জোকাস্তাকে। না, নিজেকে রাজা ওয়াদিপাউসের সন্তান হিসেবে মেনে নিতে কোন দ্বিধা নেই আন্তিগোনের।

ওয়াদিপাউসের কথার মাঝেই উঠে দাঁড়াল একজন শ্রোতা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল সে, রাজা আসছেন, রাজা!

হ্যাঁ, থেসেউস এসেছেন। এথেন্সরাজ থেসেউস। প্রাক্তন থিবিস-রাজ ওয়াদিপাউসের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে।

ওয়াদিপাউসকে যথোচিত সম্মান জানালেন থেসেউস। দৃষ্টিহীন পরিব্রাজক মানুষটিকে দেখে সমবেদনা অনুভব করছেন তিনি। আর মানুষটির পাশে ঐ তরুণী, অনভ্যস্ত পরিশ্রমে শ্রান্ত, বিবর্ণ। নিজের প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়ছে থেসেউসের। সে সময় তাঁকেও পেরিয়ে আসতে হয়েছে এক দীর্ঘ কষ্টকর পথ, সম্মুখীন হতে হয়েছে অনেক বিপদের।

ওয়াদিপাউসের পাশে বসে স্মিত কণ্ঠে থেসেউস বললেন, বলুন

মান্যবর, কী আপনার বক্তব্য। আপনার অনুরোধ রক্ষার জন্য সাধ্য-মতো চেষ্টা করব আমি।

ওয়াদিপাউস আপ্লুত। মহামান্য এথেন্সরাজের কাছ থেকে নিজের এই চরম দুর্দিনে এত সহৃদয় ব্যবহার আশা করেন নি তিনি। আবেগ-মথিত ওয়াদিপাউস বললেন, আপনার এবং আপনার দেশের জন্য এক পরম মঙ্গলময় আশীর্বাদ বহন করে এনেছি আমি, রাজন্।

কী আশীর্বাদ, মান্যবর? প্রশ্ন করেন থেসেউস।

এখনই তা জানতে পারবেন না, রাজন্। আমার জীবনান্ত হলে আমাকে সমাধিস্থ করার পরই তা জানতে পারবেন আপনারা। তার আগে নয়।

তাহলে এখন কী চান আপনি? বলুন মান্যবর, নির্ভয়ে বলুন আপনি।

আশ্রয়, রাজন্। ওরা আমাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে থিবিসে, কিন্তু যেতে আমি চাই না।

থেসেউসের মুখে বিস্ময়ের আঁকিবুকি, কেন মান্যবর? আপনার পুত্ররা যদি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সে তো অতি সুখের কথা।

না রাজন্, সুখের কথা নয়। একসময় আমি তো থাকতে চেয়ে-ছিলাম থিবিসেই। সেদিন আমার এই পুত্ররাই আমাকে দেশছাড়া করেছিল নির্দয়ভাবে। আজ দৈববাণীতে প্রভাবিত হয়ে তারা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে। তারা জেনেছে যুদ্ধে এথেন্সের হাতে পরাজয় ঘটবে তাদের।

আমাদের সঙ্গে থিবিসের হঠাৎ যুদ্ধ বাধবে কেন? থেসেউস প্রশ্ন করেন।

সে কথা এখনই প্রকাশযোগ্য নয়, রাজন্।

একটু চুপ করে রইলেন থেসেউস। ওয়াদিপাউস বললেন, রাজন্-আমাকে আশ্রয় দিলে কখনও আপনাকে এ-কথা বলতে হবে না যে এথেন্স অনর্থকই আশ্রয় দিয়েছিল ওয়াদিপাউসকে।

জনতার মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, মহারাজ; উনি প্রথম থেকেই বলে আসছেন এথেন্সের জন্য কোন আশীর্বাদ বহন করে এনেছেন উনি।

ততক্ষণে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন থেসেউস। বললেন, সে আশীর্বাদ প্রত্যাখ্যান করবে না এথেন্স। ওনাকে আশ্রয় দেবো আমরা। মান্যবর, এখন আপনিই স্থির করুন এখানেই থাকবেন নাকি আতিথ্য নেবেন আমার নগরদুর্গে। যেখানেই থাকুন, আপনার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের।

প্রান্তরের ঐ কুঞ্জবনেই থাকতে চাইলেন ওয়াদিপাউস। কিন্তু তাঁর পুত্ররা তাঁকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এলে ··

তাঁকে থামিয়ে দিলেন থেসেউস, নিশ্চিন্ত থাকুন, কেউ আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। আমার রক্ষীবাহিনী নিযুক্ত থাকবে আপনার প্রহরায়। থেসেউস শরণাগতকে রক্ষা করতে অক্ষম নয়, মান্যবর।

মাটির গন্ধ নিলেন ওয়াদিপাউস, পৃথিবীর ঘ্রাণ। ভরসা। আশ্বাস। প্রত্যাশা। থিবিসের রাজা আশ্রয় পেলেন এথেন্সের মাটিতে, এই কলোনায়।

কয়েকজন রইল ওয়াদিপাউসের কাছে। থেসেউস চলে গেলেন প্রান্তরের অন্যদিকে।

অতগ্ন আন্তিগোনে বসে রইল পিতার শিয়রে। নিশ্চিন্ত, মুগ্ধ। তারা আর একা নয়।

৯

ঋজু পদক্ষেপে এগিয়ে চলে সময়। চিন্তা সুগ্রথিত হয় না, শিথিল বাঁধন চিন্তার টুকরোগুলি রূপ নেয় অর্ধ-চিন্তায়। ফুল থাকে, পাখি থাকে, অসংখ্য জলপাই, তবুও প্রান্তরে এবং ছায়াচ্ছন্ন কুঞ্জবনে কোথাও মৃত্যু দাগ কাটে।

আরেকটি পরিচিত অবয়ব। একা নয়, রক্ষীপরিবৃত। দুয়ারে বিপদঘণ্টা। আন্তিগোনে বলে ওঠে, মাননীয় এথেন্সবাসীরা, আপনাদের প্রতিশ্রুতি পালনের প্রহর সমাগত।

উঠে বসেন সন্ত্রস্ত ওয়াদিপাউস, কেন আন্তিগোনে?

আন্তিগোনে জানায়, ক্রেওন আসছেন।

পিতা-কন্যাকে আশ্বাস দেয় উপস্থিত জনেরা, থাকুন আপনারা, আমরা জীবিত থাকতে আপনাদের কোন বিপদ ঘটবে না।

সামনে এলেন ক্রেওন। বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ। কয়েক মুহূর্তেই পরিস্থিতি বুঝে নিতে অসুবিধে হল না তাঁর। তাই প্রথম কথাগুলি তিনি বললেন এথেন্সবাসীদের উদ্দেশেই—মাননীয় এথেন্সবাসীরা, আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করতে আসি নি। এথেন্সের মতো শক্তিশালী দেশের ক্ষতি করার সাধ্যও আমার নেই। আমি এসেছি এই শ্রদ্ধেয় মানুষটিকে নিয়ে যেতে। এ আমার একার ইচ্ছা নয়, থিবিসের নাগরিকদের সম্মিলিত অনুরোধেই এখানে আসতে হয়েছে আমাকে।

কথাগুলি বলে ওয়াদিপাউসের দিকে তাকালেন ক্রেওন। বিনম্র কণ্ঠে বললেন, মান্যবর, আপনার স্বদেশ আপনাকে ডাকছে। ফিরে চলুন। আপনার এই দুর্দশা দেখে যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছি আমি। আর এই বালিকা, হায়, কখনও কি ভেবেছিলাম এই ভিখারিনীর জীবন বরণ করে নিতে হবে একে? আমিই হয়ত দায়ী এর জন্য। হে মহান ওয়াদিপাউস, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, ফিরে চলুন আপন মাতৃভূমিতে। আপনার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করবেন না থিবিসকে।

ওয়াদিপাউস অনড়। নিষ্ঠুরের মতো তাঁকে বিতাড়িত করার সময় কোথায় ছিল ক্রেওনের এই প্রীতি, কোথায় উধাও হয়েছিল এই অসহায়া বালিকার মঙ্গলচিন্তা? অনেক দুঃখ পার হয়ে আজ তিনি আশ্রয় পেয়েছেন এথেন্সের মাটিতে। এখন আর তিনি স্বদেশে ফিরবেন কিসের আকর্ষণে? তাছাড়া ক্রেওনের প্রকৃত উদ্দেশ্যও এখন তাঁর জানা। তাঁকে নিয়ে গিয়ে থিবিসের অভ্যন্তরে রাখা হবে না,

রেখে দেওয়া হবে দেশের সীমানার বাইরে। অর্থাৎ আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুকৌশলে কাজে লাগানো হবে তাঁর অস্তিত্বকে—কারণ দৈববাণী সেরকম নির্দেশই দিয়েছে। না, যাবেন না ওয়াদিপাউস। বরং দূর থেকে উচ্চারণ করবেন অভিশাপ, আর সে অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে না তাঁর পুত্ররাও।

সবটুকু ক্ষোভ উজাড় করে দিয়ে ওয়াদিপাউস বললেন, মিথ্যা প্রলোভনে আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা কোরো না, ক্রেওন। ফিরে যাও। আমি যাব না।

কিছুক্ষণ কথার খেলা চালানোর চেষ্টা করলেন ক্রেওন। যথেষ্টই বাক্‌পটু তিনি। কিন্তু জীবন যাকে অসংখ্য আঘাতে সত্য-মিথ্যা চিনতে শিখিয়েছে, কথার খেলায় তাকে বশ করা প্রায় অসম্ভব। মহামানবের মুখোশের আড়ালে মহাদানবটিকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না তার।

ছল ছেড়ে বলে এলেন ক্রেওন। বললেন, আমি যদি জোর করে আপনাকে ধরে নিয়ে যাই?

ফুঁসে উঠলেন দৃষ্টিহীন মানুষটি, এথেন্স থেকে আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে, এত সাধ্য কার?

ক্রূর হাসলেন ক্রেওন; কিন্তু তার থেকেও বড় যন্ত্রণা যে অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

কী বলতে চাও তুমি, ক্রেওন?

শুনুন ওয়াদিপাউস, আপনার এক কন্যাকে আমার লোকেরা আগেই বন্দী করেছে। এবার আপনার এই কন্যাটিকেও ছিনিয়ে নিয়ে যাব আমি।

আর্তনাদ করে উঠলেন বৃদ্ধ—না!

সশব্দে হেসে উঠলেন ক্রেওন।

আশ্রয়দাতাদের দিকে ফিরলেন ওয়াদিপাউস, হে আমার বন্ধুরা, আপনারা কি এখন আমাকে পরিত্যাগ করবেন? কোন প্রতিকার করবেন না এই অন্যায়ের?

জনৈক এথেন্সবাসী ক্রেওনকে লক্ষ্য করে বলল, এই মুহূর্তে আপনি

এখান থেকে চলে যান, বিদেশী। আপনি অন্যায় করছেন।

সঙ্গের সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন ক্রেওন, যাও, ঐ বালিকাকে ধরে আনো জোর করে।

তরুণী আন্তিগোনে আর্তনাদ করে উঠল, রক্ষা করো ঈশ্বর, রক্ষা করো এথেন্সবাসী বন্ধুরা আমার!

ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করল একজন এথেন্সবাসী, প্রশ্ন করল ক্রেওনকে, কী করতে চান আপনি?

বিনীত ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন ক্রেওন, ওয়াদিপাউসের গায়ে আমি হাত দেব না, কিন্তু আমাদের বংশের এই মেয়েটিকে নিয়ে যাব আমরা।

আপনি আপনার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করছেন, বিদেশী।

না, আমি আমার অধিকারের সীমার মধ্যেই আছি! আমাদের বংশের মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে আমার।

অসহায় ওয়াদিপাউস কাতর মিনতি জানালেন, সাহায্য করুন, এথেন্সবাসীরা!

হুঙ্কার দিয়ে উঠল এথেনীয় নাগরিকরা। ক্রেওন বললেন, জেনে রাখুন, আপনারা আমার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করলে এথেন্সের সঙ্গে থিবিসের যুদ্ধ অনিবার্য।

ক্রেওনের সৈন্যরা ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে আন্তিগোনেকে। ক্রোধে বিস্ফোরিত হল জনৈক এথেন্সবাসী, ছেড়ে দাও ওকে!

ক্রেওন অনড়, এটা আপনাদের এক্তিয়ারের ব্যাপার নয়।

আমি বলছি ওকে ছেড়ে দাও।

আমি বলছি ওকে নিয়ে যাও—সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন ক্রেওন।

এথেন্সবাসীরা সংখ্যায় কম, এই মুহূর্তে সরাসরি সংঘর্ষে জয়ের আশা নেই তাদের। দূরান্তের সাথীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল একজন, কে কোথায় আছো, জলদি এসো, আমাদের আশ্রিতা মেয়েটিকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে শত্রুরা। জলদি এসো, জলদি।

অসহায়া আন্তিগোনেকে তখন টেনে নিয়ে চলেছে ক্রেওনের অনু-চররা। বিষজলে ধুয়ে যায় সারল্যের জলছবি। কান্নার ঘেরাটোপ ছিঁড়ে ছিটকে আসে আন্তিগোনের আর্তস্বর, আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, পিতা! আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে জোর করে!

অন্ধ পিতা দেখতে পান না সে দৃশ্য। ছটফট করেন। আত্মজাকে রক্ষা করার জন্য একত্রিত হয় অন্তরের সবটুকু ভালবাসা। কিন্তু হায়, ভালবাসা অক্ষম, ভালবাসা অসহায়, কারণ ভালবাসা এক বিমূর্ত বোধ মাত্র, নিঃসম্বল, আর শত্রুরা ধেয়ে আসে অস্ত্র হাতে, সসৈন্যে। ভালবাসা ধ্বংস হতে জানে, ধ্বংস করার বিদ্যা তার অনায়ত্ত। ভালোবাসা রক্ষা করতে চায়, কিন্তু পারে কি?

বেতনভুক সৈন্যরা টেনে নিয়ে চলে যায় আন্তিগোনেকে। হাহা-কারে ভেঙে পড়েন ওয়াদিপাউস।

ক্রেওন বলেন, আপনার কন্যাদের আর কখনও কাছে পাবেন না আপনি। আপনিই ওদেরকে ঠেলে দিলেন দূরে। এবার আপনার কর্তব্য আপনি নিজেই স্থির করুন।

চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ান ক্রেওন। গর্জে ওঠে একজন এথেনীয় নাগরিক, দাঁড়ান!

ঘুরে দাঁড়ালেন ক্রেওন।

ঐ দুই তরুণীকে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আপনি যেতে পারবেন না।

বিদ্যুৎ খেলে গেল, ক্রেওনের চোখে, সেক্ষেত্রে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আর তখন শুধু ঐ দুই বালিকাই নয়, আমি বন্দী করে নিয়ে যাব ওয়াদিপাউসকেও।

তর্কবিতর্ক চরমে ওঠে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসেন স্বয়ং এথেন্সরাজ থেসেউস। নাগরিকদের সাহায্যের আবেদন তাঁর কানে পৌঁছেছে। কলোনার উপাস্য দেবতার কাছে পুজো দিতে গিয়েছিলেন এথেন্সরাজ। কাতর আহ্বান শুনে ছুটে এসেছেন পুজো অসমাপ্ত রেখে।

কী ব্যাপার? কী হয়েছে এখানে?—জানতে চাইলেন থেসেউস।

ব্যাকুল ওয়াদিপাউস বললেন, রাজন্, এই ক্রেওনের অনুচররা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে আমার প্রাণাধিক প্রিয় দুই কন্যাকে।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন থেসেউস। এত স্পর্ধা এই বিদেশীর! তৎক্ষণাৎ একজনকে নির্দেশ দিলেন—যাও, এক্ষুনি গিয়ে সংবাদ দাও পূজাবেদির কাছে অপেক্ষারত সৈন্যদের।

তীরবেগে ছুটে গেল সংবাদবাহক। অশ্বারোহীরা রওনা হবে অশ্ব-পৃষ্ঠে, পদাতিকরা ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে। উদ্ধার করতেই হবে সেই দুই অপহৃতা তরুণীকে। এথেন্সের সম্মান, থেসেউসের সত্তা—সব এখন জড়িত ঐ দুই তরুণীর সঙ্গে।

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ক্রেওনের দিকে তাকালেন থেসেউস, শুনুন বিদেশী, যতক্ষণ না ঐ দুই তরুণীকে আমরা উদ্ধার করে আনতে পারছি, ততক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এখানেই। আমার দেশের মাটি থেকে আমারই আশ্রিতাদের অপহরণ করে চরম অপরাধ করেছেন আপনি। আপনার দেশে গিয়ে এমন কাজ আমি কখনোই করতাম না। ওরা দুজন ফিরে না আসা পর্যন্ত মুক্তি পাবেন না আপনি—কথাটা মনে রাখবেন।

ক্রেওন বললেন, হে এথেন্সাধিপতি, আপনার দেশের শক্তি অথবা প্রজ্ঞাকে উপেক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি ভেবেছিলাম আমার বংশের মেয়েদের নিয়ে গেলে আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন না। তাছাড়া এই ব্যভিচারী, পিতৃহন্তা মানুষটিকে যে আপনারা স্বাগত জানাবেন, তা-ও আমি আশা করি নি। আপন মাতার শয্যাকে কলঙ্কিত করেছেন উনি। আমি এখন একা, কাজেই আপনার শক্তির সঙ্গে পেরে উঠব না। তবে জেনে রাখুন মহারাজ, বয়স হলেও আমি এখনও আপনাকে প্রতিহত করতে সমর্থ।

দুর্বল জায়গায় বারবার আঘাত মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। চিৎকার করে উঠলেন ওয়াদিপাউস, কোন অন্যায় করি নি আমি।

পিতৃহত্যা আমি জেনেবুঝে করি নি। আর ব্যাভিচার? ক্রেওন, সে ছিল তোমার আপন ভগ্নী। তুমি জানো, গোটা ঘটনাটাই—ঘটেছিল সকলের অজান্তে নিতান্তই ভাগ্যচক্রে। সে-ও জানত না, আমিও জানতাম না, এমনকি তুমিও জানতে না, ক্রেওন। আজ আমার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তুমি আমাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছ। জেনে রাখো ক্রেওন, সে সুযোগ তুমি পাবে না। এথেন্সের বীর নাগরিকরা রক্ষা করবেন আমাকে।

ওয়াদিপাউস যে নিরপরাধ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই থেসেউসের। কঠিন গলায় ক্রেওনকে আদেশ দিলেন তিনি, আমার সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে। ঐ দুই তরুণীকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি আমি, আপনি আমাকে বলে দেবেন আপনার লোকেরা কোথায় নিয়ে গেছে তাদের। জেনে রাখুন, এথেন্স দুর্বল নয়। আশা করি এক কথা দু বার বলতে হবে না আমাকে।

অপমানে ক্রেওনের চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি উচ্চারণ করলেন, এখানে আপনার আদেশ মেনে নিতে আমি বাধ্য। কিন্তু একবার থিবিসে ফিরতে পারলে এই অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবোই।

হাসলেন থেসেউস, দেখা যাবে। বলতে বলতে ওয়াদিপাউসের দিকে তাকালেন এথেন্সরাজ—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মান্যবর, আমার দেহে প্রাণ থাকতে কেউ আপনার কন্যাদের নিয়ে যেতে পারবে না।

ক্রেওনকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন থেসেউস। আবার প্রতীক্ষায় ওয়াদিপাউস। প্রতীক্ষা আন্তিগোনের, প্রতীক্ষা ইসমেনের। জীবন মানেই প্রতি মুহূর্তে আগামী মুহূর্তের প্রতীক্ষা।

১০

আমি ছুঁতে পারি, জাগাতে পারি না। জেগে থাকতে জানি, জাগিয়ে রাখার বিদ্যা আয়ত্তে নেই। জীবন দিতে শিখেছি, প্রাণ-

প্রতিষ্ঠা করতে শিখি নি। হারার মন্ত্র কণ্ঠস্থ, জয়ের সুর অচেনা। অলক্ষে কেউ হেসে চলে। তাকে দেখতে পাই না শুধু ভেসে আসে হা-হা হাসির শব্দ। কান্না আসে না বসে যন্ত্রণার ঘুণপোকা বুক খোঁড়ে অবাধে। আঘাতে রক্ত ঝরে, হয়ত লাল নয় কিংবা লালই —বুঝতে পারি না। চোখ জুড়ে গাঢ় কুয়াশা। স্ফিংক্সের ধাঁধার সমাধান করেছি, জীবনের ধাঁধা অসমাধিতই রয়ে গেছে।

অচেনা এই দেশে আমি একা। আমার চোখের মণির থেকেও কাছের আন্তিগোনে নেই। রাত্রিচর অতিকায় প্রেত হয়ে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ক্রেওন। দৃষ্টিহীন জীবনের আকাশ আমার নেই। ক্রেওন, ক্রেওন, আজ যদি থাকত আমার দৃষ্টি, আমাব শক্তি, তাহলে আরেকটি হত্যায় আজ রক্তাক্ত হত এই হাত। তোমাকে আমি হত্যা করতাম, ক্রেওন!

আন্তিগোনে নেই, ইসমেনে নেই! ইসমেনে, আমার কনিষ্ঠা কন্যা, থিবিস থেকে এতদূরে এসে এখন বন্দিনী। ক্রেওন, বিশ্বাস-ঘাতক, তোমার ক্ষমা নেই।

দুই বন্দিনীকে নিয়ে পুবনির্ধারিত একটা স্থানে অপেক্ষা করছে ক্রেওনের বাহিনী। এখনই আসবেন ক্রেওন, সঙ্গে নিয়ে আসবেন ওয়াদিপাউসকে।

দূরান্তের পথের দিকে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে হানাদার বাহিনী। কখন আসবেন ক্রেওন?

দূরান্তের পথের দিকে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে আরও একজন: বন্দিনী আন্তিগোনে। তার সাগ্রহ দৃষ্টি ক্রেওনের প্রতীক্ষা করছে না, প্রতীক্ষা করছে একটি রাজকীয় রথের। সেই মানুষটি আসবেন—বিশ্বাসে অবিচল আন্তিগোনে—আসবেন তিনি, বীর, মহানুভব, পৌরুষদৃপ্ত সেই মানুষটি।

সহসা দূরান্তে ধুলোর ঝড়, অশ্বক্ষুরের ধ্বনি। কারা আসে? সচকিত হয়ে উঠল হানাদারবাহিনী। মাটি কাঁপিয়ে কারা আসছে এদিকে?

ঝড়ের বেগে এগিয়ে এল এথেন্সের অশ্বারোহী বাহিনী। ইসমেনে আর আন্তিগোনেকে পিছনে রেখে প্রতিরোধ গড়ল থিবিসের ফৌজ। অস্ত্রের ঝন্ঝনা, অশ্বের হ্রেষা, আহতের আর্তনাদ। আকুল ইসমেনেকে সান্ত্বনা দিল আন্তিগোনে, নিশ্চিন্ত থাকো ইসমেনে, এথেন্সের বীর যোদ্ধারা আমাদের উদ্ধার করবেই।

যুদ্ধ চলছে।

এবং দূরান্তে তখন একটি রথের ধ্বজদণ্ড দৃশ্যমান হল। আশান্বিত দৃষ্টিতে রথটির দিকে তাকাল থিবিসের সৈন্যরা। দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে একটি রাজকীয় রথ। হ্যাঁ, ক্রেওন আসছেন। তাঁর পাশে আরেকটি অবয়ব। ওয়াদিপাউস? উল্লাসে সিংহনাদ করে উঠতে গিয়ে থমকে গেল থিবিসের সৈন্যরা। না, ক্রেওনের পাশে দৃষ্টিহীন ওয়াদিপাউস নেই, দাঁড়িয়ে আছেন অন্য একজন মানুষ।

আন্তিগোনের দু চোখ জুড়ে জ্বলে উঠল প্রত্যাশা পূরণের আলো। হ্যাঁ, এসেছেন তিনি, বীর, মহানুভব, পৌরুষদৃপ্ত সেই মানুষটি।

এসেছেন এথেন্সরাজ থেসেউস। তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন ক্রেওন।

থমকে গেল হানাদারবাহিনী। সেনাপতি স্বয়ং শত্রুর হাতে বন্দী। যুদ্ধ চালানো নিরর্থক।

বলিষ্ঠ কণ্ঠে থেসেউস বললেন, ঐ দুই তরুণীকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিন, ক্রেওন।

পথ ছেড়ে দিল সৈন্যরা। পায়ে পায়ে রথের কাছে এগিয়ে এল আন্তিগোনে আর ইসমেনে। থেসেউস বললেন, যান ক্রেওন, এবার আপনি মুক্ত।

আরক্ত চোখে থেসেউসের দিকে তাকালেন ক্রেওন, কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল আহত সাপের জিঘাংসা—এর প্রতিফল আপনাকে পেতেই হবে, থেসেউস। প্রস্তুত থাকবেন।

দুই তরুণীকে সযত্নে রথে তুলে নিয়ে থেসেউস হাসলেন—দেখা যাবে।

পরিচিত এবং বহু-প্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর শুনে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালেন ওয়াদিপাউস। কণ্ঠস্বর এগিয়ে আসছে, কাছে, আরও কাছে, হৃদয়ের উষ্ণ সান্নিধ্যে।

পিতা, পিতা, আমরা ফিরে এসেছি—আন্তিগোনের কণ্ঠস্বর।

আকুল আগ্রহে সন্তানকে স্পর্শ করলেন বৃদ্ধ পিতা—আন্তিগোনে! ইসমেনে! আহ্!

হ্যাঁ পিতা, ফিরে এসেছি আমরা। মহান এথেন্সরাজ থেসেউস আর তাঁর বীর সৈন্যরা উদ্ধার করে এনেছে আমাদের।

দৃষ্টিহীন চোখে থেসেউসকে খোঁজার চেষ্টা করলেন ওয়াদিপাউস, উচ্চারিত শব্দগুলির শরীরে মিশে গেল গভীরতম কৃতজ্ঞতা—এথেন্স-রাজ, কিভাবে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব আমি? আমার এই দুই কন্যা পাশে থাকলে পৃথিবীর যে-কোন আঘাত আমি সহ্য করতে পারি অনায়াসে। তাদের আপনি ফিরিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে। আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই, থেসেউস।

থেসেউসের ওষ্ঠপ্রান্তে স্মিত হাসির রেখা। পিতা-পুত্রীর পুনর্মিলনে তিনি তৃপ্ত।

আন্তিগোনেকে বললেন ওয়াদিপাউস, পুত্রী, কিভাবে তোমাদের উদ্ধার করলেন এথেন্সরাজ, বলো আমাকে।

মৃদু হেসে আন্তিগোনে বলল, আমাদের উদ্ধারকর্তা তো স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন পিতা। তাঁকেই প্রশ্ন করুন না।

কিন্তু প্রকৃত বীর কখনও নিজের গৌরবগাথা প্রচার করে বেড়ায় না। থেসেউস শুধু বললেন, আমি শুধু আমার প্রতিশ্রুতিটুকুই রক্ষা করেছি, মান্যবর। আশ্রিতা নারীদের উদ্ধার না করলে সারা এথেন্স চিরদিন অপরাধী হয়ে থাকত ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কিন্তু ও-কথা আপাতত থাক, মান্যবর। আপনাকে আমার অন্য কিছু বলার আছে।

বলুন থেসেউস। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি শোনার জন্য।

মান্যবর, আসার সময় শুনে এলাম আপনার একজন জ্ঞাতি নাকি

এখানে এসেছেন। না, সাধারণ কোন থিবিসবাসী নয়, আপনার রক্তসম্পর্কীয় কোন জ্ঞাতি। শুনলাম পোসাইডনের মন্দিরে পুজো দিতে গেছেন তিনি।

কেন এসেছে সে?

শুনলাম আপনার সঙ্গে নাকি কিছু কথা বলতে চান তিনি। এছাড়া আর কিছু জানা নেই আমার।

জ্ঞাতিদের মুখগুলি মনে করার চেষ্টা করেন ওয়াদিপাউস। কে এসেছে? কে আসতে পারে? কোন্ স্বার্থে? বুঝে উঠতে পারেন না। আন্তিগোনের কপালে চিন্তার ভাঁজ। এক বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে-না-পেতে আবার কোন্ নতুন বিপদ শিয়রে হাজির?

চিন্তান্বিত ওয়াদিপাউস প্রশ্ন করলেন, কোথা থেকে এসেছে সে, শুনেছেন, থেসেউস?

এই প্রশ্ন করার সময় হয়ত করিন্থের ছবি ভেসে উঠেছিল ওয়াদি-পাউসের শূন্য অক্ষিকোটরে। শৈশব থেকে সদ্য-যৌবনের সেই করিন্থ।

কিন্তু করিন্থ নয়। একটি অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনলেন ওয়াদিপাউস। থেসেউস বললেন, শুনলাম তিনি এসেছেন আর্গস থেকে। সেখানে কি আপনার কোন জ্ঞাতি আছেন, মান্যবর?

আর্গস? কয়েক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত ওয়াদিপাউস। আর্গসের সঙ্গে তো তাঁর কোন সম্পর্ক নেই! তাঁর কোন জ্ঞাতি আর্গসে… কিন্তু, কে-যেন বলছিল আর্গসের কথা?

মনে পড়েছে। হ্যাঁ, আর্গস। ওয়াদিপাউস বলে উঠলেন, বুঝেছি এথেন্সরাজ। বুঝতে পারছি কে এসেছে। কিন্তু ওকে আপনি নিষেধ করুন আমার কাছে আসতে।

থেসেউস বিস্মিত, কে এসেছে, মান্যবর?

ওয়াদিপাউসের কণ্ঠে ঘৃণার স্ফুরণ, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র পলিনাইসেস। ওদের আমি ঘৃণা করি। ওর কথা শোনার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।

বোঝানোর চেষ্টা করলেন থেসেউস, ওঁর কথাগুলো শুনতে আপত্তি কিসের, মান্যবর? ইচ্ছে না হলে ওঁর অনুরোধ রক্ষা করবেন না। কিন্তু ওঁকে কথাগুলো বলার সুযোগটুকু অন্তত দিন।

তবুও সম্মতি দিতে পারছেন না ক্ষুব্ধ পিতা। তখন সামনে এসে দাঁড়াল আন্তিগোনে। খুব নরম গলায় বলল, এথেন্সরাজের অনুরোধ রক্ষা করুন, পিতা। ওনার অনুরোধ উপেক্ষা করা আমাদের উচিত নয়। তাছাড়া পিতা, পলিনাইসেস তো আপনারই পুত্র। আপনার প্রতি চরম অন্যায় করেছে সে, কিন্তু তার জন্য আপনি কি এইভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারেন?

এই কন্যাটির ত্যাগ আর বুদ্ধিমত্তায় বারবার বিস্মিত হয়েছেন ওয়াদিপাউস। আজ নতুন করে তিনি বিস্মিত হচ্ছেন এই তরুণী আত্মজার প্রজ্ঞায়। আন্তিগোনে বলে চলেছে, আপনার এই মুহূর্তের দুঃখ-কষ্টকে বড় করে দেখবেন না, পিতা। স্মরণ করুন আপনার শৈশবের কথা। সেদিন আপনার পিতা-মাতা চরম অন্যায় করেছিলেন আপনার ওপর। তাঁদের সেই অপরাধের শিকার হতে হয়েছিল আপনাকে। অশুভ আকাঙ্ক্ষা তো শুধু দুঃখই ডেকে আনে, পিতা। সংযত হোন। রক্ষা করুন এথেন্সরাজের অনুরোধ।

সম্মতি না দিয়ে কোন উপায় নেই ওয়াদিপাউসের। শুধু একটিই অনুরোধ জানালেন তিনি থেসেউসের কাছে। বললেন, পলিনাই-সেসকে আসতে বলুন, রাজন্। কিন্তু দেখবেন, সে যেন আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার সুযোগ না পায়।

আশ্বাস দিলেন থেসেউস, নিশ্চিন্ত থাকুন, মান্যবর। আমি জীবিত থাকতে কেউ আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

চলে গেলেন থেসেউস। সকন্যা ওয়াদিপাউসের প্রহরায় নিযুক্ত রইল রক্ষীরা।

এবং ওয়াদিপাউস তখন জীবনের একটি চতুর্ভুজ প্রত্যক্ষ করলেন অন্তর্দৃষ্টিতে। তাঁকে ঘিরে রচিত হয়েছে চারটি দেশের একটি পূর্ণাঙ্গ চতুর্ভুজ: থিবিস, করিন্থ, এথেন্স এবং আর্গস।

পৃথিবী বড় বিচিত্র জায়গা।

মানুষ আরও বিচিত্র।

এগিয়ে আসছে একজন মানুষ। চোখে তার জল। প্রান্তরের কুঞ্জবনের দিকে এগিয়ে আসছে মানুষটি।

এই অবয়ব, পদক্ষেপের ঐ ভঙ্গী আন্তিগোনের অনেক-চেনা। চেনা ইসমেনেরও। ওয়াদিপাউসের যদি দৃষ্টি থাকত, তাহলে আপন ঔরসজাত ঐ অবয়বটি চিনে নিতে অসুবিধে হত না ওয়াদিপাউসেরও।

আন্তিগোনে বলল, পলিনাইসেস আসছে, পিতা।

মুখ তুললেন ওয়াদিপাউস। দ্রুত পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল পলিনাইসেস। ওয়াদিপাউস-জোকাস্তার প্রথম সন্তান, অনেক ভালবাসার ফসল পলিনাইসেস, যে সন্তানের জন্য জন্মদাতার বুকে আজ ঘৃণাই একমাত্র অবশিষ্ট।

পলিনাইসেসের কণ্ঠে মূর্ত হল বিষাদ—আহ্, কার জন্য বিলাপ করব আমি? আমার হতভাগ্য পিতার জন্য, না আমার নিজের জন্য? এই অপরিচিত দেশে নিঃসহায় এক বৃদ্ধ আর আমার দুই ভগ্নী। যাদের জন্য সঞ্চিত ছিল পৃথিবীর সমস্ত সুখ, তারা আজ অন্যের দুয়ারে করুণাপ্রার্থী! পিতা, আমি আপনার হতভাগ্য পুত্র পলিনাইসেস। সত্যের সন্ধান পেতে অনেক দেরি হয়ে গেছে আমার। হ্যাঁ, আমি অপরাধী। কিন্তু এখনও উপায় আছে পিতা, এখনও প্রতিকার করা যায় সে অন্যায়ের।

ওয়াদিপাউস নির্বাক। জ্যেষ্ঠ সন্তানের আকুল কণ্ঠস্বর হয়ত মনের গভীরে কোথাও রক্তের আল্পনা আঁকছে, কিন্তু মুখে তার ছাপ নেই এতটুকুও। ওয়াদিপাউস নিরুত্তর, ভাবলেশহীন।

কথা বলবেন না, পিতা? গভীর আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল পলিনাইসেসের কণ্ঠস্বর—সদয় হোন পিতা, একবার কথা বলুন। এইভাবে নিরুত্তরে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

অন্যদিকে মুখ ফেরালেন ওয়াদিপাউস। নিরুপায় পলিনাইসেস

মিনতিভরা দৃষ্টিতে আন্তিগোনের দিকে তাকাল—ভগ্নী, তোমরাও কি নীরব হয়েই থাকবে? আমার হয়ে একটু অনুরোধ করবে না পিতাকে?

আবার আন্তিগোনে! ওয়াদিপাউসের শেষ জীবনে প্রতি পদক্ষেপে তাঁর দিকনির্দেশ যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এই তরুণী। আন্তিগোনে বলল, বলো তোমার কী বলার আছে। জানো তো, অন্তরে ঘা দিলে পাথরও জেগে ওঠে!

আবেগভরা গলায় নিজের কথা বলে গেল পলিনাইসেস। জন্মভূমি থিবিস থেকে নির্বাসিত হয়েছে সে। কারণ সে-ই ছিল সিংহাসনচ্যুত রাজা ওয়াদিপাউসের জ্যেষ্ঠ পুত্র, থিবিসের সিংহাসনে তারই ছিল প্রথম অধিকার। সিংহাসনের লোভে কনিষ্ঠ ইটিওক্লেস দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে তাকে। না, বীরত্বের পরিচয় দিয়ে নয়, জঘন্য কূটনীতি আর অপপ্রচারের আশ্রয় নিয়ে থিবিসের মানুষকে স্বপক্ষে টেনে এনেছিল ইটিওক্লেস। পলিনাইসেসের মনে হয়েছিল: অসহায় পিতার প্রতি যে অন্যায় সে করেছে তারই শাস্তি এই নির্বাসন। নির্বাসিত পলিনাইসেস আশ্রয় নিয়েছিল আর্গসে, বিবাহ করেছিল আর্গসরাজ আদ্রাস্তাসের কন্যাকে। সেই বিবাহসূত্রে সে মিত্র হিসেবে পাশে পেয়েছে আর্গসের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে। সাতজন সেনাপতির নেতৃত্বে সাতভাগে বিভক্ত হয়ে থিবিস আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষা করছে আর্গসের সৈন্যবাহিনী। এই সাতজন সেনাপতি হলেন অ্যাম্ফিয়ারাউস, তাইদেয়ুস, এটিওক্লাস, হিপ্পোমেডন, কাপানিয়ুস, পার্থেনোপেয়ুস এবং ওয়াদিপাউসতনয় স্বয়ং পলিনাইসেস। শুরু হতে চলেছে যুদ্ধ।

কিন্তু এ যুদ্ধে নিঃসম্বল ওয়াদিপাউসের কী ভূমিকা থাকতে পারে? কেন এই দৃষ্টিহীন মানুষটির কাছে ছুটে এসেছে পলিনাইসেস?

এসেছে ক্ষমা চাইতে, আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে। কারণ দৈববাণী যদি সত্য হয়, তাহলে যে পক্ষকে সমর্থন করবেন ওয়াদিপাউস, যে পক্ষের জয় এ যুদ্ধে অনিবার্য। এবং পলিনাইসেস বিশ্বাস করে, এ

যুদ্ধে তাকেই সমর্থন করবেন ওয়াদিপাউস। কারণ পিতাপুত্র দুজনেই আজ চরম দুর্দশার শিকার, দুজনেই স্বদেশ থেকে নির্বাসিত, দুজনেই বিদেশের মাটিতে আশ্রয়প্রার্থী। আর সে, সেই স্বৈরাচারী ইটিওক্লেস, রাজসুখে মগ্ন হয়ে উপহাসে বিদ্ধ করছে নির্বাসিত পিতা আর ভ্রাতাকে; তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে খুব বেশি সময় লাগবে না পলিনাইসেসের, ইটিওক্লেসকে সিংহাসনচ্যুত করে সে নিজে অধিষ্ঠিত হবে থিবিসের রাজপদে, রাজপ্রাসাদে নিজের পাশে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করবে পিতাকে। কিন্তু এই কর্তব্যটুকু সমাধা করার জন্য ওয়াদিপাউসের আশীর্বাদ তার একান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় তার পরাজয় এবং মৃত্যু সুনিশ্চিত।

বক্তব্য শেষ করে প্রত্যাশাভরা দৃষ্টিতে ওয়াদিপাউসের দিকে তাকাল পলিনাইসেস। তাঁর এই আর্তি কি ব্যর্থ হবে? এতটুকুও সদয় হবেন না পিতা? আশা নিরাশার দোলাচলে পলিনাইসেস অস্থির এবং অনন্ত মহাশূন্যে তখন আসন্ন যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের বর্ণমালাটি লিপিবদ্ধ হয় অভ্রান্ত অক্ষরে।

কথা বললেন ওয়াদিপাউস, অথবা বহিঃপ্রকাশ ঘটল সঞ্চিত জ্বালার —এথেন্সরাজ থেসেউস যদি তোমাকে আমার সামনে নিয়ে আসার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী না হতেন, তাহলে তোমার কথার কোন উত্তরই দিতাম না আমি। শুধু তাঁর সম্মান রক্ষার্থেই তোমার কথার উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছি আমি। পলিনাইসেস, সেদিন কোথায় ছিল তোমার এই পিতৃভক্তি, যেদিন আমাকে নির্মমভাবে বিতাড়িত করা হয় থিবিস থেকে? সেদিন তো তোমার সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাটির থেকেও বেশি ক্ষমতা ছিল তোমার, কারণ তুমিই ছিলে জ্যেষ্ঠ। আজ নিজে ক্ষমতা-চ্যুত হয়েছ বলে চোখের জল ফেলছ আমার দুঃখে। কিন্তু জেনে রাখো পলিনাইসেস, তোমার ঐ চোখের জল আজ এতটুকুও কাতর করছে না আমাকে। তোমরা আমাকে দেশছাড়া করেছিলে, বাধ্য করেছিলে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতে, ঠেলে দিয়েছিলে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। আমার এই কন্যারা না থাকলে আজ আমি জীবিত থাকতেও

পারতাম না। ওরাই আমাকে রক্ষা করেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে। থিবিস ত্যাগ করার সময় তোমাদের দুই ভ্রাতাকে অভিশাপদিয়ে আমি বলেছিলাম—পরস্পরের হাতেই নিহত হবে তোমরা! আজও সেই অভিশাপই উচ্চারণ করছি তোমাদের সম্বন্ধে। পরস্পরকে হত্যা করবে তোমরা। না পলিনাইসেস, তোমার জন্য কোন আশীর্বাদ সঞ্চিত নেই আমার হৃদয়ে। এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হবে, আপন ভ্রাতাকে হত্যা করে নিজেও নিহত হবে তারই হাতে। আরও শুনে যাও পলিনাইসেস, মৃত্যুর পর আমাদের বংশের সমাধিগৃহে সমাধিস্থ হবে না তোমার মৃতদেহ। এবার যাও। আর আমার কিছুই বলার নেই তোমাকে।

থামলেন ওয়াদিপাউস। আপন আত্মজকে, অনেক স্বপ্নের প্রথম সন্তানটিকে চরম অভিশাপে অভিশপ্ত করেছেন তিনি. স্বাক্ষর করেছেন তার মৃত্যু পরোয়ানায়। এতটুকুও কি কেঁপে ওঠেনি বুভুক্ষু পিতৃহৃদয়, ক্ষণিকের জন্যও কি কণ্ঠরোধ করেনি সাত রাজার সম্পদ সেই ভালবাসা? হয়ত করেছিল, অদৃশ্য কোন আঁচড়ে রক্ত ঝরেছিল চেতনার অতলে, কিন্তু মুখ হয়ে ওঠে নি মনের দর্পণ। মানুষের মুখ সবসময় মনের দর্পণ হয়ে ওঠে না। আলোর আচ্ছাদনে লুকিয়ে থাকে অন্ধকার, অন্ধকারের আস্তরণে সুপ্ত থাকে আলো। ওয়াদিপাউসের মুখের প্রতিটি পেশী কঠিন, নির্মম, ভিতরের ভাঙ্‌চুর আদৌ প্রতিবিম্বিত নয় সেই মুখমণ্ডলে

দুহাতে মুখ ঢাকল পলিনাইসেস। ব্যর্থতা, ব্যর্থতা। এবং নির্মমতম অভিসম্পাত। তবু, ভবিতব্যের মুখোমুখী হতেই হবে তাকে। ফেরার পথ বন্ধ।

আন্তিগোনে আর ইসমেনের দিকে তাকাল পলিনাইসেস—ভগ্নীরা আমার, পিতার ভয়ঙ্কর অভিশাপের কথা তো শুনলে তোমরা। আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা যেন আমাকে ঘৃণা কোরো না। কোনদিন যদি পিতার এ অভিশাপ বাস্তব হয়ে ওঠে আর সেদিন যদি উপস্থিত থাকো থিবিসের মাটিতে, তাহলে ভগ্নীরা, মনে রেখো এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার

অন্তিম অনুরোধ—আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটুকু কোরো তোমরা আর গড়ে দিয়ো একটা স্মৃতিস্তম্ভ।

সহোদর ভ্রাতার করুণ আর্তি ভুলিয়ে দিচ্ছে আন্তিগোনেকে। গভীর মমতায় কথা বলল আন্তিগোনে, আমার কথা শোনো পলিনাই-সেস, তোমার সৈন্যদের নিয়ে ফিরে যাও আর্গসে। নিজের আর থিবিসের এতবড় সর্বনাশ ডেকে এনো না! আপন মাতৃভূমিকে ধ্বংস করে কী লাভ, পলিনাইসেস? ফিরে যাও।

অসম্ভব, আন্তিগোনে! তা আর হয় না। এই লজ্জাকর নির্বাসন নীরবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

ভবিষ্যতের ভয়াবহ ছবিটি চোখের সামনে দেখতে দেখতে আন্তি-গোনে বলল, কিন্তু তোমাদের দুজনের ওপর পিতার এই অমোঘ অভি-সম্পাতের কথাও কি ভুলে যাচ্ছো তুমি?

ওনার কথা উনি বলেছেন। মেনে নেওয়া না-নেওয়া তো আমার ব্যাপার।

আহ্, পলিনাইসেস! ঐ অভিসম্পাত মিথ্যা হতে পারে না। তুমি কি আশা করো এই অভিসম্পাতের কথা শোনার পরেও তোমার সৈন্যবাহিনী থিবিস আক্রমণে সম্মত হবে?

ম্লান হাসল পলিনাইসেস, এ কথা তারা আমার মুখ থেকে কখনোই শুনবে না, আন্তিগোনে। বুদ্ধিমান সেনাপতিরা সৈনিকদের আশার কথাই শোনায়, হতাশার নয়।

যাবেই তাহলে? আন্তিগোনের জিজ্ঞাসায় একটি আর্তনাদ সুপ্ত ছিল।

পলিনাইসেসের বুক চিরে উঠে এল দীর্ঘশ্বাস, যেতে যে হবেই, আন্তিগোনে। পিতার অভিশাপ মাথায় নিয়েই খুঁজতে যেতে হবে সেই ঘোরকালো ভবিষ্যৎ। তোমাদের মঙ্গল হোক। আমার মৃত্যুর পর যদি আমার অনুরোধটুকু রক্ষা করো তোমরা, ঈশ্বর যেন আশীর্বাদ করেন তোমাদের। তোমাদের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। এবার আমাকে যেতে দাও ভগ্নী। আমি আর দেরি করতে পারছি না।

আমার জন্যে বিলাপ করো না তোমরা।

ওয়াদিপাউস শুনছেন। তাঁর প্রথম সন্তান চলে যাচ্ছে মৃত্যুর দুয়ার খুঁজতে। ইসমেনে নির্বাক।

শেষ চেষ্টা করল আন্তিগোনে, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে যে এগিয়ে চলেছে স্বেচ্ছায়, তার জন্যে বিলাপ না করে থাকি কী করে, পলিনাইসেস? কথা শোনো, যেয়ো না।

আমাকে কাপুরুষ হতে বোলো না, আন্তিগোনে।

আহ্, পলিনাইসেস, তোমাকে হারানো যে আমার কত বড় যন্ত্রণা, কী করে বোঝাই তোমাকে!

পলিনাইসেসের গলায় ভেসে উঠল সাগরের গাম্ভীর্য, ঈশ্বরই সব-কিছুর নিয়ন্তা, ভগ্নী। দুঃখ কোরো না। আশীর্বাদ করে যাই, তোমাদের জীবনে যেন কখনও কোন অমঙ্গলের ছায়াপাত না ঘটে। সারা পৃথিবী জানুক কত বড়, কত মহান। বিদায় আন্তিগোনে, বিদায় ইসমেনে, বিদায় পিতা।

ধীর পায়ে এগিয়ে চলল পলিনাইসেস। জলপাই গাছের ছায়া ছুঁয়ে, দ্রাক্ষালতার পরশ নিয়ে, প্রান্তর পেরিয়ে। ওয়াদিপাউসের প্রথম আত্মজ জীবন-মৃত্যুর সীমানা খুঁজতে হারিয়ে গেল পৃথিবীর পথে।

ওয়াদিপাউস পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল। ইসমেনের দুচোখে বাঁধভাঙা প্লাবন। দূরান্তে চোখ রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আন্তি-গোনে। জন্মদাত্রী মুক্তি খুঁজেছেন আত্মহননে, একজন অগ্রজ চলে গেল মৃত্যুর ধ্রুব ডাকে সাড়া দিয়ে, আরেকজনও যাবে। এরপর কে? কার পালা এবার? মহাকালের ঘোষকের কণ্ঠে এবার উচ্চারিত হবে কার নাম?

ওদিকে আকাশ জুড়ে তখন জমে উঠেছে কালো মেঘের স্তূপ। মাথার ওপরে কোথাও আর এতটুকু নীল নেই, সব কালো, সবটুকু কালো। জমাট অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে অনন্ত প্রকৃতি।

আর দূরে কোথাও শোঁ-শোঁ গর্জন। বাতাসের চলাচলে খ্যাপা

সুর। ঝোড়ো হাওয়া।

ঝড় আসছে।

ঝড়

১১

একটা মরুভূমি পেরোতে না পেরোতে আরেকটা সারাক্ষণ এগিয়ে আসে সামনে। তাই বজ্রপাত হয়। জ্বালা ? কিসের জ্বালা মেটাতে চাও ? আকাশ জুড়ে তাই বৃষ্টির প্রস্তুতি। জলের অক্ষরে লেখা থাকে নাম। বেলা যায়, বেলা যায়। শেষবেলা কালবেলা। ঘরে ফেরার ডাক। ঘরে যেতে পথ অফুরান। এক সময় অফুরান পথও শেষ হয়। 'হারাবো না' কথা দিয়েও হারিয়ে যায় সুখের পাখি, কথা রাখার কথা ভেসে যায় দুর্বার জলপ্রপাতে। অপরাজিতার গল্পকথা চোরাবালিতে মুখ লুকিয়ে পরাজয় মানে। তখন ঝড় আসে। উড়ে যায় সূর্যমুখী মন, ঝোড়ো হাওয়া ভাসিয়ে নেয় ফেলে-আসা সার সার ছবি। ধ্বংসস্তূপে বসে থাকে একটি মানুষ, পথ যার অফুরান নয় আর।

বজ্রের গর্জনে সঙ্কেত পেয়েছেন ওয়াদিপাউস। দুটি অশক্ত হাত উঠে এল বুকের কাছে। বললেন, আন্তিগোনে, কাউকে দিয়ে সংবাদ পাঠাও থেসেউসের কাছে। এখনই তাঁকে আসতে বলো এখানে।

কেন পিতা ?

ওয়াদিপাউস হাসলেন, ঐ বজ্রনির্ঘোষ আমাকে ডাক পাঠাচ্ছে, আন্তিগোনে। এগিয়ে আসছে সেই প্রতিশ্রুত শেষের প্রহর।

অস্থির হয়ে ওঠে আন্তিগোনে, এ আপনি কী বলছেন পিতা ? শেষ প্রহরের সঙ্কেত আপনি কোথায় দেখছেন ?

আমি জানি আন্তিগোনে। দেরি কোরো না। এখনই সংবাদ দাও থেসেউসকে।

'এবার কার পালা' প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাচ্ছে আন্তিগোনে।

বর্ণহীন চলচ্চিত্রে একটি মুখ ঃ ওয়াদিপাউস।

প্রহরীদের মধ্যে থেকে একজনকে থেসেউসের কাছে পাঠাল আন্তি-গোনে।

ক্ষণে ক্ষণে অস্থির হয়ে উঠছেন ওয়াদিপাউস, আহ্, এত দেরি হচ্ছে কেন এথেন্সরাজের ? সময় যে ফুরিয়ে আসছে !

পিতার হাতে হাত রাখে ব্যাকুল আন্তিগোনে, তাঁকে আপনি কী বলতে চান, পিতা ?

যে আশীর্বাদ তাঁকে জানিয়ে যাব কথা দিয়েছিলাম, সেই আশীর্বাদের কথা, আন্তিগোনে। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমাদের। সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ কিছুটা অন্তত শোধ করে যেতে চাই আমি।

নির্বাক ইসমেনে তল-কূল খুঁজে পাচ্ছে না। আন্তিগোনের চোখ ছুঁয়ে যাচ্ছে সত্যকে। ভেসে উঠছে মগ্নচৈতন্য। মননদাহ।

ছটফট করছেন দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ। আর যে সময় দেবে না নিষ্ঠুর মহাকাল ! নিষ্ঠুর, নাকি পরম করুণাময় ? মঙ্গলময় হাতের ছোঁয়ায় মহাকাল মুছে দেবে এই দহন জ্বালা, শেষ হবে এই যন্ত্রণার তেপান্তর —সে তো জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

ঘন ঘন বজ্রপাত আর ঝড় আর সেই ডাক। তখন দ্রুত পায়ে এসে দাঁড়ালেন থেসেউস। পোসাইডনের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তিনি সংবাদ পেয়েছেন—ওয়াদিপাউস ডাকছেন।

আমি এসেছি, মান্যবর—জানালেন থেসেউস।

এসেছেন রাজন্ ? কাছে আসুন।

এগিয়ে এলেন থেসেউস, বলুন লেইয়াসপুত্র। আপনার কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমি।

ওয়াদিপাউস বললেন, আমার বিদায়লগ্ন উপস্থিত, এথেন্সরাজ। যাওয়ার আগে সেই প্রতিশ্রুত আশীর্বাদের কথা আমি জানিয়ে যেতে চাই আপনাকে।

আন্তিগোনের মতো একই বিস্ময় থেসেউসেরও, বিদায়লগ্নের

সঙ্কেত আপনি কোথায় পেলেন ?

ঐ মুহুর্মুহু বজ্রপাত, রাজন্। ঐ অবিরাম গর্জনই আমার মৃত্যুর দিশারী।

থমকে গেলেন থেসেউস। চকিতে একবার তাকালেন আন্তিগোনের দিকে। তারপর গভীর শ্রদ্ধায় বললেন, বলুন মান্যবর, আমার এখন কী করণীয়।

শুনুন রাজন্, আমি এখন আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব একটি বিশেষ জায়গায়। ঐ জায়গাটিতেই মৃত্যু হবে আমার। আমার সঙ্গে আপনি ছাড়া আর কেউ থাকবে না। কিভাবে আমার মৃত্যু হয়েছে কিংবা কী পরিণতি ঘটেছে আমার মৃতদেহের, তা-ও একমাত্র আপনি ছাড়া জানবে না আর কেউ। আপনার দেশের মাটিতে আমার এই মৃত্যু আশীবাদ হয়ে দেখা দেবে এথেন্সের ইতিহাসে।

নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছেন থেসেউস। বৃদ্ধ বলে চলেছেন, আরও-কিছু বলার আছে রাজন্, আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু। কিন্তু সে কথা অন্য কারুর সামনেই উচ্চারণযোগ্য নয়, এমনকি আমার পরম স্নেহের এই কন্যাদের সামনেও না। পথে যেতে যেতে আপনি একাই জানবেন সেই গোপন কথা। সারাজীবন সে কথা গোপন রাখতে হবে আপনাকে, মৃত্যুর সময় বলে যাবেন আপনার উত্তরাধিকারীকে, তার মৃত্যুর সময় সে তথ্য জানবে তার উত্তরাধিকারী এইভাবে বংশ-পরম্পরায় সে তথ্য সঞ্চিত থাকবে আপনাদের মধ্যে। হে মহান থেসেউস, জেনে রাখুন, এই গোপন বার্তা চিরদিন রক্ষা করবে এথেন্সকে।

শ্রোতৃমণ্ডলী বাক্‌রুদ্ধ। সময় এসেছে মৃত্যুর নিঃশব্দ ঋজু পদক্ষেপের। আজ লগ্ন এল যাওয়ার তাই কণ্ঠে বেদন ভাসে। তখন কেউ অশ্রুধারায় তর্পণ করতে চেয়েছিল কিনা, কথকের জানা নেই।

কন্যাদের ডাকলেন ওয়াদিপাউস। শেষযাত্রায় সঙ্গে যাবে ওরাও। তার সবটুকু নয়, নির্দিষ্ট স্থানের কিছুটা। [illegible] পড়তে হবে আন্তিগোনে আর ইসমেনেকে।

পা বাড়ালেন ওয়াদিপাউস। হাত নেড়ে বিদায় জানালেন এথেন্সবাসী বন্ধুদের। পিতার স্বগতকথন শুনতে পেল আন্তিগোনে —হে উজ্জ্বল আলোকধারা, একদিন তোমার দীপ্তিতে স্নাত হয়েছিল এই অস্তিত্ব আমার। আজ তুমি উপহার দিয়েছ অন্ধকার. এবং তোমার সেই উপহারের গভীরেই আজ হারিয়ে যাবে এই শরীর, পৃথিবীর মাটি থেকে হারিয়ে যাবে হতভাগ্য ওয়াদিপাউস।

এগিয়ে চলল চারজন মানুষ। সবার আগে ওয়াদিপাউস, তাঁর পিছনে থেসেউস এবং থেসেউসকে অনুসরণ করে আন্তিগোনে আর ইসমেনে। কয়েকজন রক্ষীও সঙ্গী হল ওয়াদিপাউসের শেষযাত্রার।

একদিকে পাথুরে ঢাল। এপাশে জলপাই আর নাশপাতির সমারোহ। সামনে একটি সমাধিফলক। ফলকটি পার হয়ে দাঁড়ালেন ওয়াদিপাউস। আস্তে আস্তে বসলেন কঠিন মাটিতে। খুলে ফেললেন অঙ্গের জরাজীর্ণ পোশাক। কোন নদী থেকে কিছুটা জল আনতে বললেন কন্যাদের। দুই তরুণী ছুটে গেল পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ী নদী থেকে নিয়ে এল জল। স্নান করলেন ওয়াদিপাউস।

তখন বাজ পড়ল কাছেই। আতঙ্কে শিউরে উঠল দুই তরুণী। বজ্রে মৃত্যুর বাদ্যি। ওয়াদিপাউসের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল তাঁর দুই আত্মজা। চিৎকার করে কেঁদে উঠল ইসমেনে। দুহাতে বুক চাপড়ে হাহাকারে ভেঙে পড়ল আন্তিগোনে। দীর্ঘ জীবন পরিক্রমার শেষ দুই পরমাত্মীয়কে দুহাতে বুকে টেনে নিলেন ওয়াদিপাউস। বললেন, আজ থেকে পিতৃহীন হলে তোমরা। আমার জন্যে আর কোনদিন কষ্ট পেতে হবে না তোমাদের। আমার সবটুকু দিয়ে তোমাদের ভালবেসেছি আমি। এখন থেকে সেই ভালবাসা ছাড়াই বেঁচে থাকতে হবে তোমাদের।

কাঁদছেন ওয়াদিপাউস। তাঁর ছুটির ঘণ্টা বাজছে। দূরে, পাহাড়ে প্রান্তরে তখন কার যেন রহস্যময় স্বর—ওয়াদিপাউস, ওয়াদিপাউস, আর দেরি নয়, সময় নেই, সময় নেই, খেলা শেষ, শেষ হল

বন্দরের কাল। ভিন্নতর কোন সৌরজগৎ থেকে কে যেন ডাকে—আয় আয় আয়, এখানে শান্তি, এখানে দুঃখহীন প্রহর, করুণাঘন আশ্রয়।

থেসেউসকে লক্ষ্য করে ওয়াদিপাউস বললেন, পরম বন্ধু আমার, আজ বিদায়বেলায় আমার এই অসহায় কন্যা দুটির ভার আপনার হাতেই দিয়ে গেলাম। কথা দিন থেসেউস, ওদের আপনি দেখবেন।

নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। আমি জীবিত থাকতে ওঁদের যত্নের কোন ত্রুটি হবে না।

শেষবারের মতো দুই কন্যার অঙ্গে হাত রাখলেন ওয়াদিপাউস। এই দুটি প্রাণ তাঁর শেষ উত্তরাধিকার। ইসমেনের কপোল স্পর্শ করলেন, হাত রাখলেন আন্তিগোনের মাথায়। তারপর উচ্চারণ করলেন শেষ কথাগুলি—এবার যাও তোমরা। এই গোপন বার্তা জানতে চেয়ো না কখনও। এর প্রত্যক্ষদর্শী হবেন একমাত্র থেসেউসই। মনকে শক্ত করো। যাও।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে পিছু ফিরল দুই তরুণী। তাদের অনুসরণ করে ফিরে চলল রক্ষীরাও। জন্মদাতা পিতাকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে প্রান্তরের পথে হেঁটে চলল ইসমেনে আর চিরবিশ্বস্ত আন্তিগোনে।

বিহ্বল থেসেউসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ওয়াদিপাউস।

কিছুটা এগিয়ে কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না রক্ষীরা। পিছনে তাকাল। ঐ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন থেসেউস, দুহাতে ঢেকে রেখেছেন চোখ, যেন সহসা কোন তীব্র বর্ণচ্ছটায় ধাঁধিয়ে গেছে চোখ দুটি।

এবং, ওয়াদিপাউস নেই!

দাঁড়িয়ে আছেন একা থেসেউস, আশপাশে কোথাও নেই সেই দৃষ্টিহীন মানুষটি!

আশ্চর্য, কোথাও তখন কোন বজ্রপাত হয় নি, ধেয়ে আসে নি কোন ঝোড়ো বাতাস! অথচ, ওয়াদিপাউস নেই! হারিয়ে গেছেন

ভাগ্যতাড়িত মানবপুত্র।

রক্ষীরা দেখল—হাত দিয়ে ভূমি স্পর্শ করলেন থেসেউস, প্রণাম জানালেন ধরিত্রীকে, তারপর দুহাত উঁচুতে তুলে প্রণাম জানালেন মহাশূন্যের উদ্দেশে।

প্রতীক্ষারত এথেন্সবাসীদের সামনে এসে দাঁড়াল সদ্য পিতৃহারা দুই তরুণী। কথা বলল আন্তিগোনে, বিচিত্র জন্মসূত্রে পাওয়া যন্ত্রণার উত্তরাধিকারই আজ আমাদের একমাত্র সম্বল।

উৎকণ্ঠিত জনতার মধ্যে থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, উনি কি নেই?

মাথা নাড়ল আন্তিগোনে—নেই।

কেঁদে উঠল ইসমেনে, মৃত্যু কেন ডেকে নিল না আমাকেও! এই জীবনের চেয়ে মৃত্যুও যে অনেক কাম্য ছিল।

ভেঙে পড়া তরুণীকে সান্ত্বনা দিল কলোনার বাসিন্দারা। বলল দুঃখ কোরো না। তিনি তাঁর নিয়তিকেই বরণ করে নিয়েছেন।

ঘোরলাগা আকাশে চোখ রাখল আন্তিগোনে। এতদিনের সঙ্গী সেই স্নেহময় মানুষটি এখন কোথায়? ঝাপ্‌সা হয়ে আসে চোখ তবুও স্বস্তি, কারণ তিনি পেয়েছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু। হ্যাঁ, এই মৃত্যুই তো চেয়েছিলেন তিনি: বিদেশের মাটিতে, অন্ত্যেষ্টিহীন।

পিতার হাত ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ল আন্তিগোনের। তখন যদি মৃত্যু এসে ডাক দিত দৃষ্টিহীন মানুষটিকে, তাহলে শেষ মুহূর্তেও তাঁর পাশে উপস্থিত থাকতে পারত সে। হয়ত তার কোলে মাথা রেখেই ঘুমের দেশে হারিয়ে যেতেন তিনি।

বাধা পড়ল চিন্তায়। ডুকরে কেঁদে উঠে ইসমেনে বলছে, আমাদের এখন কী হবে, আন্তিগোনে? কোথায় যাব আমরা?

চোয়াল শক্ত হল আন্তিগোনের, চলো ইসমেনে, এখনই যেতে হবে আমাদের।

কোথায়?

যেখানে শেষঘুমে ঘুমিয়ে আছেন আমাদের জন্মদাতা। চলো, আমরা দেখে আসব তাঁকে।

কিন্তু সেটা কি উচিত হবে, আন্তিগোনে?

কেন? অন্যায়টা কোথায়?

ইসমেনে বলল, তুমি কি ভুলে যাচ্ছো কেউ তাঁকে সমাধি দেয় নি! তাঁর কোন কবর তো নেই!

আন্তিগোনে অধীর, না-ই থাক, আমি শুধু একবার যাব সেখানে। তাতে যদি মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে হয়, আপত্তি নেই।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ইসমেনে, ওহ্, কি দুর্ভাগা আমরা! কে আমাদের আশ্রয় দেবে?

উত্তর এল জনতার মধ্যে থেকে, আমরাই দেবো। এ-দেশের মাটিতে চিরদিন নিরাপদে থাকতে পারবেন আপনারা।

বক্তার মুখের দিকে তাকাল আন্তিগোনে, তা আমি জানি। শুধু জানি না কী করে ফিরতে পারব স্বদেশে।

স্বদেশ, স্বদেশ! জন্মভূমি থিবিস! মহামারীর পর সে-দেশের মাটিতে এখন মহাযুদ্ধের পদধ্বনি। পরস্পরের মুখোমুখী দুই অগ্রজ, সশস্ত্র, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত। এবং পিতার সেই অভিশাপ—একের হাতে অপরের মৃত্যু! এই মৃত্যুনীল মুহূর্তে নিশ্চিন্তে দূরে বসে থাকতে পারে না আন্তিগোনে।

কে-যেন বলে উঠল, আপনি যা করতে চাইছেন, তাতে অশেষ দুর্গতিই আপনার বিধিলিপি হবে, ভদ্রে।

হাসল আন্তিগোনে। অথবা হাসি নয়, ওষ্ঠপ্রান্তে দাগ রাখল নিয়তির প্রতি কোন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ।

খুব ধীর পায়ে হেঁটে এলেন এথেন্সরাজ থেসেউস। কেমন যেন আবিষ্ট, তন্ময়। এইমাত্র একটি বিচিত্র মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছেন তিনি।

ওয়াদিপাউসের অন্তিম মুহূর্তের একমাত্র দর্শকটি এসে দাঁড়ালেন

আন্তিগোনের সামনে। হয়ত কিছু বলার ছিল তাঁর, কিন্তু তার আগেই কথা বলল আন্তিগোনে—আমার একটা অনুরোধ আছে, রাজন্।

চোখ তুললেন থেসেউস, আপনারা আমার কন্যাসমা। বলুন কী অনুরোধ। সাধ্যায়ত্ত হলে অবশ্যই তা রক্ষা করব আমি।

আন্তিগোনে বলল, পিতার সমাধিস্থলে নিয়ে চলুন আমাদের, শুধু একটিবারের জন্য।

মাথা নাড়লেন থেসেউস, এ অনুরোধ রক্ষা করতে আমি অক্ষম। নিষেধ আছে আপনার পিতার। তিনিই বলে গেছেন কেউ যেন না যায় তাঁর সমাধিস্থলে, কোন মানুষের কণ্ঠস্বর যেন বিঘ্নিত না করে তাঁর শান্তি। তিনি আমাকে বলে গেছেন তাঁর কথা অমান্য না করলে এথেন্সের ভাগ্যাকাশে কোন দুর্যোগ দেখা দেবে না কখনও, আরও সমৃদ্ধিশালী, আরও ঐশ্চর্যময়ী হয়ে উঠবে আমাদের এই দেশ।

আন্তিগোনে নির্বাক। না, পিতার এই অন্তিম নির্দেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য তার নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আন্তিগোনে। অপলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন থেসেউস।

খরচ হয়ে গেল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর আন্তিগোনে বলল, পিতার নির্দেশ অলঙ্ঘ্যনীয়। আমার অনুরোধ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি আমি। তবে···

চেয়ে আছেন থেসেউস।

তবে আরেকটি অনুরোধ আছে আমার। থিবিসে ফিরে যেতে চাই আমরা। আপনার রক্ষীদের নির্দেশ দিন আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য। এটাই আমার শেষ অনুরোধ, এথেন্সরাজ।

কিন্তু কেন? কেন ফিরে যেতে চান থিবিসে?—প্রশ্ন করেন থেসেউস।

দূরান্তের অন্ধকারে চোখ রাখল আন্তিগোনে, ভালবাসায় উষ্ণ হল উচ্চারিত শব্দগুলি—আমার দুই ভ্রাতা সেখানে মৃত্যুর মুখোমুখী,

রাজন্। আমি শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই ওদের বাঁচাতে পারি কি না।

ওয়াদিপাউসকে কথা দিয়েছেন থেসেউস—তাঁর পিতৃমাতৃহারা কন্যাদের তিনি দেখবেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করবেন জীবন দিয়েও। কিন্তু এই ব্যতিক্রমী তরুণীটিকে চিনতেও ভুল হয় নি তাঁর। সাধারণ নারীদের সঙ্গে এই ওয়াদিপাউসদুহিতার দূরত্ব কয়েকশ যোজন। বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতাদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে অক্লেশে জীবন দিতে পারে এই তরুণী।

বাধা দিলেন না থেসেউস। বললেন, বেশ, তাই হোক। আপনার ইচ্ছায় বাধা দেব না আমি। আপনারা প্রস্তুত হোন। আমার রক্ষীরা আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে থিবিসে।

আন্তিগোনের চোখ নিবদ্ধ হল ফেলে-আসা পথটির দিকে, যে পথ ধরে শেষযাত্রায় এগিয়ে গিয়েছিলেন ওয়াদিপাউস, দৃষ্টিহীন পিতাকে অজানা অন্ধকারের গর্ভে বিসর্জন দিয়ে যে পথ ধরে ফিরে এসেছিল সে আর ইসমেনে। এই পৃথিবী আর কোনদিন খুঁজে পাবে না সেই ভাগ্যহত মানুষটিকে, একদা যিনি ছিলেন থিবিসের পরিত্রাতা এবং একচ্ছত্র শাসক : রাজা ওয়াদিপাউস।

থিবিস ডাকছে। ওয়াদিপাউসের উত্তরাধিকারের দুটি সূত্র সেখানে উন্মত্তের মতো মৃত্যু খুঁজে বেড়াচ্ছে। আন্তিগোনেকে যেতে হবে। শেষ চেষ্টা। ভালবাসার অন্তিম স্বাক্ষর।

এথেন্সের রক্ষীরা প্রস্তুত। ইসমেনের হাত ধরে আবার পথে নামল আন্তিগোনে।

যেতে হবে অনেক দূর।

থিবিস ডাকছে।

অশেষযাত্রা। গন্তব্য ডুবেছে অমাবস্যায়। ছায়াপথের কোন অপরিচিত নক্ষত্র থেকে কেউ ঘোষণা করছে--আ-স-ছি, প্রতীক্ষায়

থেকো। জানা সত্য নতুন করে আবিষ্কার। ছায়ার ছায়ায় ছড়ানো থাকে উত্তরাধিকার। বিশ্বাস ভেসে যায় ডুবে মরে জলপ্রপাতের স্রোতধারায়। থমকে দাঁড়ায় শ্বাসরুদ্ধ সময় এবং একটি মানুষের মৃতদেহ ঢেকে দেয় ঝরে-পড়া কিছু গন্ধহীন বিবর্ণ ফুল।

তবুও চোখ মেলে ভালবাসার নীলকণ্ঠ পাখি, জেগে ওঠে, জেগে থাকে। ভালবাসা পথ খোঁজে নিজস্ব আলোয়, ডানা মেলে পাড়ি দেয় দূর-সুদূর।

ভালবাসার নীলকণ্ঠ হারিয়ে যায় না

জেগে থাকো, নীলকণ্ঠ।